উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সেনসেক্স : ৮০,৬৪১.০৭ (-১৫৫.৭৭)
নিফটি : ২৪,৩৭৯.৬০ (-৮১.৫৫)

মোদি জানতেন, তোপ খাড়গের
কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে দাবি করেছেন, বৈসরণে পর্যটকদের ওপর যে হামলা হতে পারে, সেই সংক্রান্ত গোয়েন্দা সতর্কবার্তা তিনদিন আগেই পেয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। » ৭

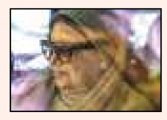

দেশে ফিরলেন খালেদা
লন্ডনে চিকিৎসা করিয়ে ৪ মাস পর বাংলাদেশে ফিরলেন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী তথা বিএনপির চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়া। » ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
৩৫° সর্বোচ্চ	২৪° সর্বনিম্ন	৩৫° সর্বোচ্চ	২৩° সর্বনিম্ন	৩৪° সর্বোচ্চ	২৩° সর্বনিম্ন	৩৪° সর্বোচ্চ	২২° সর্বনিম্ন

ভালো থাকতে নেতৃত্ব ছাড়ি : বিরাট » ১১

শিলিগুড়ি ২৩ বৈশাখ ১৪৩২ বুধবার ৫.০০ টাকা 7 May 2025 Wednesday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 346

‘অপারেশন সিঁদুর’

মঙ্গলবারই দেশের ২৫৯টি এলাকাকে ‘সিভিল ডিফেন্স জেলা’ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছিল। প্রস্তুতি চলছিল অসামরিক মহড়ার। তার মধ্যে মঙ্গলবার মাঝরাতে ভারতীয় সেনাবাহিনী পাকিস্তান এবং পাক অধিকৃত কাশ্মীরের ৯টি জায়গায় আক্রমণ করল। ৯টি জায়গাতেই পাক উগ্রপন্থীদের ঘাঁটি। এভাবেই শুরু হয়ে গেল যুদ্ধ।

মধ্যরাতে ধ্বংস ৯ পাক ঘাঁটি, হত ৩

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ৬ মে : জাস্টিস ইজ সার্ভড। জয় হিন্দ!

মঙ্গলবার রাত ১টা ৫১ মিনিটে ভারতীয় সেনাবাহিনীর অ্যাডিশনাল ডাইরেক্টরেট জেনারেল অফ পাবলিক ইনফরমেশনের এক্স হ্যান্ডলে লেখা হল এই দুটি শব্দ। এবং তার মধ্য দিয়ে গোটা পৃথিবী জেনে গেল, মধ্যরাতে পাকিস্তানকে আক্রমণ করেছে ভারত।

কিছুক্ষণের মধ্যেই কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হল, ‘পাকিস্তানের কোনও মিলিটারি ক্যাম্পে আক্রমণ হয়নি। আক্রমণ হয়েছে উগ্রপন্থীদের ৯টি ডেরায়।’ সেনাবাহিনীর তরফে এই অপারেশনকে নাম দেওয়া হয়েছে ‘অপারেশন সিঁদুর’। পাকিস্তান মেনে নিয়েছে, এই হামলায় তাদের তিনজনের মৃত্যু হয়েছে।

পাকিস্তানের পাশাপাশি পাক অধিকৃত কাশ্মীরেও এই আক্রমণ চলেছে। পাকিস্তানে অবশ্য দুটি মত। সেনার তরফে বলা হচ্ছে, তিনটি জায়গায় আক্রমণ করেছে ভারত। লেফটেন্যান্ট জেনারেল আহমেদ শরিফ চৌধুরী বলেছেন, এই তিনটি জায়গা হল - মুজফফরাবাদ, কোটলি এবং ভাওয়ালপুর। আবার পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ বলেছেন, ‘এই আক্রমণ একেবারেই কাপুরুষসুলভ। ভারত আমাদের পাঁচটি জায়গায় আক্রমণ করেছে।’

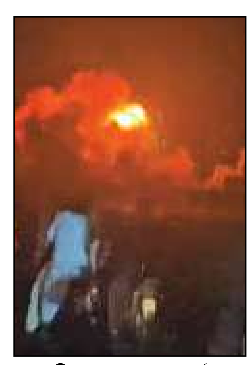

বিস্ফোরণের মুহূর্তে।

রাতেই পালটা আক্রমণ করেছে পাকিস্তান। তাদের দাবি, দুটি ভারতীয় যুদ্ধবিমান তারা ধ্বংস করেছে। ভারতীয় সেনাবাহিনীর তরফে বলা হয়েছে, ‘পাকিস্তান আবার শান্তিচুক্তি ভঙ্গ করে পুঞ্চ রাজৌরি এলাকার ভীমবের গলিতে আক্রমণ করেছে। আমরা এর যোগ্য জবাব দেব।’ পাকিস্তানের খবর, লাহোর এবং শিয়ালকোট বিমানবন্দর ইতিমধ্যে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে ৪৮ ঘণ্টার জন্য।

মঙ্গলবার সারাদিন ধরেই ভারতে আলোচনা চলেছে, বুধবারের মহড়া নিয়ে। কেউই আন্দাজ করতে পারেননি, মধ্যরাতে এভাবে আক্রমণে যাবে ভারত। সেনাবাহিনী অবশ্য রাত ১টা নাগাদই ইঙ্গিত দিয়েছিল, বড় কিছু হতে চলেছে। শেষপর্যন্ত সেটাই হল। রাত আড়াইটের খবর, সমস্ত আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমের প্রধান খবর আপাতত এটাই। ইজরায়েল-প্যালেস্তাইন, রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধকে সরিয়ে।

আগের খবর : ভারত সরকারের তরফে বিকেলেই বলা হয়, বুধবার রাতের মহড়ার সময় সীমান্তবর্তী বিমানবন্দরগুলির কার্যক্রম স্থগিত রাখা হবে। মঙ্গলবার আবার জলের নীচে স্থাপনযোগ্য মাইন এবং একাধিক ক্ষেপণাস্ত্রের সফল পরীক্ষা করে ভারত। যেগুলোর মধ্যে রয়েছে অডিও, চৌম্বক এবং জলচাপ নির্ণায়ক সেন্সর প্রযুক্তি ইত্যাদি। কম যায়নি পাকিস্তান। ফাতাহ নামে ভূমি থেকে ভূমি ক্ষেপণাস্ত্রের সফল পরীক্ষা করিয়েছে ইসলামাবাদ। যে ক্ষেপণাস্ত্রের পাল্লা ১২০ কিলোমিটার পর্যন্ত।

এরইমধ্যে ভারতের ২৫৯টি এলাকাকে ‘সিভিল ডিফেন্স জেলা’ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। বুধবার ওই এলাকাগুলিতে একসঙ্গে সিভিল ডিফেন্সের মহড়া (মক ড্রিল) হবে। তার আগে মঙ্গলবার আবার জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভালের সঙ্গে বৈঠক করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। গত ৪৮ ঘণ্টায় এই নিয়ে দু’বার। প্রায় একই সময়ে পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআইয়ের সদর দপ্তরে গিয়ে দীর্ঘক্ষণ বৈঠক করেছেন প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ ও সেদেশের সেনাপ্রধান জেনারেল আসিফ মুনির।

নিয়ন্ত্রণরেখায় যুদ্ধবিরতি চুক্তি ভেঙে পাক সেনার গুলিবর্ষণে বিরাম নেই। তার মধ্যেই মঙ্গলবার নয়াদিল্লিতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রসচিব গোবিন্দ মোহনের সভাপতিত্বে এক উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে দেশের স্পর্শকাতর এলাকাগুলিতে নিরাপত্তার প্রস্তুতি নিয়ে আলোচনা হয়েছে।

বাংলাদেশ লাগোয়া রাজ্য পশ্চিমবঙ্গকে ‘সংবেদনশীল’ চিহ্নিত করা হয়েছে বলে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক সূত্রের খবর। বাড়তি নজর দেওয়া হচ্ছে শিলিগুড়ি করিডরের ওপর।

এরপর দশের পাতায়

যুদ্ধ শুরু

দেশের ২৭টি রাজ্য এবং আটটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মোট ২৫৯টি জায়গায় আজ মক ড্রিল হবে। পশ্চিমবঙ্গের ৩১টি জায়গাকে বেছে নেওয়া হয়েছে মহড়ার জন্য

উত্তরবঙ্গে

কোচবিহার, দিনহাটা, মাথাভাঙ্গা, মেখলিগঞ্জ, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি, হাসিমারা, জলঢাকা, দার্জিলিং, কালিম্পং, কার্সিয়াং, শিলিগুড়ি, ইসলামপুর, রায়গঞ্জ, বালুরঘাট এবং মালদা

রাজ্যে অন্যত্র

ফরাক্কা-খেজুরিয়াহাট, মুর্শিদাবাদ, দুর্গাপুর, বার্নপুর-আসানসোল, চিত্তরঞ্জন, বীরভূম, বর্ধমান, পশ্চিম মেদিনীপুর, পূর্ব মেদিনীপুর, কোলাঘাট, হলদিয়া, হুগলি, হাওড়া, খড়্গপুর এবং বৃহত্তর কলকাতা

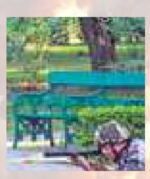

মক ড্রিলে কী কী হবে

- বিমান হামলার সময় সতর্কতামূলক সাইরেন ব্যবস্থা খতিয়ে দেখা হবে
- শত্রুপক্ষকে বিভ্রান্ত করতে হঠাৎ আলো নিভিয়ে দিয়ে ‘ক্র্যাশ ব্ল্যাকআউট’ মহড়া হবে
- গুরুত্বপূর্ণ ভবন আগে থেকেই ঢেকে দেওয়ার প্রস্তুতি শুরু হবে
- নিকটবর্তী বায়ুসেনা ঘাঁটির সঙ্গে কার্যকরী ‘হটলাইন’ সংযোগস্থাপন করা হবে

ব্ল্যাক আউটের সময়

- কোনও বাড়িতে এমনভাবে আলো ব্যবহার করা যাবে না, যাতে সেটি বাইরে উজ্জ্বলতা ছড়ায়
- রাস্তায় আলো থাকলেও, সেটি এমনভাবে দিতে হবে যাতে তা কেবল নীচের দিকে পড়ে
- ২৫ ওয়াট বালবের আলোর চেয়ে বেশি উজ্জ্বল যেন না হয়

যানবাহনের ক্ষেত্রে

- আলো ঢেকে রাখতে হবে
- কাচের ওপর বাদামি কাগজ চাপিয়ে দেওয়া যেতে পারে
- কাগজের ডিস্ক দিয়ে হেডলাইট ঢেকে ছোট একটি সরু ফাঁক রাখতে পারেন

বিমান হামলায় সতর্কতা

- এয়ার রেইড মেসেজ-ইয়েলো : প্রাথমিক গোপন সতর্কবার্তা, জনসাধারণকে জানানো হয় না
- এয়ার রেইড মেসেজ-রেড : আক্রমণের আশঙ্কা প্রবল, জনসাধারণকে সাইরেন বাজিয়ে সতর্ক করা হয়
- এয়ার রেইড মেসেজ-গ্রিন : বিপদ কেটে গিয়েছে, হামলাকারী বিমান সরে গিয়েছে
- এয়ার রেইড মেসেজ-হোয়াইট : প্রাথমিক সংকেতটি ভুল ছিল বা হামলার আশঙ্কা মুছে গিয়েছে

উত্তরেও বাড়ছে সেনা তৎপরতা

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

শিলিগুড়ি, ৬ মে : যুদ্ধ আবহে সোমবার রাত থেকে চিকেন নেক সহ উত্তর-পূর্ব ভারতজুড়ে ব্যাপক সেনা তৎপরতা শুরু হল। দিল্লির সতর্কবার্তা পেতেই নাশকতা রুখতে শুরু হয়েছে জয়েন্ট ইন্টারনাল সিকিউরিটি এক্সারসাইজ। মায়ানমার, চিন, বাংলাদেশ সীমান্তে সেনার সঙ্গে বিএসএফ এবং র‍্যাফ সিকিউরিটি এক্সারসাইজে অংশ নিয়েছে। উত্তর-পূর্ব ভারতের একাধিক এলাকায় একসঙ্গে নাশকতার আশঙ্কা প্রকাশ করে শনিবার দিল্লি থেকে সেনা গোয়েন্দারা বিশেষ রিপোর্ট পাঠান। তার ভিত্তিতে ভারতীয় সেনার বিশেষ দল, আসাম রাইফেলস, সিআরপিএফ, বিএসএফ, আইটিবিপি এবং স্থানীয় পুলিশের যৌথ দল তৈরি করে জঙ্গিদমনে শুরু হয়েছে বিশেষ অপারেশন। ইতিমধ্যেই সেই অপারেশনে উদ্ধার হয়েছে প্রচুর যুদ্ধাস্ত্র ও গোলাবারুদ। মায়ানমার সীমান্তে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে একাধিক জঙ্গিঘাঁটি।

উত্তর-পূর্ব ভারতের উদ্বেগজনক পরিস্থিতির কথা স্বীকার করে নিয়েছেন সেনা ও বিএসএফের গোয়েন্দারা। পরিস্থিতি মোকাবিলায় সোমবার কলকাতার ফোর্ট উইলিয়ামে দীর্ঘ বৈঠক করেন ভারতীয় সেনার ইস্টার্ন কমান্ডের প্রধান লেফটেন্যান্ট জেনারেল আরসি তিওয়ারি এবং বিএসএফের ইস্টার্ন কমান্ডের অ্যাডিশনাল ডিরেক্টর জেনারেল মহেশকুমার আগরওয়াল। সেই বৈঠকের পর চিকেন নেকের নিরাপত্তায় সেনা ও বিএফএফের কাছে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপের নির্দেশ পৌঁছেছে। সোমবার রাত থেকেই কার্যত সিল করে দেওয়া হয়েছে বাংলাদেশ সীমান্ত।

এরপর দশের পাতায়

খুঁড়ছে, ভরছে এবং আবারও খুঁড়ছে রাস্তা

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ৬ মে : শহরে ভূগর্ভস্থ বিদ্যুতের কেবল পাতার কাজ চলছে। আর সেই কাজ করতে গিয়ে রাস্তাঘাট দিনের পর দিন খুঁড়ে রেখে দেওয়ায় শিলিগুড়ি শহরের মানুষের ভোগান্তি চরমে পৌঁছেছে। শুধু ওয়ার্ডের সরু রাস্তা নয়, শহরের প্রধান রাস্তাগুলিও টানা কয়েকদিন গর্ত করে রেখে দেওয়া হচ্ছে। যার জেরে দুর্ঘটনাও বাড়ছে। গাড়ি চলাচলেও সমস্যা হচ্ছে। বাসিন্দারা বলছেন, রাস্তা খুঁড়ে কেবল পেতে আবার মাটি ভরাট করে দিলেই কোনও সমস্যা থাকে না। কিন্তু শহরে সেটা করা হচ্ছে না। রাস্তাগুলির অনেকটা অংশ গর্ত করে রেখে, কোথাও মাঝরাস্তায় কেবল ফেলে রেখে চলে যাচ্ছে। কবে বাকি কাজ হবে, কবে গর্ত ভরাট হবে তা মানুষ বুঝতে পারছে না। পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকারের বক্তব্য, ‘মানুষের সমস্যার দিকটা আমরা বুঝতে পারছি। তবে, বিদ্যুৎ বণ্টন কোম্পানি প্রথম পর্যায়ের কাজের জন্য জুন মাস পর্যন্ত সময় নিয়েছে। আশা করছি তারপরেই সমস্যা মিটে যাবে।’

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ বণ্টন কোম্পানির শিলিগুড়ির এক শীর্ষস্থানীয় কর্তা জানিয়েছেন, ভূগর্ভস্থ কেবল পাতার জেরে মানুষের কিছুটা সমস্যা হচ্ছে। তবে এটা ক্ষণস্থায়ী। দ্রুত কেবল পাতার কাজ শেষ করে রাস্তাগুলি আগের অবস্থায় ফিরিয়ে দেওয়া হবে।

গত ডিসেম্বর মাস থেকে শিলিগুড়িতে ভূগর্ভস্থ বিদ্যুতের কেবল পাতার কাজ শুরু হয়েছে। প্রথম পর্যায়ে শহরের ১৯টি ওয়ার্ডে ২২০ কিলোমিটার রাস্তায় এই কেবল পাতার কাজ চলছে। আর তাতেই ভুক্তভোগী আমজনতা। যে ওয়ার্ডগুলিতে কাজ শুরু হয়েছে, সেখানে রাস্তার পাশে বা মাঝবরাবর এমনভাবে গর্ত করে দিনের পর দিন রেখে দেওয়া হচ্ছে যে যাতায়াতে চরম সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। অনেক সময় গর্তগুলিতে যানবাহন,

এরপর দশের পাতায়

বড় গর্তে দুর্ঘটনা, ভোগান্তি

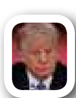

এটা অত্যন্ত লজ্জার ব্যাপার। দু-পক্ষকেই বলি, শান্ত হোন।

-ডোনাল্ড ট্রাম্প
মার্কিন প্রেসিডেন্ট

বহু যুগ পর ফিরছে সাইরেন-স্মৃতি

এ এক অদ্ভুত অস্থিরতা। পহলগাম হত্যাকাণ্ডের পর থেকেই চর্চায় ভারত-পাক যুদ্ধ। দুই দেশ লড়াইয়ে নামবে কি না তা স্পষ্ট নয় এখনও। কিন্তু যুদ্ধের মহড়া ঘিরে ঘরে ঘরে ফিরে আসছে ’৭১-এর স্মৃতি।

রাহুল মজুমদার ও শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ৬ মে : একাত্তরের পর ৫৪টা বছর কেটে গিয়েছে। ভারত-পাক সম্পর্কের তিক্ততায় এখন আবার যুদ্ধ পরিস্থিতির মুখে দেশ। যুদ্ধ পরিস্থিতি তৈরি হলে কী করতে হবে, তা নিয়ে দেশজুড়ে ২৫৯টি জায়গায় মক ড্রিল করার নির্দেশ দিয়েছে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। আর এতেই ৫৪ বছর আগের স্মৃতি ভেসে উঠেছে শহরের প্রবীণ বাসিন্দাদের মনে।

কেউ চোখের সামনে দুটি যুদ্ধবিমানের মুখোমুখি সংঘর্ষ দেখেছেন, তো কেউ পাকিস্তানি সেনার গুলির হাত থেকে বাঁচতে সাঁতরে পদ্মা পেরিয়েছিলেন। কাউকে আবার স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার পথে বিপদ সাইরেন শুনতে হয়েছে। স্মৃতি রোমন্থন করতে করতে বছর সত্তরের রঞ্জিত মণ্ডলের চোখ দিয়ে জল ঝরছিল। ’৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের সময় পূর্ব পাকিস্তানে (বর্তমান বাংলাদেশ) সাঁতরে পদ্মা পেরিয়ে কেরানিগঞ্জ থেকে দিঘিরপাক গিয়েছিলেন তিনি। কাঁদতে কাঁদতে বললেন, ‘চোখের সামনে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ দেখেছি। এখনও জোরে বিমানের শব্দ হলে পুরোনো স্মৃতি মনে পড়ে যায়। একবার মনে হয় যুদ্ধ চাই না। আবার মনে হয় যারা আমাদের সহনাগরিকদের খুন করল, তাদের ক্ষমা করা উচিত নয়।’

শত্রুপক্ষের দিকে তাক রাইফেল। ১৯৭১-এর ভারত-পাক যুদ্ধে।

’৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের সময়ে শিলিগুড়ির শীতলাপাড়ার বাসিন্দা সনোকা মণ্ডলের সাত বছর বয়স ছিল। সেসময়ে বয়স কম হলেও যুদ্ধের স্মৃতি এখনও টাটকা। ঠিক কী দেখেছিলেন তিনি?

স্মৃতি ঘেঁটে গড়গড় করে বলতে লাগলেন, ‘বাবা মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন। হঠাৎ একদিন সাইরেনের শব্দ শুনে বাইরে বেরিয়ে দেখলাম, সামনে পরপর ট্যাংক দাঁড়িয়ে। চারিদিকে গুলির শব্দ। আকাশ দিয়ে ছুটছে যুদ্ধবিমান।’ সনোকা বললেন, ‘বাবা এসে আমাদের ভাই-বোনকে কোলে নিয়ে ছুটতে শুরু করলেন। চোখের সামনে দেখলাম, দুটি যুদ্ধবিমানের মুখোমুখি সংঘর্ষ হল। পেছনে তাকিয়ে দেখলাম আমাদের কাঠের ঘর দাউদাউ করে জ্বলছে। কোনওরকমে সেখান থেকে বেরিয়ে আসি। কিছুটা দূরে দেখলাম, পাকিস্তানি সেনা কয়েকজনকে সার দিয়ে দাঁড় করিয়ে গুলি করছে। আমরা লুকিয়ে পড়ে প্রাণ বাঁচাই।’

শক্তিগড়ের বাসিন্দা জয়তী দত্ত আবার কাশ্মীর ইস্যুতে হওয়া ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধকে খুব সামনে থেকে প্রত্যক্ষ করেছেন। সেসময় চিন পাকিস্তানকে সহযোগিতা করেছিল। জয়তী তখন শক্তিগড় হাইস্কুলের ছাত্রী। যুদ্ধের আবহে সেনার নির্দেশে স্কুলেই তৈরি হয়েছিল বাংকার। সাইরেন বাজলেই ভি এবং ডব্লিউ আকারে তৈরি বাংকারে ঢুকে যেতে হত। স্মৃতি আওড়াতে গিয়ে জয়তী বললেন, ‘একদিন আমরা স্কুল থেকে বাড়ি ফিরছিলাম। হঠাৎ বিপদ সাইরেন বেজে উঠল। আমিও বন্ধুদের নিয়ে আমার বাড়িতে ঢুকে পড়লাম। আমাদের সাইনেরের শব্দ শুনিয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছিল।’

এরপর দশের পাতায়

কর্মীসংকটেও জেরবার এনবিএসটিসি

দিন-দিন কমছে বাস, বন্ধ হচ্ছে রুট

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ৬ মে : সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বাসের চাহিদা বাড়ছে ডুয়ার্সে। অথচ ঠিক এমন সময়েই ডুয়ার্সের একাধিক রুটে সরকারি বাস পরিষেবা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। ধুঁকছে আরও কয়েকটি রুট। তবে শুধু ডুয়ার্সের রুটগুলিতেই নয়, উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের প্রায় সব রুটের ছবিটাই এক। গত দুই বছরে এনবিএসটিসি’র ২৫০টি বাস কমে গিয়েছে। শুধু বাসের সংখ্যাই যে কমে গিয়েছে তা নয়, কর্মীসংকটেও জেরবার অবস্থা এনবিএসটিসি’র। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে খোদ উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের ম্যানেজিং ডিরেক্টর দীপঙ্কর পিপলাই বলছেন, ‘কর্মীসংকট এমন পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছে যে এরকম চলতে থাকলে কিছুদিন পর কনডাক্টরদের নিয়ে ডিপো চালাতে হবে।’

নিগমের তথ্য থেকে জানা গিয়েছে, দুই বছর আগে সরকারি বাসের সংখ্যাটা ৯৫০-এর ওপর থাকলেও এখন তা ৭০০-এর ঘরে নেমে এসেছে। আরও পরিষ্কার করে বলতে গেলে, সব মিলিয়ে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের ২৫০ বাস কমে গিয়েছে। অথচ গত দুই বছরে মাত্র ৪৩টি ডিজেলচালিত বাস পেয়েছে নিগম। আবার ৩৯টি সিএনজি বাস পাওয়ার কথা থাকলেও এখনও সবটা মেলেনি। শুধু বাসের সংখ্যাই নয়, সমস্যা রয়েছে কর্মীসংখ্যা নিয়েও। নিগম থেকে পাওয়া তথ্য বলছে, বর্তমানে নিগমের হাতে যত সংখ্যক বাস রয়েছে, চালক রয়েছেন প্রায় সেই সংখ্যকই। যার অর্থ যে ক’টা বাস রয়েছে, সেগুলো চালানোর মতোই চালক নেই। কারণ চালকদের ছুটিছাটা থাকে। কেউ অসুস্থও হতে পারেন। ফলে সব চালককে একসঙ্গে যে পাওয়া যাবে না, সেটা পরিষ্কার।

এরপর দশের পাতায়

মুখ থুবড়ে

- ৯৫০ থেকে কমে বাসের সংখ্যা হয়েছে ৭০০
- আলিপুরদুয়ারে এসি বাস বন্ধ হয়ে গিয়েছে
- শিলিগুড়ি-সংকোশ, লাটাগুড়ির রুটও বন্ধ
- বাস মিলছে না মালবাজার, চালসা, গয়েরকাটা, বানারহাট, ক্রান্তি রুটেও

কবে শিক্ষা নেবে বাংলা, প্রশ্ন মৃত্যুঞ্জয়-বিনয়দের

পঞ্চায়েত ভোটে শান্ত ধুবড়ি দেখে অবাক ওঁরা

সায়নদীপ ভট্টাচার্য

বক্সিরহাট, ৬ মে : পশ্চিমবঙ্গে ভোটের কথা বলতেই চোখের সামনে ভেসে ওঠে গুলি, বোমা, সংঘর্ষের ছবি। বিধানসভা ভোট হোক বা পঞ্চায়েত নির্বাচন- বারবার রক্তাক্ত হয়েছে বাংলার মাটি। আমজনতাও এসব দেখতে দেখতে যেন 'অভ্যস্ত' হয়ে পড়েছেন। অথচ পড়শি অসমেই উলটো চিত্র। সেখানে ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত নির্বাচন চলছে শান্তিপূর্ণভাবে। বুধবার নিম্ন অসমের ধুবড়ি জেলায় দ্বিতীয় দফার ভোটগ্রহণ। কিন্তু তা নিয়ে নিরুত্তাপ সেখানকার বাসিন্দারা। নেই বাড়তি উত্তেজনা, হানাহানি। এমনই বলছেন অসম লাগোয়া বক্সিরহাটের বাসিন্দারা। তাঁদের অনেকেই ব্যবসার সূত্রে ছাগলিয়া, হালাকুড়া, আগমনী, কালডোবা বাজারে যাতায়াত করেন। পড়শি রাজ্যে শান্তিপূর্ণ নির্বাচন দেখে তাঁরা বলছেন, 'ইস, যদি আমাদের এখানেও এমন হত।' তাঁদের আক্ষেপ যুক্তিসংগতও বটে। কারণ গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে শুধু বক্সিরহাট থানা এলাকাতেই খুন হয়েছিলেন দুজন। এ ছবির বদল চান সকলেই।

ভোট চলছে তা বোঝা মুশকিল। ধুবড়ির ছাগলিয়া বাজারে নেই রাজনৈতিক দলের পোস্টার।

ছাগলিয়া, হালাকুড়ার বাসিন্দারা জানিয়েছেন, ভোট ঘিরে হিংসা, মারপিট, ভয়ভীতি প্রদর্শন- এসব কিছু নেই। সবকিছুই বছরের আর পাঁচটা দিনের মতো স্বাভাবিক। এমনকি রাজনৈতিক দলের পতাকা, পোস্টার, দেওয়াল লিখনও চোখে পড়ে না খুব একটা।

> ভোট বলে আলাদা কিছু মনে হচ্ছে না। কর্মস্থলে রোজ যাতায়াত করি। আমাদের রাজ্যে ভোটের সময় চারদিক যেভাবে রাজনৈতিক পোস্টার, ব্যানারে ছয়লাপ হয়ে যায়, সেসব দেখছি না। বাসিন্দাদের মুখেও ভোট নিয়ে খুব একটা চর্চা নেই।
>
> **মৃত্যুঞ্জয় সরকার**
> *বাসিন্দা, তুফানগঞ্জ*

কোচবিহার জেলার বহু মানুষ নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র অসমে ফেরি করে জীবিকানির্বাহ করেন। অনেকের আবার স্থায়ী দোকানও রয়েছে। তাঁদের মুখেও একই কথা। তুফানগঞ্জের তিন নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা মৃত্যুঞ্জয় সরকারের মোবাইল মেরামতের দোকান রয়েছে হালাকুড়া বাজারে। তাঁর কথায়, 'ভোট বলে আলাদা কিছু মনে হচ্ছে না। কর্মস্থলে রোজ যাতায়াত করি। আমাদের রাজ্যে ভোটের সময় চারদিক যেভাবে রাজনৈতিক পোস্টার, ব্যানারে ছয়লাপ হয়ে যায়, সেসব দেখছি না। বাসিন্দাদের মুখেও ভোট নিয়ে খুব একটা চর্চা নেই।'

একই কথা বললেন বক্সিরহাটের বিনয় দাসও। বক্সিরহাটের আরেক বাসিন্দা তাপস পালের দশকর্মার দোকান রয়েছে অসমে। তাঁর বক্তব্য, 'ভোট নিয়ে অসমে বাড়াবাড়ি নেই এখন। সবকিছু স্বাভাবিক। আমরা শান্তিতে দোকানপাট করছি।'

বারকোদালি হাইস্কুল সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দা তনু বর্মন গাড়ি নিয়ে অসমের সাপ্তাহিক হাটগুলোতে যান। ব্যবসায়ীরা তাঁর গাড়িতেই জিনিসপত্রবোঝাই করে আগমনী, কালডোবা বাজারে যাতায়াত করেন।

তনুর কথায়, 'অসমে রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে মিটিং, মিছিল নিয়ে প্রতিযোগিতা কিংবা শক্তি প্রদর্শন দেখি না। মাঝেমধ্যে মিছিল, জনসভা হচ্ছে ঠিকই। তবে শান্তিপূর্ণভাবে।' ভোট চলাকালীন বা ভোট পরবর্তী হিংসার ছবি কবে বদলাবে বাংলায়? আর কবে? এই প্রশ্নই রাখলেন তাঁরা।

কর্মখালি

(শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি) আন্তঃ সংস্থায় পার্ট/ফুলটাইম সম্মানজনক কাজে সিরিয়াস M/F চাই। 9830364767. (K)

•

Courier Service-এর জন্য Tata Ace চালানোর জন্য Driver চাই। Siliguri- 9832061242. (C/116294)

•

মাটিগাড়া উত্তরায়ণ অ্যাপার্টমেন্টের জন্য দিনের গার্ড চাই, মাসে ২ দিন ছুটি। বেতন- 11,000/- স্পট জয়েনিং- 9933119446. (C/116293)

অ্যাফিডেভিট

অদ্য ইং ০৮-০৪-২৫ তারিখে Jalpaiguri Executive Magistrate affidavit-এর বলে আমি Rahamat Miya থেকে Rahamat Ali Mia হইলাম। (C/116295)

•

আমার বিভিন্ন তথ্যাদিতে বিভিন্ন নাম উল্লেখিত হওয়ায় গত 21.4.25 2nd court(s), কোচবিহার J.M. কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে আমি Rita Das, Kalpana Das @ Rita Das এবং Kalpana এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। ছাট গুড়িয়াহাটি, থানা- কোতোয়ালি। জেলা- কোচবিহার। (C/115913)

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৭৫০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৭৯৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৩১০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৯৬৩০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৯৬৪০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

পূর্ব রেলওয়ে
ই-নিলাম বিজ্ঞপ্তি

নং. সিওএম/পার্কিং/মালদা/২০২৪ তারিখঃ ০৫.০৫.২০২৫

সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা, মালদা টাউন অফিস বিল্ডিং, ডাকঘর- ঝলঝলিয়া, জেলা-মালদা, পিন - ৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) (নিলাম পরিচালনাকারী আধিকারিক) কর্তৃক মালদা ডিভিসনের ভাগলপুর (বিজিপি), সুজনীপাড়া (এসপিএলই), নিমতিতা (এনআইএলই) এবং নাথনগড় (এনএটি) স্টেশনের পার্কিং লট পরিচালনার জন্য চুক্তিস্বত্ব বণ্টনের উদ্দেশ্যে **www.ireps.gov.in** -এ ই-নিলাম ক্যাটালগ প্রকাশ করা হয়েছে। **অকশন ক্যাটালগ নং. ঃ পার্কিং-০৬-২৫; নিলাম শুরুঃ** ১৯.০৫.২০২৫ তারিখ সকাল ১১টা ৪৫ মিনিটে। **ক্র. নং. এবং লট নং যথাক্রমে ঃ (১) পার্কিং-এমএলডিটি-বিজিপি-টিডব্লু-৭১-২৫-১; স্টেশন ঃ** ভাগলপুর (বিজিপি); **(২); পার্কিং-এমএলডিটি-এসপিএলই-এমএক্স-৫৩-২৩-১; স্টেশন ঃ** সুজনীপাড়া (এসপিএলই); **(৩); পার্কিং-এমএলডিটি-এনআইএলই-এমএক্স-৫৪-২৩-১; স্টেশন ঃ** নিমতিতা (এনআইএলই); **(৪); পার্কিং-এমএলডিটি-এনএটি-এমএক্স-২১-২২-২; স্টেশন ঃ** নাথনগড় (এনএটি)। সম্ভাব্য দরপ্রস্তাবদাতাদের আরও বিশদ জানতে আইআরইপিএস-এ ই-অকশন মডিউল দেখতে বলা হচ্ছে।

(MLD-44/2025-26)

ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পরকীয়ার অভিযোগে চড়

বাগডোগরা, ৬ মে : ২২ দিন আগে দুজনেই দুজনের সংসার ছেড়ে নেপাল থেকে পালিয়ে বাগডোগরা মসজিদপাড়ার একটি ভাড়াবাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিলেন। সেখানে গা-ঢাকা দিয়ে থাকলেও শেষ রক্ষা হল না। পরকীয়ার অভিযোগে মঙ্গলবার এলাকাবাসীর হাতে ধরা পড়ে চড়থাপ্পড় খেতে হল তাঁদের। শেষে নেপালেই ফিরে গিয়েছেন তাঁরা।

> ছেলেমেয়ে মায়ের জন্য কান্নাকাটি করছে। আর ও এখানে ফুর্তি করছে? আমরা ওকে বাড়ি নিয়ে যাব।
>
> **- পরকীয়ায় যুক্ত মহিলার মা**

নেপালের মেচীনগরের বাসিন্দা বছর সাঁইত্রিশের এক মহিলা স্বামী ও দুই সন্তানকে ছেড়ে পালিয়ে এসেছিলেন এলাকারই এক ব্যক্তির সঙ্গে। সেই ব্যক্তিও বিবাহিত। তাঁর ৩ সন্তান আছে। মঙ্গলবার ওই মহিলার মা ও পরিবারের সদস্যরা খুঁজতে খুঁজতে বাগডোগরা মসজিদপাড়ায় পৌঁছান। স্থানীয় বাসিন্দাদের দুজনের ছবি দেখিয়ে খোঁজ করতে গিয়ে জানতে পারেন, তাঁরা একটি বাড়িতে রয়েছেন। বিষয়টি জানতে পেরে দুজনকেই চড়থাপ্পড় মারতে থাকেন পাড়ার মহিলারা। ওই মহিলার মা বলেন, 'ছেলেমেয়ে মায়ের জন্য কান্নাকাটি করছে। আর ও এখানে ফুর্তি করছে? আমরা ওকে বাড়ি নিয়ে যাব।'

ছবি ও প্রতিচ্ছবি।। *এই তো জীবন! কোচবিহার ফাঁসিরঘাটে।* *ছবি : অপর্ণা গুহ রায়*

ধৃত বাংলাদেশি

মেখলিগঞ্জ, ৬ মে : বিএসএফের হাতে ধৃত বাংলাদেশি নাগরিক। ধৃতের নাম আসরাফ মিয়াঁ (৪৫)। সে ওপার বাংলার নীলফামারি জেলার বাসিন্দা। সোমবার রাতে মেখলিগঞ্জ ব্লকের বাগডোকরা-ফুলকাডাবরির অমর ক্যাম্প এলাকায় অবৈধভাবে সীমান্ত পেরোনোর চেষ্টা করছিল আসরাফ। বিএসএফ তাকে গ্রেপ্তার করে।

বিক্রয়

কোচবিহার, ম্যাগাজিন রোড এক্সটেনশন, ১½ কাঠা জমি সহ ছাদের বাড়ি সত্বর বিক্রয় হইবে। M : 9832463438. (C/115914)

ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. টিএসকে/ডিএসইউ/০১ অব ২০২৫, তারিখ : ০৫-০৫-২০২৫। নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **আইটেম নং.১, আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ** তিনসুকিয়া ডিভিশনে অমৃত ভারত স্টেশন স্কিমের সাথে সম্পর্কযুক্ত ডিব্রুগড় এবং নিউ তিনসুকিয়া রেলওয়ে স্টেশনে যাত্রী সুবিধা উন্নয়নের বাকী কাজ। টেন্ডার মূল্যঃ ১৫,৪১,৬৩,১৬৮.৫২ টাকা; বায়নার ধনঃ ৯,২৪,৮০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার ২৭-০৫-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় **বন্ধ হবে** এবং ২৭-০৫-২০২৫ তারিখের ১৬.০০ ঘণ্টায় **খোলা হবে**। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ২৭-০৫-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিএসইউ/তিনসুকিয়া
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. কন/২০২৫/এপ্রিল/০৫, তারিখঃ ২৮-০৪-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য অভিজ্ঞ ও প্রতিষ্ঠিত ঠিকাদার/ফার্মের কাছ থেকে ই-টেন্ডারিং পদ্ধতির মাধ্যমে মুক্ত টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। টেন্ডার নং. সিই/কন/এন-এ/এমআইএস/২০২৫/০১। কাজের নামঃ সংযুক্ত পরিশিষ্ট -I থেকে XIII অনুসারে নবনির্মিত (আপ লাইন) হস্তান্তরের সাথে সম্পর্কিত নিউ বঙ্গাইগাঁও-অভয়াপুরি ভায়া রঙিয়া (বিজি-I)-এর মধ্যে চালু করা ডিএল সেকশনের অবশিষ্ট কাজ। আনুমানিক মূল্যঃ ১৭,৫১,৪৪,১৯৫.৫৪ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ২৮-০৫-২০২৫ তারিখের ১৪.৩০ ঘণ্টায় এবং খুলবে ২৮-০৫-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায়। টেন্ডারের বিশদ বিবরণ এবং যে কোনও সংশোধনীর জন্য অনুগ্রহ করে www.ireps.gov.in দেখুন।

চিফ ইঞ্জিনিয়ার/কন/কামাখ্যা
প্রজেক্ট/মালিগাঁও
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
(নির্মাণ সংস্থা)
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়"

Summon to Appear
(Under Order 5 Rule 20 C.P.C.)
IN THE COURT OF THE LD. CIVIL JUDGE (JUNIOR DIVISION) AT JALPAIGURI.
Ref: Title Suit No. 105 of 2014.
Sri Gangadhar Agarwal
(A Hindu Undivided Family)
Represented by it's Karta
Sri Gangadhar Agarwal, s/o Late Bishambhar Dayal Agarwal, Nehru Road, Near Sankar More, P.O. & P.S. Siliguri, Dist. Darjeeling.
..........Plaintif
Vs.
Smt. Sikha Bhowmick & Ors.
................Defendants

To
1) Smt. Sikha Bhowmick, w/o Late Sunil Kumar Bhowmick,
2) Sri Sudipta Bhowmick, s/o Late Sunil Kumar Bhowmick,
3) Sri Rajdeep Bhowmick (Rinku), s/o Late Sunil Kumar Bhowmick,
4) Sri Rony Bhowmick,s/o Late Sunil Kumar Bhowmick,all are residents of 46, P.C. Sarani,Deshbandhu Para, P.O. & P.S. Siliguri, Dist. Darjeeling.

WHEREAS a suit and other relief has been filed by Sri Gangadhar Agarwal Karta, Undivided Hindu Family of Siliguri against you all being legal heirs / representatives of Sri Sunil Kumar Bhowmick (since deceased) for recovery of possession of 0.05 Acre (3 Kathas)of land bearing R.S. Khatian No. 129/1, Plot No. 367,Mouza-Dabgram, J.L. No. 2, Sheet No. 20, Pargana- Baikunthapur, P.S. Bhaktinagar, Jalpaiguri from you.

You all are hereby summoned to appear in person / through lawyer on 10:30 o'clock on 16th day of June, 2025 to file your reply / show cause as to why said decree be not passed, failing which the case / suit will be heard ex-parte in your absence.

Given in my hand and seal on the 28th day of April, 2025 in Jalpaiguri.

BY ORDER
SAIBAL CHAKRABORTI
Sheristedar
Civil Judge Junior Division, Jalpaiguri

কন্যাশ্রী কাপে দীপিকারা

আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

আলিপুরদুয়ার, ৬ মে : আলিপুরদুয়ারের বঞ্চুকামারি থেকে ছ'জন এবছরের কন্যাশ্রী কাপে বিভিন্ন ক্লাবের হয়ে অংশগ্রহণের সুযোগ পেয়েছে। এদের মধ্যে ইস্টবেঙ্গলে রয়েছে দীপিকা ওরাওঁ ও আশা খাড়িয়া, দীপ্তি সংঘে প্রিয়া ওরাওঁ ও অনুষ্কা ওরাওঁ, জ্যোতির্ময়ী অ্যাথলেটিক্স ক্লাবে পুষ্পিতা ওরাওঁ এবং সুরুচি সংঘে পূজা ওরাওঁ। ভবিষ্যতে ওদের সকলেরই স্বপ্ন দেশের হয়ে খেলা।

ইস্টবেঙ্গলে সুযোগ পাওয়া দীপিকার বাড়ি বঞ্চুকামারির ফোসকাডাঙ্গা রাখাল মাঠ এলাকায়। ছোটবেলায় পাড়ার মাঠে খেলার শুরু। তারপর নিজের অজান্তেই ফুটবলকে ভালোবেসে ফেলা। এরপর জীবনদীপ সমাজসেবা ফুটবল অ্যাকাডেমিতে অনুশীলন করে নিজেকে আরও ধারালো করে তোলা। মিডফিল্ডার দীপিকার এখনও পর্যন্ত অনূর্ধ্ব-১৭ বাংলা দল, জেলা লিগ সহ কন্যাশ্রী কাপেও সাদার্ন সমিতি, জ্যোতির্ময়ী অ্যাথলেটিক্স ক্লাবে খেলার পর এবার ইস্টবেঙ্গলের হয়ে খেলছে। এরমধ্যে খেলে এসেছে কর্ণাটক লিগেও।

অন্যদিকে, ইস্টবেঙ্গলে দীপিকার সহ খেলোয়াড় আশার ফুটবল শেখা শুরু ২০১৫ সালে। এরপর নিজের খেলাকে আরও উন্নত করতে তারাও জীবনদীপে অনুশীলন করতে যায়। স্টপার পজিশনে খেলা আশা এর আগে অনূর্ধ্ব-১৭ পর্যায়ে প্রতিনিধিত্ব করেছে বাংলা দলের হয়ে। এছাড়াও অতীতে কন্যাশ্রী কাপে খেলে জ্যোতির্ময়ীর হয়ে। দীপিকার কথায়, 'আমরা আগেও একসঙ্গেই অনুশীলন করতাম। এবারে ইস্টবেঙ্গলে খেলছি, এটা একটা আলাদা অনুভূতি। মাঠে সুযোগ পেলেই নিজের সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা করছি।' আশারও একই মত।

এদিকে, দীপ্তি সংঘতে খেলা প্রিয়ার বাড়ি ফোসকাডাঙ্গা এলাকায়। ২০২০ সালে দাদাদের খেলতে দেখে তার ফুটবলের প্রতি আগ্রহ জন্মায়। মিডফিল্ডার প্রিয়া এর আগে দু'বছর জ্যোতির্ময়ীর হয়ে খেলার পর এবার দীপ্তি সংঘের সদস্য। তার বাবা শিবচরণ মেয়ের এই সাফল্যে খুবই খুশি। অন্যদিকে, অনুষ্কা তিন বছর ধরে দীপ্তি সংঘের হয়ে খেলছে। তার বাড়ি সাতকোদালি এলাকায়। রাইট উইংগার পজিশনে খেলা অনুষ্কার স্বপ্ন একদিন নিজেকে বড় খেলোয়াড় হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা। আর সেই লক্ষ্যেই এখন সে এগিয়ে চলেছে বলে জানান বাবা রতন এবং মা অঞ্জলি।

মিডফিল্ডার পুষ্পিতা এবার জ্যোতির্ময়ী অ্যাথলেটিক্স ক্লাবের হয়ে খেলছে। পুষ্পিতা ২০১৯ সালে ফুটবল খেলা শুরু করে বিবেকানন্দ ফুটবল অ্যাকাডেমিতে। এরপর সে যায় জীবনদীপে। সেখানে অনুশীলন করতে করতেই অনূর্ধ্ব-১৭ বাংলা দলে ডাক। এছাড়াও কর্ণাটক লিগ, জেলা লিগ, সাদার্ন সমিতির হয়ে খেলেছে বলে তার দাদা রোহিত জানান।

এর পাশাপাশি সুরুচি সংঘে খেলা পূজা ১০ বছর ধরে ফুটবল খেলছে। সাইডব্যাক পূজা প্রথমে ভিএনসি, তারপর জীবনদীপে খেলেছে।

এই ছয় ফুটবলারই প্রশিক্ষক রাজীব আহমেদের ছাত্রী। তাঁর কথায়, 'এটি খুবই আনন্দের বিষয় যে এক জায়গা ও এক অ্যাকাডেমি থেকে ছয়জন কন্যাশ্রী কাপে কলকাতার বিভিন্ন ক্লাবে খেলছে। ওরা প্রত্যেকেই ভালো খেলে এবং ক্রমশ নিজেদের খেলায় উন্নতি করে চলেছে।' আলিপুরদুয়ার জেলা ক্রীড়া সংস্থার সচিব সঞ্জয় ঘোষও এই ছয়জনকে সাধুবাদ জানিয়েছেন।

আজ টিভিতে

প্রথম কদম ফুল সন্ধে ৭.৩০ আকাশ আট

আইপিএল ২০২৫ কলকাতা নাইট রাইডার্স বনাম চেন্নাই সুপার কিংস সন্ধে ৭.২০ থেকে সরাসরি জলসা মুভিজে

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৭.০০ দশ নম্বর বাড়ি, ১০.০০ মধুর মিলন, দুপুর ১.০০ প্রতিবাদ, বিকেল ৪.১৫ চ্যালেঞ্জ, সন্ধে ৭.১৫ জোশ, রাত ১০.১৫ প্রতিকার, ১.০০ বাইশে শ্রাবণ
জি বাংলা সিনেমা : বেলা ১১.০০ বাবা কেন চাকর, দুপুর ১.৫০ পুত্রবধূ, বিকেল ৪.৩০ দিওয়ানা, রাত ১০.৩০ প্রজাপতি, ১.০৫ ডিকশনারি
জলসা মুভিজ : দুপুর ১.৩০ মজনু, বিকেল ৪.১০ দাদা, রাত ১১.০০ বাঘ বন্দি খেলা
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ আশা
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ সংসার সংগ্রাম
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ অন্তরের ভালোবাসা
জি সিনেমা এইচডি : বেলা ১১.৩৫ ড্রিম গার্ল, দুপুর ২.১৪ নসিব, বিকেল ৫.৪৭ মেই, সন্ধে ৭.৫৫ গদর : এক প্রেম কথা, ১১.১৩ ৯০এমএল
অ্যান্ড পিকচার্স এইচডি : বেলা ১১.২৩ ওয়েলকাম ব্যাক, দুপুর ২.১০ সূরয়া-এস থ্রি, বিকেল ৫.০০ মক্ষী, সন্ধে ৭.৩০ রিয়েল টেভর, রাত ১০.১৮ বস্তর : দ্য নকসাল স্টোরি
অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি : বেলা ১১.২৫ জিরো, দুপুর ২.০৭ ভিকি ডোনার, বিকেল ৪.১৮ মনমর্জিয়াঁ, সন্ধে ৬.৫৬ বিয়ন্ড দ্য ক্লাউডস, রাত ৯.০০ ফোন ভূত, ১১.১৬ ওমের্তা
রমেডি নাউ : দুপুর ১২.৫৮ লে দ্য ফেভারিট, বিকেল ৪.০০ আলোহা, ৫.৪৬ এনিওয়ান বাট ইউ, সন্ধে ৭.২২ হোয়াট হ্যাপেন্স ইন ভেগাস, রাত ৯.০০ রানঅ্যাওয়ে ব্রাইড, ১০.৫৫ ডাউন উইথ লভ

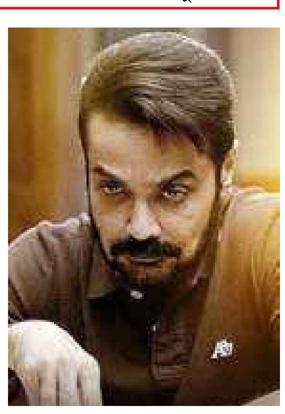

বাঘ বন্দি খেলা রাত ১১.০০ জলসা মুভিজ

গদর : এক প্রেম কথা সন্ধে ৭.৫৫ জি সিনেমা এইচডি

ফোন ভূত রাত ৯.০০ অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি

পূর্ব রেলওয়ে

নং. ঃ ইএল-এমএলডিটি-ই-টেন্ডার-৩৫৯, তারিখ ঃ ০৩.০৫.২০২৫. সিনিয়র ডিভিশনাল ইলেক্ট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার(জি), পূর্ব রেলওয়ে, মালদা. অফিস বিল্ডিং, ডাকঘর, ঝলঝলিয়া, জেলা- মালদা, পিন, ৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ), কর্তৃক প্রদত্ত, অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এবং আর্থিক সঙ্গতিপূর্ণ সংস্থা/ এজেন্সি/ঠিকাদারদের নিকট থেকে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি আহ্বান করা হচ্ছে- টেন্ডার নং. ইএল-এমএলডিটি- ই-টেন্ডার-৩৫৯। কাজের নামঃ (i) মালদা ডিভিশনে অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ সমেত পরিষেবা ভবনগুলির রিওয়্যারিং-এর কাজের পর্যায় -II, (ii) "সাহেবগঞ্জে রেলওয়ে স্কুলের পরিকাঠামো ও অন্যান্য সুযোগসুবিধার উন্নয়ন"-এর সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক কাজ। টেন্ডার মূল্য (টাকা)ঃ [illegible]। বায়না অর্থ (টাকা)ঃ [illegible]। টেন্ডার নথির মূল্যঃ শূন্য। ই-টেন্ডার দাখিলের তারিখ ও সময়ঃ ১২.০৫.২০২৫ তারিখ থেকে ২৬.০৫.২০২৫ তারিখ বিকেল ৩টে ৩০ মিনিট পর্যন্ত। ওয়েবসাইট বিবরণ এবং নোটিসবোর্ডঃ www.ireps.gov.in এবং সিনিয়র ডিইই(জি)/পূর্ব-রেলওয়ে/অফিস/এমএলডিটি। টেন্ডারদাতাগণকে www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে বিশদ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং নথি পড়ে দেখতে অনুরোধ জানানো হচ্ছে। কোনো অবস্থাতেই হাতেহাতে দাখিল করা প্রস্তাব গৃহীত হবে না।

(MLD-42/2025-26)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in ওয়েবসাইট-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

HIGH COURT AT CALCUTTA
CIRCUIT BENCH AT JALPAIGURI
TENDER NOTICE NO: [PPC/CB/JPG/08/N/N.I.Q/05.05.2025]

Sealed tenders are invited from reputed suppliers for the supply of **02 (two) High-Speed Photocopier Machines** [Model: **Canon image RUNNER 2945i**] for the Circuit Bench of Calcutta High Court at Jalpaiguri. **Specifications:** A3 Monochrome Laser Multifunctional; Print, Copy, Scan; Print speed up to 45 ppm (A4); 1200 x 1200 dpi resolution; Double-sided printing; Black & White output; Direct print support; Compatible with Windows 10 or later; Scan resolution 600 x 600 dpi; 100-sheet document feeder; Warranty: 1 year.

Quotations must be submitted in sealed envelopes super scribed with the tender number (i.e. **PPC/CB/JPG/08/N/N.I.Q/05.05.2025**), addressed to the **Deputy Registrar (Accounts), Circuit Bench of Calcutta High Court at Jalpaiguri**, by **21.05.2025 at 4:30 p.m.** Tenders will be opened on 22.05.2025 at 2:00 p.m. For detailed terms and conditions, visit our office of the undersigned or website at **www.calcuttahighcourt.gov.in**

Date: 05.05.2025

Sd/- Deputy Registrar (Accounts)
Circuit Bench of Calcutta High Court
at Jalpaiguri

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : বন্ধুদের সঙ্গে সদ্ভাব বজায় রাখুন। বাবার শরীর নিয়ে সারাদন উৎকণ্ঠায় থাকতে হবে। বৃষ : ভালো কোনও সুযোগ পাবেন। দূরের বন্ধুর কাছ থেকে উপহার পেতে পারেন। মিথুন : অন্যায় কাজের সঙ্গে নিজের ভুলে জড়িয়ে পড়তে পারেন। পেটের অসুখে ভোগান্তি। কর্কট : নতুন কাজের সুযোগ মিলবে। ব্যবসার জন্যে ধার করতে হতে পারে। সিংহ : মায়ের পরামর্শে দাম্পত্যের ঝামেলা কাটিয়ে মানসিক শান্তি। অতিরিক্ত খেয়ে শরীর খারাপ। কন্যা : পথে খুব সাবধানে চলুন। অচেনা ব্যক্তির সঙ্গে অযথা তর্ক করতে গিয়ে ঝামেলায় পড়বেন। তুলা : পরিবারের সঙ্গে সারাদিন আনন্দে কাটবে। পুরোনো সম্পর্ক ফিরতে পারে। বৃশ্চিক : অন্যায় কোনও কাজের প্রতিবাদ করে প্রশংসিত। ভাইয়ের সঙ্গে নতুন ব্যবসা নিয়ে মতভেদ। ধনু : অল্পেই সন্তুষ্ট থাকুন। ভাইয়ের পরীক্ষার ফলে সন্তুষ্ট হবেন। প্রেমে শুভ। মকর : বাড়ি সারানোর কাজ আপাতত বাদ দিলেই ভালো। হারানো মূল্যবান দ্রব্য ফেরত পেতে পারেন। কুম্ভ : শরীর নিয়ে অযথা দুশ্চিন্তা ত্যাগ করুন। কাউকে উপদেশ দিতে গিয়ে অপমানিত হবেন। মীন : অফিসে বিরোধীপক্ষ সমস্যা তৈরি করতে পারে। সন্তানের পড়াশোনায় ব্যয় বাড়বে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ২৩ বৈশাখ, ১৪৩২, ভাঃ ১৭ বৈশাখ, ৭ মে, ২০২৫, ২৩ বহাগ, সংবৎ ১০ বৈশাখ সুদি, ৮ জেল্কদ। সূঃ উঃ ৫।৫, অঃ ৬।৩। বুধবার, দশমী দিবা ১২।৪৫। পূর্বফল্গুনীনক্ষত্র রাত্রি ৮।৩১ ব্যাঘাতযোগ রাত্রি ৩।১৩। গরকরণ দিবা ১২।৪৫ গতে বণিজকরণ, রাত্রি ১।১৯ গতে বিষ্টিকরণ। জন্মে- সিংহরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী মঙ্গলের ও বিংশোত্তরী শুক্রের দশা, রাত্রি ৮।৩১ গতে বিংশোত্তরী রবির দশা, রাত্রি ২।৫৯ গতে কন্যারাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ। মৃতে- দোষ নাই, রাত্রি ৮।৩১ গতে দ্বিপাদদোষ। যোগিনী- উত্তরে, দিবা ১২। ৪৫ গতে অগ্নিকোণে। কালবেলাদি ৮।১৯ গতে ৯।৫৭ মধ্যে ও ১১।৩৪ গতে ১।১১ মধ্যে। কালরাত্রি ২।১৯গতে ৩।৪২ মধ্যে। যাত্রা- নাই, দিবা ১।১১ গতে যাত্র মধ্যম উত্তরে ও দক্ষিণে নিষেধ, রাত্রি ৮।৩১গতে পুনঃ যাত্রা নাই। শুভকর্ম- দিবা ১।১১ গতে বিক্রয়বাণিজ্য কুমারীনাসিকাবেধ। বিবিধ (শ্রাদ্ধ) দশমীর একোদ্দিষ্ট এবং একাদশীর সপিণ্ডন। অমৃতযোগ - দিবা ৭।৩৫ গতে ১১।৮ মধ্যে ও ১। ৪৭ গতে ৫।২০ মধ্যে এবং রাত্রি ৯।৪৭ মধ্যে ও ১১।৫৬ গতে ১।২২ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

রাজস্ব আদায়ে অনড়

শিলিগুড়ি, ৬ মে : টিনের ঘর, টিনের বাড়ি থেকে রাজস্ব আদায়ের পরিকল্পনা প্রকাশ্যে আসায় মাটিগাড়া-২ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকাজুড়ে বিতর্ক তৈরি হয়েছে। তবে সিদ্ধান্তের ব্যাপারে অনড় পঞ্চায়েত প্রধান দীপালি ঘোষ। তাঁর যুক্তি, রাজস্ব নেওয়ার পাশাপাশি সাইট প্ল্যান দেখে এনওসি দেওয়ার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। সেই সাইট প্ল্যানের খরচ অনেকটাই। বিষয়টি নিয়ে রাজনৈতিক মহলেও চাপান উতর তৈরি হয়েছে। দীপালি বলেন, 'আমরা কোনও কর নিচ্ছি না। কর নেওয়ার ক্ষমতা আমাদের নেই। তবে নন ট্যাক্স রেভিনিউ অর্থাৎ কর বহির্ভূত রাজস্ব নেওয়ার অধিকার আমাদের রয়েছে। আমরা আইন মেনেই সেটা করছি।'

প্রসঙ্গত, নিজস্ব তহবিলের অর্থ বাড়ানোর জন্য ইতিমধ্যেই মাটিগাড়া-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের তরফে বেশকিছু পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। পরিকল্পনার মধ্যে যত্রতত্র আবর্জনা ফেলার বিরুদ্ধে জরিমানা নেওয়ার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হয়েছে। তবে বিতর্ক তৈরি হয়েছে, টিনের বাড়ি ও দোকানের ক্ষেত্রেও রাজস্ব বাধ্যতামূলক করার পরিকল্পনা নিয়ে। বিরোধীদের উদ্দেশ্য করে গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানের বার্তা, 'টিনের বাড়ি, দোকান করাকে কেন্দ্র করে প্রায়ই ঝামেলা হচ্ছে। সেই ঝামেলা আগেই যাতে মিটে যায়, সেকারণে আমরা এই পরিকল্পনা নিয়েছি।'

দুর্ঘটনায় মৃত

ইসলামপুর, ৬ মে : মঙ্গলবার রাতে ইসলামপুর থানার বলঞ্চা এলাকায় বাইক দুর্ঘটনায় তাজিবুর (২৫) নামে এক বাইকচালকের মৃত্যু হয়। ওই বাইকের এক আরোহী ইমরানকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে রেফার করা হয়েছে। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ইসলামপুর থানার পুলিশ। পুলিশ ও হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই দুই তরুণ আত্মীয়ের বাড়ি থেকে নিজেদের বাড়ি বলঞ্চায় ফিরছিলেন। সেই সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাইকটি একটি গাছে ধাক্কা মারে। দুজনই রাস্তায় ছিটকে পড়েন। তাজিবুর মাথায় গুরুতর চোট পান। ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসা হলে তাঁকে মৃত ঘোষণা করা হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, হতাহতদের বাড়ি বলঞ্চা এলাকাতেই। তদন্ত করছে পুলিশ।

ভারত-পাকিস্তান উত্তেজনার আবহে নজরে চিকেন নেকের নিরাপত্তা। গোয়েন্দা রিপোর্টে নাশকতার আশঙ্কা প্রকাশ হতেই নিরাপত্তার চাদরে মুড়ে ফেলা হয়েছে এনজেপিকে। অন্যদিকে, যুদ্ধের মহড়া অনুষ্ঠিত হবে শিলিগুড়িতে। যদিও প্রশাসনের কাছে তথ্য নেই।

এনজেপি রেলস্টেশনে আঁটোসাঁটো নিরাপত্তা। স্নিফার ডগ দিয়ে চলছে তল্লাশি। মঙ্গলবার।

২৪ ঘণ্টা আগেও পৌঁছায়নি নির্দেশিকা

আজ মহড়া, জানেই না প্রশাসন

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ৬ মে : স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের নির্দেশে বুধবার দেশের বাকি অংশের সঙ্গে উত্তরবঙ্গেও হবে মক ড্রিল। এ রাজ্যের ৩১টি কেন্দ্রের মধ্যে উত্তরবঙ্গে রয়েছে ১৬টি। যাকে কেন্দ্র করে পাহাড় থেকে সমতল, ২৪ ঘণ্টা আগে সাধারণ মানুষের আগ্রহ চরম পর্যায়ে পৌঁছেছে। দার্জিলিং, কার্সিয়াং ও শিলিগুড়ি, মক ড্রিলের জন্য দার্জিলিং জেলায় বেছে নেওয়া হয়েছে তিনটি কেন্দ্র। মক ড্রিল হবে কালিম্পং পাহাড়েও। কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল, জেলার পাহাড় বা সমতল, ঠিক কী হবে, কোথায় মক ড্রিল হবে, সেই সম্পর্কিত কোনও তথ্যই নেই জেলা প্রশাসনের কাছে। রাত পর্যন্ত শিলিগুড়ি পুলিশের কাছেও কোনও নির্দেশিকা পৌঁছায়নি বলে জানা গিয়েছে। ফলে জেলায় মক ড্রিল নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে।

পহলগাম হত্যাকাণ্ডের জেরে তলানিতে গিয়ে ঠেকেছে ভারত-পাক সম্পর্ক। মধুর প্রতিশোধের জন্য অধীর আগ্রহে রয়েছে দেশবাসী। এমন পরিস্থিতিতে দেশজুড়ে মক ড্রিলের সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। বেছে নেওয়া হয়েছে ২৫৯টি এলাকা। বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী মেখলিগঞ্জ থেকে দার্জিলিং পাহাড়, রয়েছে এই তালিকায়। কোথায়, কখন এবং কীভাবে হবে মকড্রিল, খোঁজ নিচ্ছেন সাধারণ মানুষ। কিন্তু শিলিগুড়ি মহকুমায় বিষয়টি নিয়ে শিলিগুড়ির মহকুমা শাসক অওধ সিংহলের বক্তব্য, 'মক ড্রিলের বিষয়ে আমাদের এখনও কিছু জানা নেই।' শিলিগুড়ি পুলিশের ডেপুটি কমিশনার (সদর) তন্ময় সরকার বলছেন, 'বিষয়টি সেনাবাহিনী বলতে পারবে। আমাদের কাছে এই বিষয়ে এখনও কোনও পক্ষ থেকে কিছু জানানো হয়নি।' ফোন না ধরায় দার্জিলিংয়ের জেলা শাসক প্রীতি গোয়েলের বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

যুদ্ধ পরিস্থিতিতে ব্ল্যাকআউট হলে কী করতে হবে, এয়ার স্ট্রাইক হলে কী করণীয়, সে সম্পর্কে সাধারণ মানুষের পাশাপাশি পড়ুয়াদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্র। কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশিকা অনুসারে, দার্জিলিং পাহাড়ের সঙ্গে সিভিল ডিফেন্সের মক ড্রিল হবে সমতল শিলিগুড়িতেও। শিলিগুড়ি শহরকে কেন্দ্র করে বায়ুসেনার ছাউনি, সেনাছাউনি, এসএসবি এবং বিএসএফ, সিআরপিএফের ফ্রন্টিয়ার সদর দপ্তর রয়েছে। রয়েছে নিউ জলপাইগুড়ি জংশনের মতো গুরুত্বপূর্ণ স্টেশনের পাশাপাশি বাগডোগরা বিমানবন্দর, লেবং হেলিপ্যাড থেকে সেবকের করোনেশন সেতু। কিন্তু কোনও দিক থেকেই মঙ্গলবার সেরকম কোনও প্রস্তুতি নজরে পড়েনি। সরকারিভাবে সংবাদমাধ্যমে মুখ খুলছেন না কেন্দ্রীয় নিরাপত্তাবাহিনী। তবে প্রত্যেক এজেন্সি নিজেদের মতো করে প্রস্তুত রয়েছে বলে জানা গিয়েছে। অর্থাৎ নির্দেশ এলেই শুরু হয়ে যাবে মক ড্রিল। সুকনা সেনাছাউনির পক্ষে জনসংযোগ আধিকারিক মুকুন্দ রাজ ওলির সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, এখনও কোনও নির্দেশিকা নেই। সময়মতো সবটা জানিয়ে দেওয়া হবে।'

তবে যুদ্ধ বাধলে নিজেকে এবং প্রতিবেশীকে রক্ষা করার জন্য এই মক ড্রিলে সকলকে অংশ নিতে আহ্বান জানিয়েছেন দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্ট।

নাশকতার আশঙ্কা

নিরাপত্তার চাদরে এনজেপি স্টেশন

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ৬ মে : কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা রিপোর্টে নাশকতার আশঙ্কা প্রকাশ হতেই নিরাপত্তার চাদরে মুড়ে ফেলা হল এনজেপি স্টেশনকে। নিরাপত্তা বাড়ানোর নির্দেশিকা পেয়ে নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনজুড়ে তল্লাশি শুরু করে আরপিএফ ও জিআরপির যৌথ দল। মঙ্গলবার দুপুর একটা নাগাদ আরপিএফ ও জিআরপি কর্মীদের তৎপরতা দেখা যায়। দ্রুত পুলিশ কুকুর ও মেটাল ডিটেক্টর নিয়ে তাঁরা স্টেশনের বিভিন্ন প্ল্যাটফর্ম এবং ট্রেনে নজরদারি শুরু করেন। প্রায় ঘণ্টা দুয়েক ধরে এই তল্লাশি অভিযান চলে। কিছুদিন আগেই বাংলাদেশ সীমান্ত সংলগ্ন এলাকাগুলিতে স্টেশন ও রেললাইনে নিরাপত্তা খতিয়ে দেখার জন্য আরপিএফ এবং জিআরপির সঙ্গে বিএসএফকেও দায়িত্ব দেওয়া হয়। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক থেকে গোয়েন্দা রিপোর্টের ভিত্তিতে এই নির্দেশিকা পাঠানো হয়েছিল। এরই মাঝে মঙ্গলবার ফের এনজেপি স্টেশনের নিরাপত্তা সংক্রান্ত নির্দেশিকা আসায় স্বাভাবিকভাবেই বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে দেখছেন উত্তরের রেলকর্তারা। আরপিএফের পক্ষে ইনস্পেকটর সঞ্জীব সাহার বক্তব্য, 'আমাদের কাছে নিরাপত্তা সংক্রান্ত নির্দেশিকা আসার পরেই নজরদারি বাড়ানো হয়েছে। স্টেশনে পুলিশ কুকুর দিয়ে তল্লাশি চলছে। সন্দেহভাজনদের ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।'

কাশ্মীরের পহলগামে সন্ত্রাসবাদী হামলার পর দেশের বিভিন্ন এলাকায় হাই অ্যালার্ট জারি করা হয়। তাছাড়া হাসিনা সরকারের পতনের পর বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতির প্রেক্ষিতেও সীমান্ত এলাকায় সতর্কতা জারি হয়। এই পরিস্থিতিতে উত্তর-পূর্বের বিভিন্ন স্টেশন ও রেল ট্র্যাকে নাশকতামূলক কার্যকলাপ হতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দাদের রিপোর্টে। সেই রিপোর্টের ভিত্তিতেই উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের একাধিক স্টেশন ও ডিভিশনের নিরাপত্তার দায়িত্বে বিএসএফকে যুক্ত করা হয়। উত্তর-পূর্বের অন্যতম বড় স্টেশন নিউ জলপাইগুড়ি। এই স্টেশনের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হলে অনেক সমস্যা হতে পারে। এই স্টেশন যে কোনও সময় দুষ্কৃতীদের সফট টার্গেট হতে পারে বলে আশঙ্কা গোয়েন্দাদের। তাই মঙ্গলবারই এনজেপি স্টেশনের নিরাপত্তা বাড়ানোর জন্য নির্দেশিকা আসে। নির্দেশিকা পেয়েই তড়িঘড়ি আরপিএফ ও জিআরপির যৌথ দল স্টেশনজুড়ে তল্লাশি চালায়।

জাবরাভিটা হাইস্কুল লাগোয়া মাঠে কপ্টারের জরুরি অবতরণ। মঙ্গলবার।

মাঠে সেনার কপ্টার

শিলিগুড়ি, ৬ মে : মক ড্রিলের ২৪ ঘণ্টা আগে হঠাৎ সেনার হেলিকপ্টার ফাঁকা মাঠে অবতরণ করায়, তাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়াল নিউ ঠাকুরনগর এলাকায়। তবে যান্ত্রিক গোলযোগের কারণে হেলিকপ্টারটি ৩টা নাগাদ জাবরাভিটা হাইস্কুলের বিপরীতে একটি মাঠে জরুরি অবতরণ করেছে বলে জানা গিয়েছে। তবে হেলিকপ্টার নামার খবরে যথারীতি মঙ্গলবার দুপুরে ভিড় জমে যায় এলাকায়। মুহূর্তের মধ্যে আতঙ্কও ছড়িয়ে পড়ে। ঘটনার কথা জানতে পেরে এলাকায় পৌঁছায় নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ। এদিকে, হেলিকপ্টার অবতরণের খবর পৌঁছে যায় বাগডোগরা বায়ুসেনা ছাউনিতেও। সেনাছাউনি থেকে ইঞ্জিনিয়াররা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছান। দ্রুত শুরু হয় হেলিকপ্টার মেরামত করার কাজ। হেলিকপ্টার মেরামত হলে বিকেলের দিকে ফের হেলিকপ্টারটি আকাশে ওড়ে। আতঙ্কমুক্ত হয় ঠাকুরনগর এলাকা। বাগডোগরা সেনাছাউনিতে হেলিকপ্টারটি নিয়ে যাওয়া হয় বলে নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ জানিয়েছে। তবে বিষয়টি নিয়ে বায়ুসেনার পক্ষ থেকে কোনও মন্তব্য করা হয়নি।

চারশো মহিলার লক্ষ টাকা লোপাট

চোপড়া, ৬ মে : আয়ের লোভ দেখিয়ে মহিলাদের সঙ্গে প্রতারণা। তাতে ৪০০-র বেশি মহিলার লক্ষাধিক টাকা লোপাট হয়ে গিয়েছে। অপরাধ করে চম্পট দিয়েছে অভিযুক্ত। সদর চোপড়ার রবীন্দ্রনগর কলোনিতে দিন পনেরো আগে কলকাতার বাসিন্দা পরিচয় দিয়ে ওই অভিযুক্ত দোকানঘর ভাড়া নিয়ে বেশ জাঁকিয়ে বসেছিল। নিজের নাম বলেছিল শাহ আলম।

'বাড়িতে বসে হাতের কাজ করে উপার্জন করুন' পোস্টার সেঁটে তিনি প্রচার শুরু করায় কয়েকদিনের মধ্যে শতাধিক মহিলা তার সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বাড়িতে বসে সুতোর ফুলদানি, ঝুড়ি তৈরি করে আয়ের প্রস্তাব দেয় শাহ আলম। হাতের কাজ করার উপকরণ কেনার নাম করে মাথাপিছু ৪০০ টাকা করে জমা দিতে বলে সে। পরে প্রতিটি জিনিস সে ১০০০ টাকা দরে কিনবে বলে প্রতিশ্রুতি দেয়।

প্রায় চারশো মহিলা ওই প্রস্তাবে রাজি হয়ে ৪০০ টাকা করে জমা দেন। বিনিময়ে মহিলাদের প্রত্যেককে একটি সুতোর রিল ও ২ কেজি করে চাল দেওয়া হয়। তারপর হঠাৎ উধাও হয়ে যায় আলম। তাঁর দোকানের ঝাঁপও বন্ধ। প্রতারিতদের অন্যতম মুন্নি সিংহ বলেন, 'উনি প্রায় এক লক্ষ আশি হাজার টাকা তুলেছেন। এখন আমরা কী করব, বুঝতে পারছি না।' এলাকার প্রাক্তন পঞ্চায়েত সদস্য সঞ্জিত ভগৎ বলেন, 'কয়েকদিন ধরে দোকানে তালা ঝুলছে। অনেকে এসে ফিরে যাচ্ছেন।' মিঠুন রায় নামে স্থানীয় এক তরুণকে দোকানের কাজে নিয়েছিল অভিযুক্ত। তাঁর ক্ষোভ, 'মজুরি না দিয়ে আমার মালিক পালিয়ে গিয়েছে। এখন মোবাইলের দুটি নম্বরই বন্ধ বলছে।' দোকান মালিক জানান, তাঁকে কিছু না জানিয়ে ওই ব্যবসায়ী পালিয়ে গিয়েছে।

গাঁজা উদ্ধার

শিলিগুড়ি, ৬ মে : ভুট্টার বস্তার আড়াল থেকে দুই কুইন্টাল গাঁজা উদ্ধার করল প্রধাননগর থানার পুলিশ। মঙ্গলবার রাতে পুলিশের কাছে খবর আসে তুফানগঞ্জ থেকে একটি ট্রাকে ভুট্টার বস্তার আড়ালে গাঁজা নিয়ে যাওয়া হচ্ছে বসিরহাট। এরপরই মহানন্দা সেতুর কাছে নাকা চেকিং শুরু করে পুলিশ। দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে প্রধাননগর থানা।

ফুলবাড়িতে সীমান্তে দাঁড়িয়ে রয়েছে ভুটানের ট্রাক।

ভুটানের ট্রাকে মিলছে ‘ছাড়’

ক্ষুব্ধ ভারতীয় ব্যবসায়ীরা

সাগর বাগচী

ফুলবাড়ি, ৬ মে : বোল্ডার ব্যবসায় ভুটানের সঙ্গে লড়াই চালাতে পারছেন না ভারতীয় ট্রাক মালিকরা। পরিস্থিতি এমন জায়গায় পৌঁছেছে যে, গত কয়েকদিন ধরে ভারতীয় ট্রাক মালিকরা ফুলবাড়ি স্থলবন্দর হয়ে বাংলাদেশে বোল্ডারের লরি পাঠানোই বন্ধ করে দিয়েছেন। আর এজন্য ট্রাক মালিকদের একাংশ বাংলাদেশের ব্যবসায়ীদের পাশাপাশি প্রশাসনকে কাঠগড়ায় তুলছেন। তাঁদের অভিযোগ, বাংলাদেশের আমদানিকারকরা ভারতীয় বোল্ডার নিতে চাইছেন না। এছাড়াও ভারতীয় ট্রাক বোল্ডার নিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করলে, বাড়তি ট্যাক্স চাপানো হচ্ছে কিন্তু কম ট্যাক্স দিয়ে বিনা বাধায় ভুটানের ট্রাক ওভারলোড করে ফুলবাড়ি হয়ে বাংলাদেশে পৌঁছে যাচ্ছে।

এই পরিস্থিতির পরিবর্তনের লক্ষ্যে ভারতীয় ট্রাক মালিকরা জেলা প্রশাসনের দ্বারস্থ হতে চলেছেন। বিষয়টি নিয়ে ফুলবাড়ি ট্রাক ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মহম্মদ শাহাজাহান বলেন, ‘ভুটানের বোল্ডারের মান ভালো বলে বাংলাদেশের ব্যবসায়ীদের অধিকাংশ বলছেন। পাশাপাশি আমাদের বোল্ডার নিতে চাইছেন না। তাছাড়া বাংলাদেশে ভারতীয় ট্রাকে বোল্ডারের টন প্রতি বাড়তি ট্যাক্স দিতে হচ্ছে। বোল্ডার কিনে পাঠানোর পর সমস্ত খরচের পর আমাদের হাতে লাভের টাকা থাকছে না বললেই চলে। যার প্রভাব পড়ছে স্থানীয় অর্থনীতিতে।’ শাহাজাহানের অভিযোগ, ভুটান থেকে বোল্ডারবোঝাই ট্রাক ওভারলোড করে তিনটি জেলা হয়ে ফুলবাড়িতে আসছে। রাস্তায় দুটি টোল ট্যাক্স রয়েছে। কিন্তু তারপরও পুলিশ প্রশাসন কোনও পদক্ষেপ করছে না।

ফুলবাড়ি সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশে বোল্ডার পৌঁছায় রোটেশনের ভিত্তিতে প্রায় দুই হাজার ট্রাক। কিন্তু মঙ্গলবার ভুটানের ১১৭টি ট্রাক বাংলাদেশে গেলেও একটিও ভারতীয় ট্রাক সীমান্ত অতিক্রম করেনি। ফুলবাড়ি এক্সপোর্ট ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সেক্রেটারি জমির বাদশা বলেন, ‘ভুটানের অনেক ট্রাক আলাদা করে মডিফিকেশন করে আকারে লম্বা ডালা বানিয়ে ফেলছে। যার ফলে বাড়তি বোল্ডার বোঝাই করে চলছে। কিন্তু আমাদের ট্রাক তেমনভাবে চলে না। এই মডিফিকেশনের বিরুদ্ধে আমরা আগেও সরব হয়েছিলাম। কিন্তু প্রশাসনের তরফে সেভাবে কোনও পদক্ষেপ করা হয়নি।’ জমির আরও বলেন, ‘রয়্যালটি দিয়ে বোল্ডার কিনে আমারা বাংলাদেশে পাঠাচ্ছি। কিন্তু ভুটানের ট্রাকের সঙ্গে পেরে না ওঠায় আমরা ট্রাক চালানো বন্ধ রেখেছি।’

ভারতীয় ট্রাক বন্ধ হয়ে যাওয়ায় অনেক ট্রাকচালক, খালাসি কর্মহীন হয়ে পড়েছেন। ফুলবাড়ির ট্রাকচালক মহম্মদ আসিফ, চন্দ্র বর্মনদের বক্তব্য, বাংলাদেশে ট্রাক নিয়ে গেলে প্রতি ট্রিপে দেড় হাজার টাকার কাছাকাছি পাওয়া যায়। সেখানে ট্রাক চলাচল বন্ধ হয়ে যাওয়ায় কী করে সংসার চলবে, তা তাঁরা বুঝতে পারছেন না।

যদি দেন ‘মিষ্টি’, ঢুকবে আবাসের কিস্তি

কিস্তির টাকা পাইয়ে দিতে উপভোক্তার কাছ থেকে মিষ্টি খাওয়ার টাকা চাওয়ার অভিযোগ উঠেছে বিজেপির গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যর স্বামীর বিরুদ্ধে। এই ঘটনায় অস্বস্তিতে পড়েছে পদ্ম শিবির।

সৌরভ রায়

ফাঁসিদেওয়া, ৬ মে : আবাস যোজনার দ্বিতীয় কিস্তির টাকা পাইয়ে দিতে এক দৃষ্টিহীন উপভোক্তার কাছ থেকে মিষ্টি খাওয়ার টাকা চাওয়ার অভিযোগ উঠল। ঘটনায় নাম জড়িয়েছে বিজেপি গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যর স্বামীর। যদিও তাঁর দাবি, নিজের জন্য নয়, বরং বিডিও অফিসের একাংশ কর্মীকে দেওয়ার জন্য টাকাটি চেয়েছিলেন তিনি। যদি এই কথা সত্যি হয়, তবুও কেন তিনি বেআইনি কাজে জড়িয়ে পড়লেন? সেই প্রশ্নের সদুত্তর দিতে পারেননি অভিযুক্ত। ঘটনাটি ফাঁসিদেওয়া ব্লকের ঘোষপুকুর ময়লানিজোতের কামারবস্তির।

অস্বস্তিতে পড়েছে পদ্ম শিবির। শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা ভারতীয় জনতা কিষান মোর্চার সাধারণ সম্পাদক অনিল ঘোষ আশ্বাস দিলেন, ‘দোষ করে থাকলে দল নিশ্চয়ই ব্যবস্থা নেবে।’ অভিযুক্তের স্ত্রী অর্থাৎ স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যর দাবি, ঘটনাটি তাঁর অজানা। মঙ্গলবার বিকেলে রঞ্জিত পাল নামে ওই উপভোক্তার সঙ্গে দেখা করেন ফাঁসিদেওয়া পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রিনা এক্কা। ঘরের টাকা পেতে কোনও সমস্যা হবে না বলে আশ্বাস দেন তিনি।

দৃষ্টিহীন রঞ্জিত পাল স্ত্রী পূর্ণিমা পালকে নিয়ে থাকেন। দুই মেয়ের বিয়ে হয়ে গিয়েছে। আয়ের অন্য উৎস নেই। নিজের ভাতা আর স্ত্রীর লক্ষ্মীর ভাণ্ডার মিলিয়ে যা পান, তা দিয়ে টেনেটুনে সংসার চলে। আবাসের বরাদ্দ দিয়ে ঘর তৈরি করাচ্ছিলেন। রঞ্জিতের অভিযোগ, একদল মানুষ এসে টাকা দাবি করেছেন। দ্বিতীয় কিস্তির ৬০ হাজার টাকা পেতে মিষ্টি খাওয়ার জন্য চাওয়া হয় তিন হাজার টাকা। কিস্তি না পেলে তো ঘর নির্মাণ আটকে যাবে, তাই বাধ্য হয়ে কাঠমিস্ত্রির কাছ থেকে হাজার তিনেক টাকা ধার নেন তিনি। যদিও শেষঅবধি সেটা দেননি।

টাকা চাইতে যাঁরা আসেন, তাঁদের সঙ্গে ছিলেন পঞ্চায়েত সদস্য রেখা সিংহের স্বামী সুধীর সিংহ, দাবি রঞ্জিতের। তাঁর কথায়, ‘সরকারি ঘর পাওয়ার পর থেকে বিভিন্ন সময় সরকারি আধিকারিকরা বাড়িতে এসেছেন। সার্ভে কিংবা নানা বিষয় জানতে। দেখতে পাই না, তাই সবাইকে চিনে রাখা সম্ভব নয়। প্রায় সপ্তাহখানেক আগে কয়েকজন এসেছিলেন। দ্বিতীয় কিস্তির টাকা পেতে তিন হাজার টাকা দিতে হবে বলে জানান তাঁরা। ওই দলে সুধীর সিংহ ছিলেন বলে শুনেছি।’

নিন্দা শোনা গেল ময়লানিজোতের পঞ্চায়েত সদস্য রেখার গলায়। বললেন, ‘টাকা চাওয়ার বিষয়টি আমি জানতাম না। কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে দুঃস্থদের ঘর দেওয়া হচ্ছে। এই দরিদ্র পরিবারের কাছে টাকা চাওয়া হলে, তা ঠিক হয়নি। রঞ্জিত পালের সঙ্গে গিয়ে কথা বলব।’ রেখার স্বামী অবশ্য সাফাই গাইলেন, ‘বিডিও অফিসের লোকজন এসেছিলেন। তাঁরা বলেন, ওই ব্যক্তির থেকে তিন হাজার টাকা নিতে হবে। গরিব পরিবারটি দিতে পারবে না বলে আমি জানিয়ে দিই। তবে তাঁরা মানতে চাননি। আমাকে টাকা তোলার জন্য বলেন। পরে যদিও টাকা দিতে হয়নি রঞ্জিতকে।’

পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি এদিন ওই উপভোক্তার সঙ্গে দেখা করেন। কাউকে ঘরের জন্য টাকা না দেওয়ার পরামর্শ দেন। তাঁর বক্তব্য, ‘ওই ব্যক্তির কাছে কে টাকা চেয়েছিল, তা আমরা খোঁজ নিয়ে দেখব। সরকারি ঘর পেতে যেন অসুবিধা না হয়, সেদিকে নজর রাখা হবে।’ এব্যাপারে কথা বলতে ফাঁসিদেওয়ার বিডিও বিপ্লব বিশ্বাসকে সন্ধ্যা ৬টা ১৫ মিনিটে ফোন করা হলে তিনি ধরেননি। ওই একই সময়ে হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ করা হয়, তবে তিনি প্রত্যুত্তর দেননি।

বেআইনি আবদার

- স্ত্রীকে নিয়ে থাকেন দৃষ্টিহীন রঞ্জিত পাল
- আবাসের বরাদ্দে ঘর উঠছে
- অভিযোগ, সপ্তাহখানেক আগে একদল লোক এসে টাকা দাবি করেন
- সেই দলে পঞ্চায়েত সদস্যর স্বামী ছিলেন
- অভিযুক্তের দাবি, বিডিও অফিসের একাংশ কর্মী টাকা চাইতে বলেন তাঁকে

ধর্ষণ করিয়ে মেয়েকে ‘শাস্তি’ দিল মা

ধূপগুড়ি, ৬ মে : মাসতুতো দাদার সঙ্গে মায়ের অবৈধ সম্পর্কের কথা জেনে ফেলেছিল এক নাবালিকা। তারই ‘শাস্তিস্বরূপ’ সেই মাসতুতো দাদাকে দিয়েই মেয়েকে ধর্ষণ করানোর অভিযোগ উঠল খোদ মায়ের বিরুদ্ধে। এই অভিযোগে পুলিশের দ্বারস্থ হয়েছেন সপ্তম শ্রেণির সেই ছাত্রীর বাবা ও দাদা।

ঘটনায় শোরগোল পড়ে গিয়েছে ধূপগুড়ির ঝাড়আলতা-২ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় মেয়ের দাদা ধূপগুড়ি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। অভিযোগ পাওয়ার পর ইতিমধ্যে নাবালিকা মেয়ের মা ও মাসতুতো দাদাকে পুলিশ গ্রেপ্তারও করেছে। প্রাথমিক তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। তবে তদন্তের স্বার্থে এখনই তদন্তকারী আধিকারিকরা বিশদে কিছু বলতে চাইছেন না।

আরও অভিযোগ, সেই ধর্ষণের ফলে ওই নাবালিকা অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়েছিল। সেকথাও তার বাবা বা পরিবারের আর কাউকে নাকি জানানো হয়নি। কাউকে কিছু না জানিয়েই মায়ের উদ্যোগে গর্ভপাত করানো হয়। পরিবার সূত্রে খবর, অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার পর বাড়িতে মা বলেছিল, মেয়ের পেটে নানা সমস্যা রয়েছে। চিকিৎসা করাতে হবে। কিশোরীর মা তাকে চিকিৎসার জন্য বাইরে কোথাও নিয়ে গিয়েছিল। সেখানে কী হয়েছে, পরবর্তীতে সেটা আর কাউকে জানায়নি সেই মহিলা।

শিক্ষা দপ্তরের অনুমতি ছাড়া অনুষ্ঠান ঘিরে বিতর্ক

শিলিগুড়ি, ৬ মে : শিক্ষা দপ্তরের অনুমতি ছাড়া স্কুলের মাঠে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি চালানোর অভিযোগ। কাঠগড়ায় সংগীতশিল্পীদের একটি সংস্থা। এই ঘটনা নিয়ে বিতর্কে জড়িয়েছে শিলিগুড়ি রবীন্দ্রনগর বালিকা বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। জানা গিয়েছে, আগামী ১৮ মে স্কুলের মাঠে ধুমধাম করে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পরিকল্পনায় ছাড়পত্র দিয়েছেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা দূর্বা ব্রহ্ম। যদিও শিক্ষা দপ্তরের কাছ থেকে এসংক্রান্ত কোনও অনুমতিই নেওয়া হয়নি।

শিলিগুড়ি শিক্ষা জেলার বিদ্যালয় পরিদর্শক রাজীব প্রামাণিক বললেন, ‘শিক্ষা দপ্তরের অনুমতি ছাড়া স্কুল চত্বর ব্যবহার করার এক্তিয়ার নেই কোনও সংস্থার। আমাদের কাছে অনুমতি চেয়ে আবেদনপত্রও জমা পড়েনি। প্রধান শিক্ষিকার হাতে অনুমতি দেওয়ার ক্ষমতা নেই। এরপরও অনুষ্ঠান করলে শিক্ষা দপ্তর আইনানুগ ব্যবস্থা নেবে।’

এনিয়ে ওই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা দূর্বা ব্রহ্ম বললেন, ‘ওই সাংস্কৃতিক সংস্থার সদস্যরা আমাদের স্কুলের ছাত্রীদের নাচগান শেখান। স্কুল প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠান করার জন্যে ওঁরা স্কুলের তহবিলে আর্থিক সহযোগিতা করবেন। শিক্ষা দপ্তরের কাছে লিখিতভাবে আবেদনও করবেন ওঁরা।’ ওই সাংস্কৃতিক সংস্থার তরফে দীপ সাহা বললেন, ‘আইনের ঊর্ধ্বে উঠে কোনও কাজ করব না।’

বিডিও অফিসে ‘ফাঁদ’

বাগডোগরা, ৬ মে : যাযাবর সম্প্রদায়ের পাখি শিকার, জীবন-জীবিকা নির্বাহিণ, আর্থিক টানাপোড়েন, বিলুপ্তপ্রায় শকুন শিকার, টাকার অভাবে বৃদ্ধের মৃত্যুর পর শকুন শিকারের জন্য সেই দেহ টোপ হিসেবে রেখে দেওয়া... গল্প এগোচ্ছে। এসবই ছিল নাটকের বিষয়বস্তু। আর নাটকের নাম ‘ফাঁদ’।

পুরুলিয়ার অহিরা নাট্যদলের উপস্থাপনায় মাটিগাড়া বিডিও অফিসের সভাকক্ষে মঙ্গলবার ‘ফাঁদ’ নাটকটি পরিবেশিত হয়েছে। অভিনয় করেন দিব্যেন্দুশেখর বন্দোপাধ্যায়, বিকাশ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। বিডিও বিশ্বজিৎ দাস বলেন, ‘আমি যখন পুরুলিয়ায় কর্মরত, তখন এই দলের সদস্যদের সঙ্গে আলাপ হয়। দলটি উত্তরবঙ্গ সফরে এসে এখানে নাটক করার ইচ্ছে প্রকাশ করে।’ অল্প সময়ের মধ্যে সভাকক্ষে নাটকটি পরিবেশনের ব্যবস্থা করা হয়।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

সন্ধে নামার পরে।। সাউথ বেরুবাড়ি তিস্তা নদীর বাঁধ থেকে ছবিটি তুলেছেন হলদিবাড়ির অনিমেষ রায়।

অবৈধ নির্মাণ, নোটিশ অভিযুক্তকে

ঘটনাস্থল পরিদর্শন প্রশাসনিক আধিকারিকদের

নকশালবাড়ি, ৬ মে : মঙ্গলবার নদীর চরে বেআইনি নির্মাণ দেখলেন প্রশাসনিক আধিকারিকরা। পরিদর্শনের পর পদক্ষেপের আশ্বাস দিয়েছে নকশালবাড়ি ব্লক প্রশাসন। নকশালবাড়ি বাজার সংলগ্ন বাতারিয়ার চরে নির্মীয়মাণ ভবন ঘিরে বিতর্ক শুরু হয়েছে।

তৃণমূল কংগ্রেসের অভিযোগ, স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধান তথা ব্যবসায়ী সমিতির বিরোধী নেতা নারায়ণ কর্মকার এক রাতে ভবনের এই অংশটুকু তৈরি করেছেন সরকারি জমিতে। বিল্ডিং প্ল্যানের ধার পর্যন্ত ধারেননি তিনি। নকশালবাড়ি রামনবমী কমিটির সভাপতি পদেও রয়েছেন নারায়ণ। প্রতিবাদে সরব হয়েছে তৃণমূলের স্থানীয় নেতৃত্ব। অভিযোগের ভিত্তিতে এদিন পরিদর্শনে আসেন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি আনন্দ ঘোষ, বিডিও প্রণব চট্টরাজ ও ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি পৃথ্বীশ রায়।

নারায়ণকে নোটিশ ধরিয়েছে ব্লক প্রশাসন। পাঁচদিনের মধ্যে সমস্ত নথিপত্র নিয়ে ব্লক অফিসে হাজির হতে বলা হয়েছে তাঁকে। পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি বললেন, ‘এই নির্মীয়মাণ ভবন নিয়ে অভিযোগ পেয়েছি। বৈধ না অবৈধ, তা খতিয়ে দেখা হবে। যিনি তৈরি করেছেন, তাঁকে চিঠি দেওয়া হয়েছে। কোনও নথিপত্র থাকলে যাচাই করা হবে সেসব। তারপর ওই তথ্য বিএলএলআরও-র হাতে তুলে দিয়ে ডিমার্কেশন করে পরবর্তী পদক্ষেপ করবে প্রশাসন।’

আনন্দর হুঁশিয়ারি, ‘বিল্ডিং প্ল্যান ছাড়া কোনওরকম নির্মাণ করতে দেওয়া হবে না। এতে দুর্ঘটনার আশঙ্কা থাকে।’ একই সুর বিডিও প্রণব চট্টরাজের গলায়। তাঁর বার্তা, ‘বাতারিয়া নদীর সংরক্ষণের স্বার্থে এলাকায় সসেজ বাঁধ নির্মাণ করা হয়েছে। চর দখল হওয়া বিপজ্জনক।’ নকশালবাড়ি ও মণিরাম দুই গ্রাম পঞ্চায়েতের মাঝখান দিয়ে বয়ে গিয়েছে নদীটি। দুই এলাকায় বন্যা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের জন্য মাসখানেক আগে শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের তরফে বাঁধটি নির্মিত হয়েছিল। কাজ শেষ হতে না হতেই শুরু হয় দখলের অলিখিত প্রতিযোগিতা। সেই কীর্তিতে নাম জড়ায় প্রাক্তন প্রধানের। চল্লিশ লক্ষ টাকার বিনিময়ে এক স্বর্ণ ব্যবসায়ীকে বিক্রি করা হয়েছে একাংশ জমি। আশপাশে বেশ কয়েকটি বাড়িঘর মাথা তুলেছে। অবাধে দখলের জেরে কিছু অংশ নীচু হয়ে নালায় পরিণত হয়েছে। এসব নিয়ে বেজায় ক্ষুব্ধ স্থানীয়রা।

> বাতারিয়া নদীর সংরক্ষণের স্বার্থে এলাকায় সসেজ বাঁধ নির্মাণ করা হয়েছে। চর দখল হওয়া বিপজ্জনক।
>
> – **প্রণব চট্টরাজ**, *বিডিও*

যদিও সমস্ত অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে দাবি নারায়ণের। যুক্তি দিলেন, ‘ওই জমির নথিপত্র রয়েছে। এদিন পঞ্চায়েত সমিতির তরফে নোটিশ পেয়েছি। সেটার যথাযথ উত্তর দেব। বিরোধী হওয়ার কারণে আমার ওপর চাপ তৈরি করছে শাসকদল। এটা ষড়যন্ত্র।’

এদিকে, নকশালবাড়ি ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি তৃণমূল কংগ্রেসের পৃথ্বীশ রায়ের সাফ কথা, ‘নদীর চর হোক কিংবা খাসজমি কোথাও বেআইনি নির্মাণ আমরা বরদাস্ত করব না। দলমত নির্বিশেষে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’ প্রসঙ্গত, এর আগে নকশালবড়িতে শাসকদলের নেতাদের বিরুদ্ধেও দখলদারির অভিযোগ উঠেছে।

পারিশ্রমিক কম দেওয়ার অভিযোগ

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ৬ মে : নিট (ইউজি)-এ ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি(এনটিএ)-র গাইডলাইন মেনে পারিশ্রমিক দেওয়া হয়নি। শিলিগুড়ি মহিলা মহাবিদ্যালয় ও কালীপদ ঘোষ তরাই মহাবিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে এমনই অভিযোগ তুললেন ইনভিজিলেটরদের একাংশ।

রবিবার শিলিগুড়িতে স্কুল ও কলেজ মিলিয়ে মোট ১২টি সেন্টারে পরীক্ষা হয়েছে। মোট ৫২২ জন ইনভিজিলেটরের দায়িত্ব সামলেছেন। শনিবারও তাঁদের ডিউটি ছিল। শিলিগুড়ি কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ সুজিত ঘোষ জানাচ্ছেন, তাঁদের কলেজে এনটিএ গাইডলাইন মেনে দু’দিনের পারিশ্রমিক হিসেবে ইনভিজিলেটরদের তিন হাজার টাকা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু অভিযোগ, একাধিক কলেজে কম পারিশ্রমিক দেওয়া হয়েছে। শিলিগুড়ি মহিলা মহাবিদ্যালয়ে ২,৫০০ টাকা ও কালীপদ ঘোষ তরাই মহাবিদ্যালয়ে ২,০০০ টাকা দেওয়া হয়েছে অভিযোগ করেছেন সংশ্লিষ্ট ইনভিজিলেটররা। অন্যান্য কলেজ, স্কুলে ইনভিজিলেটররা তিন হাজার টাকা পেয়েছেন, সেখানে তাঁদের এত কম কেন, প্রশ্ন অভিযোগকারীদের।

কালীপদ ঘোষ তরাই মহাবিদ্যালয়ের এক অধ্যাপক বলেন, ‘আমরা দু’হাজার টাকা পারিশ্রমিক পেয়েছি। যেখানে শিলিগুড়ি কলেজে তিন হাজার টাকা দেওয়া হয়েছে। কেন আমাদের কম টাকা দেওয়া হয়েছে বুঝতে পারছি না।’ অভিযোগ স্বীকার করেছেন অধ্যক্ষ ডঃ মীনাক্ষী চক্রবর্তী। তাঁর যুক্তি, ‘নিট পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার জন্য কয়েকজনকে বাড়তি নেওয়া হয়েছে। সবার জন্য টিফিনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেজন্য পারিশ্রমিক তিন হাজার টাকা দেওয়া সম্ভব হয়নি।’ অন্যদিকে, শিলিগুড়ি মহিলা মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ডঃ সুব্রত দেবনাথের বক্তব্য, ‘ইনভিজিলেটরদের গাইডলাইন মেনেই পারিশ্রমিক দেওয়া হয়েছে।’

এব্যাপারে চলতি বছর নিট (ইউজি)-এর সিটি কোঅর্ডিনেটর এমবি ছেত্রী বলেন, ‘পরীক্ষায় কে কত পারিশ্রমিক পাবেন, তা গাইডলাইনে উল্লেখ রয়েছে।’

পরীক্ষা শেষ হওয়ার দু’দিন পার হলেও এখনও এনটিএ তরফে স্কুল অ্যাকাউন্টে টাকা পাঠানো হয়নি বলে শিলিগুড়ি বরদাকান্ত বিদ্যাপীঠের প্রধান শিক্ষক বিপ্লব সরকার জানান।

বই চুরি কাণ্ডে ধৃত

ইসলামপুর, ৬ মে : প্রাথমিকের বই চুরি কাণ্ডে সিআইডি সোমবার ইসলামপুর থেকে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে। ধৃতের নাম নারায়ণ ঘোষ। ইসলামপুর শহর লাগোয়া শ্রীকৃষ্ণপুর এলাকায় ওই ব্যক্তির ব্যবসা রয়েছে বলে সরকারি আইনজীবী সঞ্জয় ভাওয়াল জানিয়েছেন। ধৃতকে সিআইডি মঙ্গলবার আদালতে পেশ করলে বিচারক তাকে পাঁচদিনের পুলিশি হেপাজতে পাঠান।

সরকারি আইনজীবী বলেন, ‘কয়েক বছর আগে প্রায় দুই লক্ষ পাঠ্যপুস্তক চুরির ঘটনায় রাজ্য শিক্ষা প্রশাসনে হুলুস্থুল পড়ে গিয়েছিল। ওই মামলায় অবর বিদ্যালয় পরিদর্শকের দপ্তরের কর্মী ভীম মণ্ডলকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছিল। কিছুদিন আগে কলকাতা হাইকোর্ট মামলার তদন্তভার সিআইডি’র হাতে তুলে দেয়। তদন্তে নেমে সিআইডি নারায়ণ ঘোষকে গ্রেপ্তার করে।’

ওলটাল পিকআপ ভ্যান

চোপড়া, ৬ মে : জাতীয় সড়কে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উলটে গেল কলাবোঝাই পিকআপ ভ্যান। মঙ্গলবার সকালে ঘটনাটি ঘটে চোপড়া থানার তিনমাইল এলাকায়। যদিও ঘটনায় হতাহতের কোনও খবর নেই। অন্যদিকে, এদিন সন্ধ্যায় চোপড়ার মিশন মোড় এলাকায় টোটো ও বাইকের সংঘর্ষে দুজন জখম হন। জখমদের দলুয়া ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পাঠানো হয়।

পরিযায়ীর মৃত্যু

চোপড়া, ৬ মে : সিকিমে রাজমিস্ত্রির কাজ করতে গিয়েছিলেন চোপড়ার আঠিলাগছ গ্রামের বাসিন্দা সুজিত সিংহ। রবিবার নির্মীয়মাণ বহুতল থেকে পড়ে গিয়ে তিনি গুরুতম জখম হন। এরপর তাঁকে চিকিৎসার জন্য আনা হয় উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে। সোমবার মাত্র ২৮ বছর বয়সে না ফেরার দেশে চলে যান সুজিত। মঙ্গলবার তাঁর মৃতদেহ ময়নাতদন্তের পর গ্রামের বাড়িতে আনা হয়।

ডিভাইডারের ভাঙা অংশ দিয়ে চলে যাতায়াত। মঙ্গলবার।

বিপদ ইস্টার্ন বাইপাসে

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ৬ মে : পথ দুর্ঘটনার সৌজন্যে মাঝেমধ্যেই খবরের শিরোনামে আসে ইস্টার্ন বাইপাস। ব্যস্ত রাস্তায় রাতদিন বড় ট্রাক, পণ্যবোঝাই গাড়ি, বাইক, স্কুটার, ভ্যান ইত্যাদির যাতায়াত। আশপাশ জনবহুল এলাকা। হেঁটে চলাফেরা করেন বহু লোক। শর্টকাট নিতে গিয়ে নিয়ম ভাঙছেন এঁদেরই বড় অংশ। ডিভাইডারের কংক্রিটের ব্লক সরিয়ে অপর পাশের রাস্তায় চলে যাচ্ছেন তাঁরা। এতে ঝুঁকি বাড়ছে, বৃদ্ধি পাচ্ছে দুর্ঘটনার শঙ্কা। কিন্তু অত গভীরে ভাবার সময় নেই পথচলতিদের, ঝুঁকি নিয়ে নিয়মভাঙাই যেন দস্তুর এখানে।

মঙ্গলবার বাইপাসে বাণেশ্বর মোড়ের কিছুটা আগে চোখে পড়ল এমন একটি ঘটনা। কোনও কারণে ডিভাইডার থেকে সরে গিয়েছে একাধিক ব্লক। সেদিক দিয়ে পার হচ্ছিলেন রজত রায় ও পুষ্কর রায় নামে দুই ব্যক্তি। সড়কের দু’পাশ দিয়েই আসছিল বড় ট্রাক। দাঁড়ানোর মতো ফাঁকে খুব বেশি জায়গা থাকে না। ট্রাকটি নিয়ন্ত্রণ হারালে ঘটে যেতে পারে বড় বিপদ। সেখানে কোনওমতে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রাস্তা পেরোলেন ওঁরা।

-যদি কিছু হয়ে যেত?

রজত জবাব দিলেন হাসিমুখে, ‘অনেকেই এভাবে পারাপার করেন। কিছু হবে না। হলেও বা আর কী করা যায়। আসলে একটু তাড়া রয়েছে আমার।’

এই ঘটনা নতুন নয়। তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে অনেকে এভাবে রাস্তা পেরোচ্ছেন, অভিযোগ স্থানীয় ব্যবসায়ী সত্যজিৎ সূত্রধরের। তাঁর কথায়, ‘এই পথ দিয়ে গাড়ি দ্রুতগতিতে চলাচল করে। ডিভাইডারের ব্লক সরিয়ে পার হতে গেলে যে কোনও দিন বড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। এই তো ২০-২৫ দিন আগে এক ব্যক্তি বরাতজোরে বাইকের ধাক্কা থেকে রক্ষা পেলেন। মাসদেড়েক আগে টোটোর ধাক্কায় আহত হন এক মহিলা। অনেকবার সাবধান করা হয়েছে। কে কার কথা শোনে।’

স্থানীয় গোপাল রায়ের মতে, সরে যাওয়া ব্লকগুলো প্রশাসনের তরফে অবিলম্বে ঠিক করে দিলে ভালো হয়। যেগুলো ভেঙেছে, বদলে দিতে হবে সেগুলো। ডিসিপি ট্রাফিক বিশ্বচাঁদ ঠাকুরের বক্তব্য, ‘যদি কেউ বা কারা নিজেদের সুবিধার্থে ব্লকগুলো সরিয়ে দিয়ে থাকেন, তাহলে সেটা সঠিক কাজ নয়। পিডব্লিউডি’র (পূর্ত) সঙ্গে কথা বলে জায়গাগুলো বন্ধ করে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে।’

২৪ ঘণ্টায় ভারতমাতার নামের বোর্ড উধাও

খোকন সাহা

বাগডোগরা, ৬ মে : নাম বিতর্ক পিছু ছাড়ছে না মাটিগাড়ায়। মুখেমুখে প্রচলিত হলেও ভারতের মাটিতে কেন থাকবে পাকিস্তানের নামে কলোনি বা মোড়, প্রশ্ন তুলে আন্দোলনে নেমেছিল বঙ্গীয় হিন্দু মহামঞ্চ। নাম পরিবর্তনের দাবি নিয়ে সোমবার সংগঠনটি দ্বারস্থ হয়েছিল মাটিগাড়ার বিডিও বিশ্বজিৎ দাসের।

শুধু প্রশাসনিক স্তরে দাবি জানানোই নয়, পাকিস্তান মোড় হিসেবে পরিচিতি পাওয়া এলাকাটিতে ‘ভারতমাতা মোড়’ বোর্ডও লাগিয়ে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এক রাতেই উধাও সেই বোর্ড। পরিবর্তে নতুন করে লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে ‘বিশ্বাস কলোনি মোড়’-এর নাম। ভারতমাতার বোর্ড রাতের অন্ধকারে কে বা কারা সরালো, তা নিয়েই দানা বেঁধেছে নতুন বিতর্ক। ঘটনায় মঙ্গলবার সকালে এলাকায় চাপা উত্তেজনা দেখা দেয়। এমন ঘটনায় বেজায় চটেছে বঙ্গীয় হিন্দু মহামঞ্চ। ক্ষোভ প্রকাশ করে সংগঠনের সভাপতি বিক্রমাদিত্য মণ্ডল বলছেন, ‘এমন ঘটনার নিন্দা করার মতো ভাষা নেই। তবে এমন ঘটনায় একটা বিষয় স্পষ্ট, ভারতমাতা নামে অনেকের গাত্রদাহ হচ্ছে। আমরাও বসে থাকব না। যতদূর যেতে হয় যাব। রাজ্যের বিরোধী দলনেতা, সাংসদ, এলাকার বিধায়ক সহ সকলকেই বিষয়টি জানাব।’

এই ইস্যুতে সরব হয়েছে বিজেপিও। দলের শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা সভাপতি অরুণ মণ্ডল বলছেন, ‘ভারতের মাটিতে কোথাও পাকিস্তানের নাম রাখতে দেব না। যাঁরা ভারতমাতার নামে থাকা বোর্ড খুলেছে, তাঁরা কারা, সকলেই বুঝতে পারছেন। এর সমুচিত জবাব দেওয়া হবে।’ যাঁরা এমন কাজের সঙ্গে যুক্ত, তাঁদের চিহ্নিত করে পাকিস্তানে পাঠানোর ব্যবস্থা করার দাবিও তুলেছেন তিনি। মাটিগাড়া-নকশালবাড়ির বিধায়ক বিজেপির আনন্দময় বর্মনের বক্তব্য, ‘ভারতীয় হলে ভারতমাতার নামে মোড়ের ক্ষেত্রে আপত্তি থাকার কথা নয়। যেমন আপত্তি থাকে না হিন্দুস্তান মোড়ের নামে। প্রশাসনের উচিত অবিলম্বে বিষয়টির তদন্ত করার।’ উল্লেখ্য, রেললাইনের ধারে বস্তিটির নাম সরকারি খাতায় বিশ্বাস কলোনি হিসেবে রয়েছে। কিন্তু সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বসবাস থাকায় মুখে মুখে এলাকাটি পরিচিতি পায় পাকিস্তান কলোনির। যথারীতি সেখানে থাকা একটি মোড়ের নামও হয়ে যায় পাকিস্তান মোড়। এই নাম পরিবর্তনের দাবিতেই আন্দোলনে নেমেছে বঙ্গীয় হিন্দু মহামঞ্চ।

(উপরে) সোমবারের ছবি। (নীচে) মঙ্গলবারের ছবি।

বিকাশ ভবনে

মঙ্গলবার দুপুরে 'অযোগ্য' চাকরিহারাদের সংগঠন বিকাশ ভবন অভিযান করে। বুধবার বিকাশ ভবন অভিযান করবে 'যোগ্য' চাকরিহারাদের সংগঠন 'যোগ্য শিক্ষক শিক্ষিকা অধিকার মঞ্চ ২০১৬'।

স্থগিতাদেশ

সোমবার পার্ক স্ট্রিটের একটি রুফটপ রেস্তোরাঁ ভাঙার কাজে অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ দেওয়া হয়। তারপর মঙ্গলবার আরও তিনটি রেস্তোরাঁ বন্ধের বিরুদ্ধে অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ দিলেন বিচারপতি গৌরাঙ্গ কান্ত।

প্রশ্ন হাইকোর্টের

ওবিসি তালিকা পুনর্বিবেচনা করার জন্য রাজ্য সরকারের প্রচার ছাড়া সমীক্ষা নিয়ে প্রশ্ন তুলল কলকাতা হাইকোর্ট। রাজ্যের এই সমীক্ষাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের হয়েছিল।

বাসের অ্যাপ

বাস দুর্ঘটনা আটকাতে 'যাত্রী সাথী ড্রাইভার' নামক নতুন অ্যাপ আনছে রাজ্য পরিবহণ দপ্তর। বাসের চালককে পরিষেবা শুরুর আগে অ্যাপে লগ ইন করতে হবে।

আজ উচ্চমাধ্যমিকের ফলপ্রকাশ

নয়নিকা নিয়োগী

কলকাতা, ৬ মে : বুধবার উচ্চমাধ্যমিকের ফলপ্রকাশ। তার আগেই মার্কশিটে বড় বদল এনেছে উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ। এবারের মার্কশিটে নম্বর ও গ্রেডের পাশাপাশি প্রতিটি বিষয়ের পাশাপাশি সামগ্রিকভাবে উল্লেখ থাকছে পার্সেন্টাইলের। মঙ্গলবার উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ পরীক্ষার খাতা রিভিউ ও স্ক্রুটিনির জন্য আবেদনের পদ্ধতি জানিয়ে বিশদে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। বুধবার রাত ১২টা থেকেই পরীক্ষার্থীরা নির্দিষ্ট ওয়েবসাইট থেকে উত্তরপত্রের তৎকাল ও সাধারণ রিভিউ ও স্ক্রুটিনি (পিপিআর) এবং স্ক্রুটিনি (পিপিএস)-র আবেদন জানাতে পারবে। তৎকালে রিভিউ ও স্ক্রুটিনির আবেদন করা যাবে ১১ মে রাত ১১.৫৯ মিনিট পর্যন্ত এবং সাধারণ রিভিউ ও স্ক্রুটিনির আবেদন করা যাবে ২২ মে রাত ১১টা ৫৯ মিনিট পর্যন্ত। তবে রিভিউ বা স্ক্রুটিনির আবেদন করলে পরবর্তী সময়ে আরটিআই করতে পারবে না পরীক্ষার্থীরা।

বুধবার ফলাফল অনলাইনে প্রকাশিত হলেও পরীক্ষার্থীরা নিজেদের স্কুল থেকে মার্কশিট পাবে বৃহস্পতিবার। সংসদ সূত্রে খবর, ৯ মে অর্থাৎ শুক্রবার সারা রাজ্যে সরকারি ছুটি থাকলেও মার্কশিট বা শংসাপত্রের ত্রুটি দ্রুত সংশোধনের জন্য উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের দপ্তর খোলা থাকবে। তৎকাল স্ক্রুটিনির জন্য পরীক্ষার্থীদের ৬০০ টাকা এবং প্রতিটি বিষয়ে তৎকাল রিভিউয়ের জন্য ৮০০ টাকা করে দিতে হবে। সাধারণ স্ক্রুটিনির আবেদন করলে ১৫০ টাকা এবং রিভিউয়ের আবেদন করলে ২০০ টাকা করে দিতে হবে।

যুদ্ধের জন্য মহড়ায় প্রস্তুত রাজ্য

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ৬ মে : বুধবার রাজ্যের ৩১টি জায়গায় জরুরি অবস্থার জন্য প্রস্তুত থাকতে মহড়ার নির্দেশ দিয়েছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। দেশের ২৪৪টি জেলার মধ্যে এই রাজ্যের ২৩টি জেলার ৩১টি জায়গায় এই মক ড্রিল হবে। মঙ্গলবার এই মহড়ার প্রস্তুতি নিয়ে নবান্নে জরুরি বৈঠকে বসেন অসামরিক প্রতিরক্ষা ও বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তরের কর্তারা। তারপরই জেলা শাসক ও পুরসভার কর্তাদের যুদ্ধকালীন তৎপরতায় প্রস্তুতি নিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে নবান্নের তরফ থেকে।

নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, মহড়ায় অংশ নেবেন জেলা শাসক সহ জেলা প্রশাসনের অন্যান্য আধিকারিক, এনসিসি ক্যাডেট, নেহরু যুব কেন্দ্রের সদস্য এবং স্কুল-কলেজের পড়ুয়ারা। কোনও যুদ্ধকালীন পরিস্থিতি তৈরি হলে নাগরিকদের সুরক্ষার স্বার্থে সাধারণ মানুষ, পড়ুয়াদের ভূমিকা কী হবে, তা নিয়ে এই মহড়ায় প্রস্তুতি নেওয়া হবে।

এদিনই রাজ্যের সমস্ত জেলায় এই মহড়া নিয়ে প্রস্তুতি বৈঠক করেন জেলা শাসকরা। বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তরের পাশাপাশি বিদ্যুৎ, পুর ও নগরোন্নয়ন এবং দমকল দপ্তরকে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে। রাজ্যের বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তরের মন্ত্রী জাভেদ খান বলেছেন, 'মহড়া বা মক ড্রিল নিয়ে রাজ্য সরকার প্রস্তুত রয়েছে। আমরা বৈঠক করে এই ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছি।'

ক্ষতিপূরণ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর কথাকে চ্যালেঞ্জ

বদলার হুঁশিয়ারি শুভেন্দুর

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ৬ মে : বিধানসভা ভোটে বিজেপির তৈরি করে দেওয়া হিন্দুত্বের পিচে ঝোড়ো ইনিংস খেলে খেলা ঘোরাতে চাইছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আর মমতার সেই ঝোড়ো ব্যাটিংয়ের বিরুদ্ধে বিজেপির বাউন্সার মুর্শিদাবাদ। ম্যাচের ফলাফল কী হবে তা নিয়ে আগাম ভবিষ্যদ্বাণী করা খুব শক্ত।

তবে মুর্শিদাবাদের হিংসায় হিন্দুনিধনকে হাতিয়ার করে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গায়ে হিন্দুবিরোধী তকমা সেঁটে দিতে চেষ্টার কোনও কসুর করছেন না রাজ্য বিজেপির পরিবর্তনের কান্ডারি শুভেন্দু অধিকারী। এই প্রসঙ্গে এদিন রাজ্য মানবাধিকার কমিশনের বাইরে '২৬-এর ভোটে শুধু বদল নয়, ইঙ্গিতে ইঙ্গিতে বদলা নেওয়ার হুঁশিয়ারি দিলেন শুভেন্দু।

জগন্নাথধাম উদ্বোধন আসলে মমতার ছদ্ম হিন্দু সাজার মরিয়া চেষ্টা বলে কটাক্ষ করেছে বিজেপি। জবাবে মমতাও বিজেপির উদ্দেশে পালটা তোপ দেগে বলেছেন, একটা মন্দির করেছি তাতে এত হিংসার কী আছে বিজেপির। এই ইস্যুতে আবার মমতা পাশে পেয়েছেন বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষকে।

> আমি কৃতজ্ঞ, ৯০০ জনের মধ্যে মাত্র ৪০টি পরিবার তৃণমূলের চাপে মুখ্যমন্ত্রীর দেওয়া ক্ষতিপূরণ গ্রহণ করেছে। বাকি ৮৬০ জন প্রত্যাখ্যান করে বুঝিয়ে দিয়েছেন আসল হিন্দু কে? আর জালি হিন্দু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।
>
> -শুভেন্দু অধিকারী

স্বাভাবিকভাবেই অস্বস্তি বেড়েছে পদ্ম শিবিরে। আর সেই কারণেই মরিয়া হয়ে মুর্শিদাবাদের হিংসাকে মমতার বিরুদ্ধে হিন্দুবিরোধী জেহাদ হিসেবে তুলে ধরতে চাইছে বিজেপি। সামশেরগঞ্জে হরগোবিন্দ ও চন্দন দাসের নৃশংস হত্যায় এদিন মুখ্যমন্ত্রীর দেওয়া ক্ষতিপূরণ প্রত্যাখ্যান করেছেন নিহতের পরিবার।

সেই ঘটনাকে উল্লেখ করে এদিন শুভেন্দু বলেছেন, 'আমি কৃতজ্ঞ, ৯০০ জনের মধ্যে মাত্র ৪০টি পরিবার তৃণমূলের চাপে মুখ্যমন্ত্রীর দেওয়া ক্ষতিপূরণ গ্রহণ করেছে। বাকি ৮৬০ জন প্রত্যাখ্যান করে বুঝিয়ে দিয়েছেন আসল হিন্দু কে? আর জালি হিন্দু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।' হরগোবিন্দ ও চন্দন দাসের পরিবার মুখ্যমন্ত্রীর দেওয়া ১০ লক্ষ টাকার চেক গ্রহণ না করলেও বিরোধী দলনেতার দেওয়া ১০ লক্ষ ১ হাজার টাকার চেক গ্রহণ করেছে।

মুর্শিদাবাদ ইস্যুতে আইনি লড়াইয়ের পাশাপাশি মাঠে-ময়দানে প্রতিবাদ জারি রেখেছেন শুভেন্দু। মঙ্গলবার আদালতের অনুমতি নিয়ে বিধাননগরের রাজ্য মানবাধিকার কমিশনের দপ্তরের বাইরে সভা করেছেন শুভেন্দু। সেই সভা থেকে উপস্থিত সামশেরগঞ্জ, মোথাবাড়ি, ধুলিয়ানের আক্রান্ত হিন্দু পরিবারগুলির উদ্দেশে শুভেন্দু বলেন, 'মোথাবাড়িতে মুখ্যমন্ত্রী যাননি। ক্ষতিপূরণও দেননি। এখনও হুমকি চলছে। ধুলিয়ান, সামশেরগঞ্জে এই দাঙ্গার কারণ একটাই, হিন্দুশূন্য করার লড়াই। সেই লড়াইয়ে সেখানকার হিন্দুরা আজ মমতাকে বয়কট করেছেন। প্রমাণ হয়ে গিয়েছে, মমতা হিন্দুবিরোধী। তাই তো আমাদের এই লড়াই জারি রাখতে হবে।'

এরপরই হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, ''২৬-এর ভোটে এর হিসেব নেব। জোট বেঁধে এই হিন্দুবিরোধী সরকারকে উৎখাত করব। আমরা ইঙ্গিতে ইঙ্গিতে শুধু বদল নয়, বদলাও নেব।'

এদিন শুভেন্দুর গলায় শোনা গিয়েছে-জেহাদিদের চামড়া গুটিয়ে দেব আমরা, জালি হিন্দু মমতা নিপাত যাক মতো স্লোগান। উপস্থিত জনতা শুভেন্দুর উদ্দেশে স্লোগান দিয়েছে- হিন্দু হৃদয়ের সম্রাট শুভেন্দু অধিকারী জিন্দাবাদ। আর সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে সুর আরও চড়িয়ে রাজ্য মানবাধিকার কমিশনকেও এদিন একহাত নিয়েছেন। মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যানের উদ্দেশে শুভেন্দু বলেছেন, আপনি নিরপেক্ষ থাকুন। মমতার চামচাগিরি করবেন না। আজকে প্রতিবাদ জানিয়ে গেলাম। এরপর বিধায়কদের নিয়ে এসে কমিশনে তালা লাগাব।'

সভার শেষে মুর্শিদাবাদে আক্রান্ত হিন্দু পরিবারের কয়েকজনকে নিয়ে পাঁচ সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল কমিশনের প্রতিনিধিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এনআইএ তদন্তের পাশাপাশি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন, জাফরাবাদে স্থায়ী বিএসএফ শিবির ও দোষী জেহাদিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি করে।

হকার উচ্ছেদের মুহূর্তে। মঙ্গলবার কলকাতার এসপ্ল্যানেডে। ছবি : আবির চৌধুরী

রাজ্যের আবেদনে প্রশ্ন হাইকোর্টের

উচ্চপ্রাথমিক

কলকাতা, ৬ মে : উচ্চপ্রাথমিকে স্কুল শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী নিয়োগে নতুন তথ্য প্রকাশ্যে এল। সুপার নিউমেরারি বা অতিরিক্ত শূন্যপদের নিয়োগের ওপর অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ বহাল না থাকার পরও রাজ্য তা প্রত্যাহার করতে চেয়ে আবেদন করেছে। অথচ দু'বছর ধরে স্থগিতাদেশের মেয়াদ বৃদ্ধি হয়নি।

তাই বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু মঙ্গলবার মন্তব্য করেন, 'রাজ্যেরই বক্তব্য অনুযায়ী অন্তর্বর্তী নির্দেশের মেয়াদ শেষ হয়ে গিয়েছে বলা হয়েছে। অথচ স্থগিতাদেশ প্রত্যাহার চেয়ে তারাই আবেদন করছে। রাজ্যের আবেদনের যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন থাকছে।'

২০১৬ সালের এসএলএসটির শারীরশিক্ষা ও কর্মশিক্ষায় ওয়েটিং লিস্ট থেকে নিয়োগ করতে চেয়ে অতিরিক্ত শূন্যপদ তৈরি করে রাজ্য। ২০২২ সালে এই অতিরিক্ত শূন্যপদে নিয়োগে স্থগিতাদেশ দেয় হাইকোর্ট।

২০২৩ সালের এপ্রিল মাসের পর থেকে নিয়োগে অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশের মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়নি। ২৬ হাজার চাকরি বাতিল সংক্রান্ত মামলায় শীর্ষ আদালত অতিরিক্ত শূন্যপদ নিয়ে রাজ্যের সিদ্ধান্তে হস্তক্ষেপ না করায় পুনরায় হাইকোর্টে আবেদন জানায় রাজ্য। রাজ্যের দাবি, অতিরিক্ত শূন্যপদে নিয়োগে নির্দেশ দেওয়া হোক। আদালত যে অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ দিয়েছিল তা প্রত্যাহার করা হোক।

অতিরিক্ত শূন্যপদ তৈরিতে রাজ্যের এক্তিয়ার নিয়ে দায়ের হওয়া মামলায় আইনজীবীরা দাবি করেন, স্থগিতাদেশের মেয়াদ বৃদ্ধি করতে হবে। তখনই দু'বছর আগের রায়ের নথিতে দেখা যায়, ২০২৩ সালের পর থেকে আর স্থগিতাদেশের মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়নি। অথচ রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল কিশোর দত্ত অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ খারিজ করার আবেদনপত্র জমা দিয়েছিলেন।

বিচারপতি বসু জানান, বুধবার লিখিত আবেদন জানাতে হবে। তারপর আদালত বিষয়টি নিয়ে বিবেচনা করবে। বিচারপতির নির্দেশ, মূল মামলায় কমিশনকে আদালতে হলফনামা দিয়ে জানাতে হবে এর মধ্যে নিয়োগের সুপারিশ দেওয়া হয়েছে কি না। অন্যদিকে, শারীরশিক্ষার একাধিক মামলা থেকে সরে দাঁড়ান বিচারপতি বসু। ওই মামলাগুলি প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানমের কাছে পাঠানো হয়েছে।

মামলা শুনলেন না বিচারপতি

কলকাতা, ৬ মে : মুর্শিদাবাদের জাফরাবাদে জোড়া খুনের ঘটনায় সিবিআই তদন্ত চেয়ে মামলা দায়ের করেছিল নিহতদের পরিবার। মঙ্গলবার সেই মামলা শুনতে চাইলেন না বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ। মুর্শিদাবাদের পরিস্থিতি সংক্রান্ত মামলা ইতিমধ্যেই ডিভিশন বেঞ্চে বিচারাধীন রয়েছে। তাই প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানমের কাছেই মামলাটি পাঠিয়ে দেন তিনি।

তবে এদিন মামলা নিয়ে আইনজীবীদের মধ্যে তর্কবিতর্কের জেরে বিরক্তি প্রকাশ করে বিচারপতি বলেন, 'এখন আইনজীবীরা তাঁদের রাজনৈতিক মক্কেলদের সঙ্গে নিজেদের মিশিয়ে ফেলেছেন। আমি তো বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য বা বলাই রায়কে এই ধরনের রাজনৈতিক আচরণ করতে দেখিনি।' মুর্শিদাবাদে নিহতদের পরিবার বিধাননগরে রয়েছে। এদিন আদালতে এসে তারা মন্তব্য করে, 'আদালতের ওপর ভরসা রয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী ক্ষতিপূরণ দিলেও প্রাণ ফিরে আসবে না। আমরা চাই না ওই ক্ষতিপূরণ।'

ওয়াকফ ইস্যুতে জাফরাবাদে বাবা ও ছেলেকে কুপিয়ে খুনের অভিযোগ ওঠে। ওই পরিবার নিরাপত্তাহীনতার দাবি করে কলকাতায় চলে আসে। তাদের অভিযোগ, বিধাননগর সেফ হাউসে থাকাকালীন পুলিশ তাদের তুলে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছে। পুলিশের অতিসক্রিয়তার বিরুদ্ধেও তারা আদালতে আর্জি জানায়। এদিন এই মামলাতে বিচারপতি বলেন, 'এখন মুর্শিদাবাদের পরিস্থিতি অশান্ত নয়। আমি এই মামলা শুনব না। প্রধান বিচারপতির কাছে যান। তিনিই বেঞ্চ নির্ধারণ করবেন।' তবে আইনজীবীদের আচরণ সম্পর্কে সতর্ক করে বিচারপতি বলেন, 'রাজনৈতিক নেতাদের হয়ে মামলা করার কারণে আইনজীবীদের মধ্যে এখন রাজনৈতিক ভাবমূর্তি তৈরি হচ্ছে। আদালতের সামনে সেই ক্ষমতা দেখাচ্ছে। এটা দুর্ভাগ্যের।'

ইডি'র তল্লাশি

কলকাতা, ৬ মে : এনআরআই বা অনাবাসী ভারতীয় কোটায় বেসরকারি মেডিকেলে ভর্তির মামলায় শহরজুড়ে মঙ্গলবার তল্লাশি চালাল ইডি। বেসরকারি মেডিকেল কলেজগুলিতে এনআরআই কোটায় টাকার বিনিময়ে আসন বিক্রির অভিযোগ উঠেছে। তার ভিত্তিতে এদিন তল্লাশি অভিযান চালায় ইডি। নিউটাউন, বালিগঞ্জ, লেকমার্কেট সহ একাধিক জায়গায় কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের নিয়ে তল্লাশি চালান তদন্তকারী আধিকারিকরা। সূত্রের খবর, ইতিমধ্যেই তদন্তকারীরা জানতে পেরেছেন, এ রাজ্যের প্রভাবশালীদের এই ব্যাপারে যোগ রয়েছে। রাজ্যের একাধিক নেতা, মন্ত্রীর আত্মীয়-পরিজনদের নাম থাকতে পারে বলে মনে করছে ইডি। তাই সন্দেহভাজনদের নথিপত্র চেয়ে নোটিশও জারি করা হয়েছে।

বিজেপির 'মক ড্রিলে' নেই দিলীপ

কলকাতা, ৬ মে : বুধবার দেশব্যাপী মক ড্রিলের সঙ্গে এরাজ্যেও কলকাতা সহ মোট ৩১টি জায়গায় যুদ্ধপ্রস্তুতি হিসেবে মক ড্রিল হবে। তাতে অংশ নেওয়ার জন্য রাজ্য বিজেপির কার্যকর্তাদেরও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বুধবার এই মক ড্রিলের দিনেই রাজ্য বিজেপির বিশেষ সাংগঠনিক বৈঠকও রয়েছে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত সেই বৈঠকে বা মকড্রিলে অংশগ্রহণের কোনও খবর নেই দিলীপ ঘোষের।

এদিকে, জগন্নাথধামের উদ্বোধনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাতের জেরে তৈরি হওয়া বিতর্ককে ধামাচাপা দিতে এই ইস্যুতে দলের সর্বস্তরের নেতা-কর্মীদের কার্যত মুখে কুলুপ লাগাতে বললেন রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার।

দলের সাংগঠনিক বিষয় পর্যালোচনার জন্য বুধবার বৈঠক বসছে বঙ্গ বিজেপি। সেই বৈঠকের প্রস্তুতি হিসেবে এদিন সল্টলেকে বিজেপির দপ্তরে কার্যত একপ্রস্থ মক ড্রিল সেরে নিলেন সুকান্ত-শুভেন্দুরা। বৈঠকে কেন্দ্রীয় নেতা অমিত মালব্য, মঙ্গল পান্ডেরা রাজ্য বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্বের সঙ্গে আলাদা আলাদাভাবে কথা বলেছেন। সেই তালিকায় সাংসদ সৌমিত্র খাঁ, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর থেকে শুরু করে প্রাক্তন সাংসদ সুভাষ সরকার, দেবশ্রী চৌধুরী, লকেট চট্টোপাধ্যায়, নিশীথ প্রামাণিকরা ছিলেন। ছিলেন রাহুল সিনহা, অগ্নিমিত্রা পল ও বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী স্বয়ং।

সাধারণভাবে দলের কোর কমিটির বৈঠকে ডাক পেয়ে থাকেন দিলীপ ঘোষ। কিন্তু এবার এখনও পর্যন্ত দু'দিনের এই বৈঠকে কোনওটিতেই দিলীপকে ডাকা হয়নি। এপ্রসঙ্গে সরাসরি উত্তর এড়িয়ে গিয়েছেন রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। ধোঁয়াশা জিইয়ে রেখে মঙ্গলবার সল্টলেকের দপ্তর ছাড়ার সময় সুকান্ত বলেন, এখনও তো সময় আছে। দেখুন না কী হয়। যদিও দিলীপ নিজেই জানিয়েছেন, দলের তরফ থেকে কোনও ডাক আসেনি। স্বাভাবিকভাবেই সম্প্রতি জগন্নাথধাম বিতর্কে দিলীপকে নিয়ে দলে এবং দলের বাইরে যে অস্বস্তি তৈরি হয়েছে। সেই কারণেই কী তাঁকে বৈঠক থেকে দূরে রাখা হল এই প্রশ্ন উঠেছে। এপ্রসঙ্গে তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করেছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। শুভেন্দু বলেন, 'আমার যত যন্ত্রণা থাক, আমি কখনও প্রকাশ্যে কথা বলে দলের কর্মীদের আশাভঙ্গ করি না। দলের সাধারণ কর্মীরা হতাশ হন বা আঘাত পান এমন কাজ আমি করি না।'

মঙ্গলবার খড়্গপুরে তিনি বলেন, 'দিঘার মন্দিরে যাওয়া নিয়ে অনেকেই অনেক কথা বলছেন। দলের মধ্যে যে সবাই একমত হবে এমনটা নয়। কে মন্দিরে যাবে আর কে মসজিদে যাবে বিজেপি তা ঠিক করে দেয় না। বিজেপিতে গণতন্ত্র আছে। এই দল সংবিধান মেনে চলে।'

আর দিঘা যাওয়ার প্রসঙ্গে তাঁর যুক্তি, 'আমি গিয়েছি সরকারের আমন্ত্রণে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে। আজ অনেকে বগল বাজাচ্ছে বিজেপি ছাড়ার আন্দাজ করে। কিন্তু এবিষয়ে দলের মধ্যে তেমন কিছুই হয়নি।'

মাধ্যমিক পরীক্ষার সূচি

কলকাতা, ৬ মে : মঙ্গলবার ২০২৬ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষার নির্ঘণ্ট ঘোষণা করল মধ্যশিক্ষা পর্ষদ। বিধানসভা নির্বাচনের কথা মাথায় রেখে পরীক্ষা প্রায় এক সপ্তাহ এগোনো হয়েছে। ২ ফেব্রুয়ারি - প্রথম ভাষা, ৩ ফেব্রুয়ারি - দ্বিতীয় ভাষা, ৬ ফেব্রুয়ারি - ইতিহাস, ৭ ফেব্রুয়ারি - ভূগোল, ৯ ফেব্রুয়ারি - অঙ্ক, ১০ ফেব্রুয়ারি - ভৌতবিজ্ঞান, ১১ ফেব্রুয়ারি - জীবনবিজ্ঞান, ১২ ফেব্রুয়ারি - ঐচ্ছিক বিষয়। তবে শারীরশিক্ষা, সমাজবিদ্যা এবং কর্মশিক্ষার পরীক্ষার সময়সূচি এখনও ঘোষণা করা হয়নি। পরীক্ষা শুরু হবে সকাল ১১টায়। সকাল ১০টা ৪৫ মিনিট থেকে ১১টা পর্যন্ত প্রথম ১৫ মিনিট পরীক্ষার্থীরা প্রশ্নপত্র দেখার সুযোগ পাবে। পরীক্ষা শেষ হবে দুপুর ২টায়।

উত্তরবঙ্গ ক্ষেত্রীয় গ্রামীণ ব্যাঙ্ক
उत्तरबंग क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
UTTARBANGA KSHETRIYA GRAMIN BANK

প্রধান কার্যালয় সুনীতি রোড, কোচবিহার | प्रधान कार्यालय सुनीति रोड, कूचबिहार | HEAD OFFICE SUNITY ROAD, COOCH BEHAR.

BALANCE SHEET OF UTTARBANGA KSHETRIYA GRAMIN BANK
BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH 2025 (AUDITED)
FORM - A (FORM OF BALANCE SHEET)

(000's omitted)

CAPITAL & LIABILITIES	SCHEDULE	AS ON 31.03.2025	AS ON 31.03.2024
		(Current Year)	(Previous Year)
Capital	1	12,51,389	12,51,389
Reserve & Surplus	2	33,00,788	23,80,661
Deposits	3	4,61,07,798	4,50,16,135
Borrowings	4	76,49,280	53,49,918
Other Liabilities & Provisions	5	28,09,812	27,82,853
: TOTAL :		6,11,19,067	5,67,80,956
ASSETS			
Cash & Balance With Reserve Bank of India	6	19,26,848	20,45,396
Balance With Banks and Money at Call & Short Notice	7	83,43,464	70,24,619
Investments	8	87,00,301	86,21,699
Advances	9	4,01,40,381	3,71,63,119
Fixed Assets	10	52,395	62,223
Other Assets	11	19,55,678	18,63,900
: TOTAL :		6,11,19,067	5,67,80,956
Contingent Liabilities (a)	12	7,41,784	7,35,589
Bills for collection		0	0

Significant Accounting Policies and other accompanying notes forms an integral part of the financial statements
This is the Balance Sheet referred to in our report of even date

For V. Singhi & Associates
Chartered Accountants
FRN: 311017E

(D. Pal Choudhury)
Partner
M. No: 016830
Date: 29-04-2025

(K. Soni) GENERAL MANAGER
(A. Kumar) CHAIRMAN

FORM OF PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED ON 31ST MARCH 2025 (AUDITED)
FORM - B

(000's omitted)

	SCHEDULE	YEAR ENDED ON 31.03.2025	YEAR ENDED ON 31.03.2024
		(Current Year)	(Previous Year)
I. INCOME :			
Interest Earned	13	45,41,270	40,07,138
Other Income	14	4,89,238	4,60,275
TOTAL		50,30,508	44,67,413
II. EXPENDITURE			
Interest Expended	15	18,92,238	15,82,144
Operating expenses	16	19,73,475	16,84,149
Provisions & contingencies		2,44,668	3,91,005
TOTAL		41,10,381	36,57,298
III. PROFIT / LOSS			
Net profit/loss(-) for the Year		9,20,127	8,10,115
Profit/Loss(-) brought forward		0	0
TOTAL		9,20,127	8,10,115
IV. APPROPRIATIONS :			
Transfer to statutory reserves		1,84,025	1,62,023
Transfer to other reserves		7,36,102	6,48,092
Balance of Profit/Loss(-) carried over to Balance sheet.		9,20,127	8,10,115

Significant Accounting Policies and other accompanying notes forms an integral part of the financial statements
This is the Statement of Profit and Loss referred to in our report of even date

For V. Singhi & Associates
Chartered Accountants
FRN: 311017E

(D. Pal Choudhury)
Partner
M. No: 016830

(K. Soni) GENERAL MANAGER
(A. Kumar) CHAIRMAN

INDEPENDENT STATUTORY AUDITOR'S REPORT
To
The Members of Uttarbanga Kshetriya Gramin Bank
Report on the Audit of the Financial Statements
Opinion

1. We have audited the Financial Statements of UTTARBANGA KSHETRIYA GRAMIN BANK ("the Bank"), which comprise the Balance Sheet as at 31st March 2025 and the Statement of Profit & Loss Account for the year then ended, and notes to the financial statements including a summary of significant accounting policies and other explanatory information which includes the returns for the year ended on that date of 28 branches and H.O. audited by us and 60 branches audited by other Statutory Branch Auditors. The branches audited by us and those audited by other auditors have been selected by the Bank in accordance with the guidelines issued to the Bank by the National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD). Also included in the Balance Sheet, the Statement of Profit & Loss are the returns from 55 branches which have not been subjected to audit. These unaudited branches account for 24.96% of advances, 32.51% of deposits, 27.92% of interest income and 29.48% of interest expenses.
2. In our opinion, and to the best of our information and according to the explanations given to us, read with Memorandum of Changes as given in Para 17 of the aforesaid financial statements give the information required by the Banking Regulation Act, 1949, Regional Rural Bank Act, 1976 and other guidelines issued by the Reserve Bank of India ("RBI") and National Bank for Agriculture and Rural Development ("NABARD"), in the manner so required for bank and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India of the state of affairs in case of the Balance Sheet of the bank as at March 31, 2025 and profit for the year ended on that date.

Basis of Opinion

3. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing (SAs) issued by ICAI. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of our report. We are independent of the bank in accordance with the code of ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India ("ICAI") together with ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements prepared in accordance with the accounting principles generally accepted in India, Including the Accounting Standards issued by the ICAI, and provisions of section 29 of the Banking Regulation Act, 1949, relevant provisions of the Regional Rural Banks Act, 1976 and circulars and guidelines issued by the Reserve Bank of India ("RBI") and NABARD from time to time and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the code of ethics.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Management's Responsibilities for the Financial Statements

4. The Bank's management is responsible with respect to the preparation of these financial statements that give a true and fair view of the financial position and financial performance of the Bank in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards issued by ICAI, and provisions of Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 and circulars and guidelines issued by the NABARD / Reserve Bank of India ("RBI") from time to time. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Bank and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.
5. In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Bank's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Bank or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

6. Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.
7. As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. To the extent applicable at Head Office, we also:
• Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
• Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
• Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the bank's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the bank to cease to continue as a going concern.
• Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statement, including the disclosures, and whatever the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.
8. Materiality is the magnitude of the misstatements in the financial statements that, individually or aggregate, make it probable that the economic decisions of a reasonably knowledgeable user of the financial statements may be influenced. We consider quantitative materiality and qualitative factors in (i) planning of the scope of our audit work and evaluating the result of our work and (ii) to evaluate the effect of any identified misstatement in the financial statements.
9. We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.
10. We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

Other Matters

11. We did not audit the financial statements of 60 branches audited by other SBAs included in the financial statements of the Bank whose financial statements/ financial information reflect total advances of Rs.1604.84 Crores as at 31st March 2025 and total revenue of Rs.186.32 Crores for the year ended on that date, as considered in the financial statements. The financial statements of these branches have been audited branch auditors whose reports have been furnished to us, and in our opinion in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of branches, is based solely on the report of such branch auditors.

Our opinion is not modified in respect of this matter.

12. In accordance with the Department of Financial Services (DFS) communication vide letter no. F.No.8/1/2022-RRB dated 01.03.2025, and the subsequent advisory issued by NABARD dated 04.03.2025 regarding the revision of the employer's contribution under the National Pension Scheme (NPS) from 10% to 14%, the Bank has undertaken a computation of the tentative financial impact arising due to the said revision, effective retrospectively from November 2020 to March 2025. The summarized calculation is as follows:

	Rs. in crores (rounded off)
Total Employer Contribution made towards NPS @10%	8.36
Total Employer Contribution required towards NPS @14%	11.71
Total Employer Contribution required towards NPS Arrears	3.35

Accordingly, the Bank has created a provision amounting to ₹3.35 crore towards payment of arrears arising from the enhanced employer contribution rate of 14% under NPS for the aforementioned period.

Our opinion is not modified in respect of the matters listed in Para 12.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

13. The Balance Sheet and the Profit and Loss Account have been drawn up in Form A and B respectively of the Third Schedule to the Banking Regulation Act, 1949;
14. Subject to the limitations of the audit indicated in paragraphs 4 to 12 above, and subject also to the limitations of disclosure required therein, we report that:
a) We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of the audit and have found them to be satisfactory;
b) The transactions of the branch which have come to our notice have been within the powers of the Bank.
c) The returns received from the branch have been found adequate for the purposes of our audit.
d) No matters suspected to be a fraud or fraudulent activities or any foul play in any transaction was observed during the audit.
15. We further report that:
a) In our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Bank so far as it appears from our examination of those books and proper returns adequate for the purposes of our audit have been received from branches not visited by us;
b) The Balance Sheet, and the Profit and Loss Account dealt with by this report are in agreement with the books of account and the returns received from the branches not visited by us;
c) The reports on the accounts of the branch offices audited by branch auditors of the Bank under section 29 of the Banking Regulation, 1949 have been sent to us and have been properly dealt with us in preparing this report; and
d) In our opinion, the Balance Sheet and the Profit and Loss Account comply with the applicable accounting standards, to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by RBI/NABARD.

(Dibyendu Pal Choudhury)
Partner
Membership No.016830
Place: Coochbehar
Date: 29th April 2025
UDIN: 25016830BMJNHL6815

For V.SINGHI & ASSOCIATES
Chartered Accountants
Firm Registration No.: 311017E

সম্পাদকীয়

■ ৪৫ বর্ষ ■ ৩৪৬ সংখ্যা, বুধবার, ২৩ বৈশাখ ১৪৩২

মণিপুরি ক্ষত

যুদ্ধ তো সীমান্তে নয়, ঘরের ভেতরেও। ২০২৩-এর মে থেকে পাক্কা দু'বছর পার। তবুও সেই যুদ্ধ থামেনি মণিপুরে। লড়াইটা যত না নিরাপত্তাবাহিনীর বিরুদ্ধে, তার চেয়ে অনেকগুণ বেশি রাজ্যের বাসিন্দাদের মধ্যে। দুই জাতিগোষ্ঠী- মেইতেই ও কুকি'র বিবাদ দু'বছরেও বন্ধ করতে পারেনি সরকার। বরং মেইতেই গোষ্ঠীর প্রতি পক্ষপাতিত্বের অভিযোগে জড়িয়ে গিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী এন বীরেন সিং।

সরকারি অস্ত্রাগার লুঠ করতে কাউকে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে- এমন এক অডিও ক্লিপে তাঁর কণ্ঠস্বর থাকার অভিযোগ ওঠে। মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে হিংসায় উসকানি এবং নির্দিষ্ট একটি গোষ্ঠীর এই পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ পরিস্থিতিকে আরও ঘোরালো করে তুলেছে। বাধ্য হয়ে পদত্যাগ করে এন বীরেন সিং মুখ্যমন্ত্রিত্ব থেকে সরে গিয়েছেন বটে, কিন্তু বিভাজনের যে রেখাটি মণিপুরে আঁকা হয়ে গিয়েছে, সেটা মুছে ফেলা এখন কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

চলতি বছরের ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করেও মণিপুরে সেই বিভেদ রেখাটি মুছতে অসমর্থ হয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। অদূরভবিষ্যতে কেন্দ্রের সাফল্য আসবে- এমন আশার আলো এখনও দিগন্তে দেখা যাচ্ছে না। মণিপুরের মধ্যে যেন দুটি অঘোষিত রাজ্য হয়ে গিয়েছে। যে দুই রাজ্যে পারস্পরিক এলাকার বাসিন্দাদের প্রবেশ অলিখিতভাবে নিষেধ। উপত্যকা ও পাহাড়, যথাক্রমে মেইতেই ও কুকি জাতিগোষ্ঠীর পৃথক রাজ্য হয়ে গিয়েছে।

উপত্যকা ও পাহাড়ে ভিন্ন দুই জাতিগোষ্ঠী নিজেদের নিরাপত্তা রক্ষার ভার যেন নিজেরাই নিয়ে আছে। যেখানে এক গোষ্ঠীর সাম্রাজ্যে অপর গোষ্ঠীর কারও যাতায়াতে প্রাণঘাতী বিপদ বয়ে আনছে। গণ্ডগোল শুরুর পর যেরকম নিত্যদিন প্রাণ যাচ্ছিল কারও না কারও- সেই অবস্থা এখন নেই। কিন্তু স্বচ্ছন্দে নিজের জাতিগোষ্ঠীর বসবাসের এলাকার বাইরে রাজ্যের মধ্যে চলাফেরা এখন অসম্ভবই। গত ২৪ মাসে প্রাণ গিয়েছে ২৫০ জনেরও বেশি মানুষের।

তাছাড়া গৃহহীনের সংখ্যাটা রেকর্ড হয়ে গিয়েছে। জেনেভার একটি সংস্থার সমীক্ষায় শুধু মণিপুরের কারণে ২০২৩ সালে দক্ষিণ এশিয়ায় ৯৭ শতাংশ মানুষ ভিটেমাটি হারিয়েছেন। অন্যের আশ্রয়ে বা শরণার্থী শিবিরে অবর্ণনীয় দুর্দশার মধ্যে ওই মানুষের এখন কালাতিপাত চলছে। তা সত্ত্বেও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান, নিদেনপক্ষে কিছুটা আপসের পথে যেতে নারাজ কোনও জাতিগোষ্ঠীই। কুকি জাতিগোষ্ঠী আর কোনওভাবেই মণিপুর প্রশাসনের অধীনে থাকতে রাজি নয়।

আলাদা রাজ্যের দাবি না তুললেও মণিপুরের মধ্যে কুকি এলাকায় আলাদা প্রশাসনিক পরিকাঠামো গড়ে তোলার দাবি উঠেছে। এই বিভাজনে আবার মেইতেই গোষ্ঠীর ঘোর আপত্তি। সরকার সেই বিভাজন করতে চাইলে মণিপুর আবার রক্তে লাল হয়ে উঠবে সন্দেহ নেই। এই পারস্পরিক হিংসা একদিনে তৈরি হয়নি। জাতিহিংসার ভ্রূণ অনেক আগে থেকেই ছিল দুই জনগোষ্ঠীর গর্ভে। রাজ্য সরকারের নিরপেক্ষতার অভাব, সেই ভ্রূণকে বিকশিত করতে সাহায্য করেছে।

পরিস্থিতি কার্যত এখন হাতের বাইরে। তিন মাসের রাষ্ট্রপতি শাসন উল্লেখযোগ্য কোনও মীমাংসা সূত্র বের করতে পারেনি। মায়ানমার ও ভারতের মধ্যে অবাধ চলাচলের (ফ্রি মুভমেন্ট রেজিম) স্বাধীনতাকে সরকার প্রত্যাহার করে নেওয়ায় কুকি সমাজ ভয়ংকর অসন্তুষ্ট। ওই সুযোগকে ব্যবহার করে দীর্ঘদিন ধরে মায়ানমার থেকে অবাধে মাদক ও অস্ত্র পাচারের অভিযোগের সত্যতা কিছুটা আছে।

যারা ওই অপরাধে যুক্ত, তারা পিছন থেকে বিভাজনকে আরও উসকে দিচ্ছে। শুধু বলপ্রয়োগে যে মণিপুরকে ঐক্যবদ্ধ রাখা কঠিন, তা এতদিনে স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। দুই জাতিগোষ্ঠীতেই মুক্তমনা, নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গির মানুষ থাকলেও তারা এতই সংখ্যালঘু যে তাদের মতামতকে দু'পক্ষের কেউ গ্রাহ্যের মধ্যে আনছে না। সরকারের সংবেদনশীলতার যথেষ্ট অভাব এবং শাসকদলের ভোট রাজনীতি পরিস্থিতিকে আরও বিগড়ে দিচ্ছে। মণিপুরি গাঁজার মতো এই মণিপুরি ক্ষত ছড়িয়ে পড়লে তা দেশের জন্য অশনিসংকেত।

অমৃতধারা

প্রতিটি মানুষ, প্রাণী, উদ্ভিদ ভিন্ন ভিন্ন জীবিকা ও সংরচনা নিয়ে এগিয়ে চলেছে। এগিয়েছে চলেছে কোথায়? চলেছে পরমলক্ষ্যের পানে, বিশ্বের চক্রনাভি, নাভিকেন্দ্র তথা পরমপুরুষের দিকে। তাই তারা এগিয়ে চলেছে ইলেক্ট্রনিক অপূর্ণতা থেকে নিউক্লিয়ার পূর্ণতার দিকে। কেউ এই গতিধারায় বাইরে থাকতে পারে না। সেইজন্যে এর নাম প্রগতি। জেনে বা না-জেনে সবাই এগিয়ে চলেছে সেই চক্রকেন্দ্রের দিকে। আর সেই চক্রকেন্দ্রে কে রয়েছেন? – না, পরমপুরুষ। তাঁকে ছাড়া কেউ বাঁচতে পারে না, তোমার তাঁর ওপর রাগ-অভিমান হতে পারে কিন্তু তুমি তাঁকে ছাড়া থাকতে পার না। কারণ তিনি ছাড়া তোমার আপন আর কে রয়েছে। পরমপুরুষ তোমার কাছে তোমার নিজের চেয়েও বেশি প্রিয়।

-শ্রীশ্রীআনন্দমূর্ত্তি

আলোচিত

মহড়াকে মহড়াই বলে। যুদ্ধ ঘোষণা বলে না। যা অনেক লোকে বলে বেড়াচ্ছে। মহড়াটা এক ধোঁকাবাজি হতে পারে। বা দ্বিগুণ বোকা বানানোর কৌশল। তবে সাইরেনগুলো কাজ করে কি না, তা পরীক্ষা করতে পারে ভারত। কারণ তিন-চার দশক এসব কাজেই লাগেনি।

- শশী থারুর

ভাইরাল

দেবস্থান নাকি পিকনিক স্পট! সম্প্রতি কেদারনাথ মন্দির চত্বরে কয়েকজনের নাচের ভিডিও ভাইরাল। উচ্চগ্রামে ডিজে বাজছে আর কিছু লোক তার তালে উদ্দাম নাচছে। চলছে লাইটিংয়ের কারসাজিও। তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

আজ

১৯১০

আজকের দিনে জন্মেছিলেন গায়ক শান্তিদেব ঘোষ।

২০২২

বাচিকশিল্পী পার্থ ঘোষ প্রয়াত হন আজকের দিনে।

সোজা-সাপটা

'তখন রবীন্দ্রকাব্যের একটি টালি-সংস্করণ ছিল। রবীন্দ্রকাব্য যে কত ভালো লাগত কী বলব? সন্তবাণী তো শত শত বছরের পুরোনো আর রবীন্দ্রনাথ জীবন্ত। এতদিন খেতাম আমসি এখন পেলাম টাটকা ল্যাংড়া আম। ধন্য হয়ে গেলাম।'

সভা, সমিতির বর্তমান রীতি শুরু শান্তিনিকেতনে?

অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য

'দেশীয় প্রথায়—বৈদিক মন্ত্র, আলপনা ও মাঙ্গল্য দ্রব্যের ব্যবহারের মাধ্যমে উৎসবাদির অনুষ্ঠান শান্তিনিকেতনের বৈশিষ্ট্য। রবীন্দ্রনাথ এই প্রথার সৌন্দর্য উপলব্ধি করে শান্তিনিকেতনে প্রথাগুলির প্রচলন করেন। আজ দেশের প্রায় সর্বত্রই সভা-সমিতিতে এই প্রথা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। দেশ এজন্য প্রধানত ক্ষিতিবাবুর নিকট ঋণী, এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে।'

আশ্রমের জন্য আদর্শ শিক্ষক প্রয়োজন। মনের মধ্যে ক্ষিতিমোহন সেন। এই শাস্ত্রজ্ঞ সাহিত্যানুরাগী তরুণ সংস্কৃত পণ্ডিতের কথা রবীন্দ্রনাথ নানা সূত্রে কারও কারও মুখে শুনে তাঁকে এই আশ্রমে নিয়ে আসার জন্য তীব্র আকর্ষণ ও আগ্রহ অনুভব করলেন।

ক্ষিতিমোহন লিখছেন, '১৯০৭ সাল, ডিসেম্বর মাস। আমি হিমালয়ে আছি। পোস্টাফিসে গিয়ে একখানি চিঠি পেলাম। অপূর্ব হস্তাক্ষর। খুলে দেখলাম লেখক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি আমাকে শান্তিনিকেতনের আশ্রমের কাজে ডাকছেন।'

ক্ষিতিমোহন তখন ছিলেন চম্বারাজ্যে শিক্ষাবিভাগে কর্মরত। কিছু দ্বিধার পর ক্ষিতিমোহন রবীন্দ্রনাথের আহ্বানে সম্মতি জানালেন। অজিতকুমার চক্রবর্তীকে রবীন্দ্রনাথ ২৪ মার্চ ১৯০৮ এক পত্রে লিখছেন, 'যে সকল লোক যথার্থই পথের পথিক, যাঁরা ঘুরেছেন, দেখেছেন, মিশেছেন, কাজ করে বেড়িয়েছেন, যাঁরা মানুষকে যথার্থই সঙ্গ দিতে পারেন এবং যাঁরা অন্তরের সঙ্গে মানুষের সঙ্গ চান—যাঁরা সমস্ত দীনতার ভিতর থেকেও মানুষকে ভালোবাসতে পারেন, কোনও মূঢ়তা ও কুশ্রীতা যাঁদের মানুষের কাছ থেকে প্রত্যাহত করে না সেই লোকই আমাদের মনে মানবতীর্থে যাত্রা করে বেরোবার ঠিক উদ্যমটি ধরিয়ে দিতে পারেন। ক্ষিতিমোহন বাবুর সম্বন্ধে আমি হয়তো আইডিয়ালাইজ করছি—সকলেরই সম্বন্ধে আমি ন্যূনাধিক পরিমাণে তাই করে থাকি এবং প্রত্যেকেরই সম্বন্ধে সত্য উপলব্ধি করবার সেই একটা উপায়। ক্ষিতিমোহন বাবুর সম্বন্ধে আর আর একটি কথা শুনে আমি খুব খুশি হয়েছি। তিনি যদিচ প্রাচীন শাস্ত্রজ্ঞ, তথাপি আচরণে তিনি অত্যন্ত উদার। তিনি বলেন, এই ঔদার্য্য তিনি শাস্ত্র হতেই লাভ করেছেন। হিন্দুধর্মকে যাঁরা নিতান্ত সংকীর্ণ করে অপমানিত করেন, তাঁদের মধ্যে এঁদের দৃষ্টান্ত হয়তো কাজ করবে। অন্তত ছাত্রদের মনকে সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত করবার পক্ষে ইনি অনেকটা সাহায্য করতে পারবেন।'

একইসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ক্ষিতিমোহন সেন সম্পর্কে আশা প্রকাশ করেছেন, 'শান্তিনিকেতনের আশ্রম বিদ্যালয়টির মধ্যে ক্ষিতিমোহন প্রাণসঞ্চার করিয়া ইহাকে ভিতরের দিক হইতে উন্মেষিত করিয়া তুলিবেন।'

অপরিচিত ক্ষিতিমোহন সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ মনের মধ্যে যে ছবি ও প্রত্যাশা গড়ে তুলেছিলেন, আশ্রমের কাজে সেই পণ্ডিত শাস্ত্রজ্ঞ সুরসিক ভাবুক কর্মযোগী মানুষটিকে কাছে পেয়ে তাঁর প্রতি রবীন্দ্রনাথের আগ্রহ আকর্ষণ ও নির্ভরতা এবং প্রত্যাশা আরও বেড়ে যায়।

শান্তিনিকেতনে এক অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথ ও ক্ষিতিমোহন সেন।

ক্ষিতিমোহন শান্তিনিকেতনের কাজে যোগ দেবার অল্প কয়েকদিন পরেই রবীন্দ্রনাথকে জমিদারির কাজে শিলাইদহ পতিসরে চলে যেতে হয়। কিন্তু সেখানে পৌঁছেও আশ্রম শান্তিনিকেতন ও তরুণ বন্ধু ক্ষিতিমোহন তাঁকে টানতে থাকে। শিলাইদহ থেকে ২০ জুলাই ক্ষিতিমোহনকে রবীন্দ্রনাথ চিঠিতে লেখেন, 'এখানকার কাজের তাগিদে চলিয়া আসিতে হইল। কিন্তু আপনাদের ছাড়িয়া আসিবার ইচ্ছা ছিল না। এখানকার কাজে আমি একলা—সেখানে আপনাদের সঙ্গে মিলিয়া কাজ করিবার আনন্দ আমাকে নড়িতে দিতেছিল না। বিশেষত আপনার সঙ্গে পরিচয় ঘনাইয়া তুলিবার ইচ্ছাও মনে প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু আমার সেখানকার মৌচাকে মধু বেশ ভরিয়া উঠিবার মুখে আমাকে চাক ছাড়িয়া চলিয়া আসিতে হইল—মনটা এখনো সেইদিক চাহিয়াই ভন ভন করিয়া ঘুরিয়া মরিতেছে। আপনি মনে করিতেছেন আপনি কেবল আপনার ছাত্রদের লইয়াই কাজ করিবেন—সেটা আপনার ভুল। আমরাও আছি। রসের অভাব হয়, পাথেয় কম পড়িয়া যায়—পরস্পরের কাছে ধার না লইলে মাঝে মাঝে পথের ধারে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িতে হয়। ছাত্রদিগকে পাইয়া আমাদিগকে অবহেলা করিবেন না।'

শিলাইদহ থেকে ক্ষিতিমোহনকে এই চিঠি লেখার আগের দিন ১৯ জুলাই ১৯০৮ অজিতকুমার চক্রবর্তীকে ক্ষিতিমোহন প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন, 'তাঁকে পেয়ে বিদ্যালয়ে আমাদের সাধনা সার্থকতার দিকে অগ্রসর হবে বলে মনে খুব আশা হয়েছে।'

রবীন্দ্রনাথ ও ক্ষিতিমোহন সেন পরস্পরের কাছে এসেছিলেন ১৯০৮ সালে। রবীন্দ্রনাথের আহ্বানে ক্ষিতিমোহন শান্তিনিকেতনে বিদ্যালয়ের কাজে যোগ দেন ১৯০৮ সালের জুন-জুলাই মাসে। এই ১৯০৮ থেকেই রবীন্দ্রনাথের বিদ্যাচর্চার ক্ষেত্রে প্রধান সঙ্গী হয়ে উঠেছিলেন বিদগ্ধ পণ্ডিত মনস্বী আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন। ক্ষিতিমোহন রবীন্দ্রনাথের চেয়ে ছিলেন কুড়ি বছরের ছোট। রবীন্দ্রনাথের প্রয়াণের কুড়ি বছর পর ক্ষিতিমোহন প্রয়াত হন। ২২ শ্রাবণের আগে শেষ যেদিন রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন থেকে বিদায় নেন সেদিনও ক্ষিতিমোহন-রবীন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ ঘটেছিল।

'১৯৪১ সাল। তিনি খুবই পীড়িত। কলকাতায় যাবেন অস্ত্রোপচারের জন্যে। এই যাত্রাই তাঁর আশ্রম থেকে শেষ যাত্রা। তাঁকে উপরতলায় স্ট্রেচারে শোয়ানো হয়েছে। কী একটা কথা জিজ্ঞাসা করবার জন্য আমাকে সবাই উপরতলায় তাঁর কাছে পাঠালেন। কথা হয়ে গেল। বিদায় চাইলাম। কিন্তু তিনি দাঁড়াতে বললেন। আমার সর্বাঙ্গে তিনি হাত বোলাবার মতো আশীর্বাদ-দৃষ্টি বুলিয়ে গেলেন। কী যেন তিনি বলতেও যাচ্ছিলেন, ঠিক তখনই তাঁকে বহন করে নিয়ে সকলে চললেন। কী যেন তাঁর বলবার ছিল বলতে পারলেন না।... তাঁর সেই শেষ বেদনাভরা বিদায়দৃষ্টি চিরদিনই মনে থাকবে।'

রবীন্দ্রনাথ-ক্ষিতিমোহন অন্যোন্য সান্নিধ্য-সম্পর্ক-সৌহার্দ্যের ইতিবৃত্ত তেত্রিশ বছরের। বাংলা সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসে উভয়ের মিলন এক তাৎপর্যপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনা। রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে ক্ষিতিমোহনের এবং ক্ষিতিমোহনের কাছ থেকে রবীন্দ্রনাথের প্রাপ্তি অনেক। রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন বলেই ক্ষিতিমোহন সেন ক্ষিতিমোহন সেন হতে পেরেছিলেন—এ কথা নিঃসংশয়ে বলা যায়। এবং এ কথা বারবার উচ্চারণ করায় ক্ষিতিমোহনের কোনও দিনই কোনও কুণ্ঠা ছিল না। ক্ষিতিমোহনকে পেয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর আশ্রম প্রতিষ্ঠা ও বিশ্বভারতী গড়ার স্বপ্নকে সফল করতে পেরেছিলেন এবং তাঁর চিন্তার জগৎটিকে আরও অনেক প্রসারিত ও তাৎপর্যপূর্ণ করে তুলতে পেরেছিলেন।

আশৈশব কাশীতে শিক্ষালাভ করে কাশীর কুইন্স কলেজ থেকে সংস্কৃতে এমএ পাশ করেন ও শাস্ত্রী উপাধি লাভ করেন ক্ষিতিমোহন। কাশীতে তরুণ বয়সেই তিনি মধ্যযুগের ভারতীয় সাধুসন্তদের রচনার প্রতি আকৃষ্ট হন। রবীন্দ্রনাথের কাব্যেরও তিনি অনুরাগী পাঠক ছিলেন। কাশীতে তাঁর পড়াশোনা আর তাঁর পৈতৃক নিবাস ঢাকা বিক্রমপুরের অন্তর্গত সোনারং গ্রাম।

কলকাতা থেকে দূরবর্তী এই সংস্কৃত সাহিত্যের ছাত্র ও সন্ত-সাধকদের রচনার অনুরাগী ভারত পথিক তরুণ ক্ষিতিমোহনের হাতে রবীন্দ্রনাথের প্রথম যে বইটি এসে পৌঁছায়, সেটি রবীন্দ্রনাথের প্রথম গ্রন্থাবলী, 'কাব্যগ্রন্থাবলী'—সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় কর্তৃক ১৮৯৬ সালে প্রকাশিত। বিরাট আয়তনের বই বলে আকার-সাদৃশ্যে এই 'কাব্য-গ্রন্থাবলী' 'টালি এডিশন' নামে পরিচিত হয়েছিল। এই গ্রন্থাবলীতে প্রথম থেকে 'চিত্রা', 'চৈতালি' কাব্যগ্রন্থ পর্যন্ত সংকলিত হয়েছে। তাছাড়া গান ব্রহ্মসংগীত এবং অনুবাদও আছে।

'তখন রবীন্দ্রকাব্যের একটি টালি-সংস্করণ ছিল। ১৮৯৭ হতে বছর সাতের ঐরূপ একখানি রবীন্দ্র-কাব্যগ্রন্থাবলী আমার চিরসঙ্গী ছিল। তার কবিতাগুলির পাশে পাশে সব পুরাতন ভক্তবাণীর উল্লেখ করে রাখতাম। রবীন্দ্রকাব্য যে কত ভালো লাগত কী বলব? সন্তবাণী তো শত শত বছরের পুরোনো আর রবীন্দ্রনাথ জীবন্ত। এতদিন খেতাম আমসি এখন পেলাম টাটকা ল্যাংড়া আম। ধন্য হয়ে গেলাম।'

রবীন্দ্রনাথের অনুরাগী পাঠকের স্বভাবতই রবীন্দ্রনাথকে দেখার জন্য দর্শন-অভিলাষ জন্মায়। ১৯০৪ সালে কলকাতায় কার্জন থিয়েটার হলে স্বদেশী সমাজ প্রবন্ধের পাঠক রবীন্দ্রনাথকে ক্ষিতিমোহন প্রথম দেখেন দূর থেকে দর্শক-শ্রোতারূপে। কবির সৌম্যমূর্তি পরিশীলিত অভিজাত ব্যক্তিত্বস্বাতন্ত্র্য ও অসামান্য উপস্থিতি, মুগ্ধ-বিস্মিত করল ক্ষিতিমোহনকে। তারপরই আদর্শ শিক্ষকের প্রয়োজন জানিয়ে রবীন্দ্রনাথের চিঠি লেখা ক্ষিতিমোহনকে।

শান্তিনিকেতনে ক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রীকে শান্তিনিকেতন আশ্রমিক সংঘ কর্তৃক অর্ঘ্যদান উপলক্ষ্যে শ্রদ্ধানিবেদনে রবীন্দ্রনাথ লেখেন, 'শুধু অধ্যাপনা বা গবেষণার মধ্যেই তিনি নিজেকে সম্পূর্ণ আবদ্ধ করে রাখেননি। আশ্রমের সাংস্কৃতিক পরিবেশ সৃষ্টির কাজেও তিনি ছিলেন গুরুদেবের অন্যতম প্রধান সহায়ক। উৎসব অনুষ্ঠানগুলি শান্তিনিকেতন আশ্রম জীবনের অবিচ্ছেদ্য এবং অতি প্রয়োজনীয় অঙ্গ। এগুলির পরিকল্পনায় গুরুদেব আচার্য ক্ষিতিমোহনের সাহায্য অপরিহার্য বলে মনে করতেন। আমাদের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি-সম্মত উপায়ে কী করে এ যুগের উৎসবগুলিকে নবীন ও সজীব করে তোলা যায়, শান্তিনিকেতনের অনুষ্ঠানগুলি তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এগুলির পদ্ধতি রচনায় গুরুদেব সর্বদাই আচার্য ক্ষিতিমোহন সেনের পরামর্শ গ্রহণ করতেন।'

প্রমদারঞ্জন ঘোষ শান্তিনিকেতনে ক্ষিতিমোহনের এই দিকটির বিশেষ উল্লেখ করেছেন। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের প্রেরণা ও উৎসাহ তাঁকে বিশেষভাবে উদ্বোধিত করেছিল। প্রমদারঞ্জনের কথায়, 'দেশীয় প্রথায়—বৈদিক মন্ত্র, আলপনা ও মাঙ্গল্য দ্রব্যের ব্যবহারের মাধ্যমে উৎসবাদির অনুষ্ঠান শান্তিনিকেতনের বৈশিষ্ট্য। রবীন্দ্রনাথ এই প্রথার সৌন্দর্য উপলব্ধি করে শান্তিনিকেতনে প্রথাগুলির প্রচলন করেন। আজ দেশের প্রায় সর্বত্রই সভা-সমিতিতে এই প্রথা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। দেশ এজন্য প্রধানত ক্ষিতিবাবুর নিকট ঋণী, এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে।'

শান্তিনিকেতন ঋতু-উৎসব প্রবর্তনের ক্ষেত্রে ক্ষিতিমোহনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। রবীন্দ্রনাথের ইচ্ছা ও কল্পনাকে প্রাচীন সাহিত্যশাস্ত্র ও ঐতিহ্যের প্রেক্ষাপটে রূপ দিয়েছিলেন ক্ষিতিমোহন।

জনমন জনমত

রবি ঠাকুরের মূর্তি কেন নেই গঙ্গারামপুরে

আমার জন্মস্থান গঙ্গারামপুর শহরে হলেও ছোট থেকেই লোকমুখে শুনে এসেছি, বালুরঘাট সাংস্কৃতিক শহর। তখন অতটা বুঝতাম না। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বালুরঘাটের বিভিন্ন এলাকা, বিভিন্ন সংগঠনের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার পর বুঝতে পারলাম, বালুরঘাট সত্যিই সংস্কৃতির শহর।

বালুরঘাটকে একসময় নাটকের শহর বলা হত। বালুরঘাট শহরকে যত দেখি তত অবাক হই। ছোট-বড় যে কোনও অনুষ্ঠান পরিচালনার মধ্যেও অভিনবত্ব লক্ষ করেছি। শহরের বিভিন্ন প্রান্তে ছোট্ট জায়গা কত সুন্দর করে সাজানো যায় চোখে না দেখলে উপলব্ধি করা যাবে না। রাজ্যের অন্যান্য শহরে মনীষীদের মূর্তি সেভাবে পাওয়া না গেলেও বালুরঘাট শহরে মনীষীদের একাধিক মূর্তি দেখতে পাবেন। শুধু প্রশাসনের পক্ষ থেকে নয়, ব্যক্তিগত বা অরাজনৈতিক সংগঠনের তরফেও মূর্তি স্থাপন করার উদাহরণ রয়েছে।

অথচ দুঃখের হলেও সত্য, আমরা গঙ্গারামপুর শহরবাসী রবীন্দ্রজয়ন্তীতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গলায় মালা পরাতে রবীন্দ্রনাথের মূর্তি খুঁজে বেড়াই। হাইরোড চৌমাথায় অথবা রবীন্দ্র ভবনে একটি মূর্তি স্থাপনের দাবি শহরবাসী দীর্ঘদিন থেকে করে এলেও আজও পূর্ণ হয়নি।

প্রাণগোপাল সাহা
সুভাষপল্লি, গঙ্গারামপুর।

সত্যজিতের সৃষ্টির ৫৬তম বর্ষ

পরিবেশনার গুণে, কথা-সুরের নান্দনিক ছন্দে মনস্তাত্ত্বিক ছবিও যে কত সহজবোধ্য হয়ে সবার চিরকালীন প্রিয় হয়ে উঠতে পারে তার উদাহরণ সত্যজিৎ রায়ের 'গুপী গাইন বাঘা বাইন' সিনেমাটি।

নিজের হাতে লেখা কিছু গানের স্টাফ নোটেশনের একটি স্ক্রিপ্ট সেদিন তিনি ছোটখাটো চেহারার সদ্য কৈশোর উত্তীর্ণ একজনের হাতে দিয়ে বলেছিলেন সেই গানগুলো সাতদিনের মধ্যে তৈরি করতে। তারপরেই কিছু রাগ এবং মাদ্রাজি ঘরানার গানের মাধ্যমে ছেলেটিকে যাচাই করে নিলেন।

নির্দিষ্ট দিনে এক রেকর্ডিং রুমে সেই সদ্য কৈশোর উত্তীর্ণ ছেলেটি তাঁর সাবলীল, রেওয়াজি কণ্ঠে একের পর এক গান রেকর্ড করে গেলেন। গানগুলোর গীতিকার ও সুরকার সেই দীর্ঘদেহী

ব্যক্তিটি সেদিন সামনে দাঁড়িয়ে ব্যারিটোন ভয়েসে সেই ছেলেটির ভূয়সী প্রশংসা করলেন। বাকিটা ইতিহাস।

পিয়ানো সহযোগে ইন্টারল্যুড--প্রিল্যুডে গতানুগতিকতার ঊর্ধ্বে এবং অভিনবত্বে কখনও দক্ষিণী সুরের ছোঁয়া, কখনও বা খাঁটি বাংলাদেশের সুরের সংমিশ্রণে চলচ্চিত্রের সংগীত জগতে চিরকালীন হয়ে রইল 'দেখো রে নয়ন মেলে জগতের বাহার...' থেকে 'ওরে বাবা দ্যাখো চেয়ে কত সেনা চলেছে সমরে...' কিংবা 'এক যে ছিল রাজা তার ভারি দুখ্ ....'-এর মতো গান। বীণা, বাঁশি, গিটার, সরোদের বিচিত্র কনসার্টে দক্ষিণ ভারতীয় সংগীত ও বাংলাদেশের লোকসংগীতের মেলবন্ধনে মাইলফলক হয়ে রইল সত্যজিৎ রায়ের কথা, সুর ও পরিচালনায়

এবং অনুপ ঘোষালের কণ্ঠে সেই চলচ্চিত্র 'গুপী গাইন বাঘা বাইন' এবং তার গান।

ফ্যান্টাসির মোড়কে শিশু-কিশোর মনের অতল স্পর্শ করেও সমাজ, রাজনীতি, ক্ষমতা দম্ভের চির প্রাসঙ্গিক বিষয়কে সেলুলয়েডে সাফল্যের সঙ্গে বন্দি করেছিলেন সত্যজিৎবাবু। সেইসঙ্গে খুবই প্রাসঙ্গিকভাবে তাতে যুক্ত করেছিলেন সংগীতের রাগ-রাগিণী সহযোগে ধ্রুপদি ভাবধারার সাবলীল কথা-ছন্দ।

সত্যজিৎ যেমন গুপীর ঠোঁটে সেইসব গান চিরকালীন করে গিয়েছেন, তেমনই অনায়াস দক্ষতায় সাবলীল রেওয়াজি কণ্ঠে অনুপ ঘোষালের সেইসব গান আজ অর্ধশত বছর পরেও একইরকম জনপ্রিয়।

শিল্পগুণকে অক্ষত রেখে রাজনৈতিক ও সমাজজীবনের জটিলতাকে কথা, সুর, তাল-ছন্দে দক্ষতার সঙ্গে শিল্পের সূক্ষ্ম সুতোয় গেঁথেছেন সত্যজিৎ এবং শেষে অন্ধকার কেটে যাওয়ার বার্তাও দিয়েছেন। তাঁর ১০৫তম জন্ম মাসেই পূর্ণ হচ্ছে তাঁর অসাধারণ সৃষ্টির ৫৬তম বর্ষ।

গৌতমেন্দু নন্দী, নতুনপাড়া, জলপাইগুড়ি।

ভালো উদ্যোগ

কয়েক দশক পর উত্তরবঙ্গ সংবাদে ফের 'শিশু কিশোর আসর' বিভাগ দেখে যারপরনাই ভালো লাগল। সংবাদপত্র জগতে উত্তরবঙ্গ সংবাদ আমাদের হৃদয় মাঝে একটা বড় জায়গা করে নিয়েছে। একসময় শিশু কিশোর পাতাটির দারুণ চাহিদা ছিল পাঠক মহলে। নির্দ্বিধায় বলতে পারি, এই পাতায় লিখে উত্তরের অনেকেই আজ প্রতিষ্ঠিত। এই কলমকারও তাঁদের মধ্যে একজন।

নতুন আঙ্গিকে বের হওয়া শিশু কিশোর আসর বেশ হয়েছে। তবে ছোটদের সঙ্গে বড়দের ছড়া থাকলে জমজমাট হবে বলে মনে হয়। ছড়া এমন একটি মাধ্যম যা সহজেই পাঠকদের মনে জায়গা করে নেয়। আর আমরা যারা ছড়ার চর্চা করে আসছি তারাও একটু সুযোগ পাবে বলে আমার বিশ্বাস। এই আসরের জন্য রইল অনেক শুভেচ্ছা।

শুভাশিস দাশ, দিনহাটা।

সচল হোক বিজ্ঞান বিভাগ

মেখলিগঞ্জ হাইস্কুলে একটা সময় বিজ্ঞান বিভাগ ছিল। কিন্তু বিশেষ কারণবশত এখন আর নেই। তাই মাধ্যমিকের পর বিজ্ঞান বিষয় পড়ার জন্য ছাত্রছাত্রীদের সুদূর জলপাইগুড়ি, ময়নাগুড়ি ছুটতে হয়। এক্ষেত্রে ছাত্রছাত্রীদের প্রতি মাসের খরচ সামলানো মধ্যবিত্ত বাবা-মায়ের পক্ষে অসুবিধাজনক হয়ে দাঁড়ায়। এমনকি অনেক ছাত্রছাত্রী আছে, যারা অর্থের অভাবে বিজ্ঞান নিয়ে পড়তে পারছে না। সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কাছে অনুরোধ, জনগণের সুবিধার্থে আগামী এক-দুই বছরের মধ্যে বিজ্ঞান বিভাগ সচল করা হোক।

কবিতা ঘোষ, মেখলিগঞ্জ, কোচবিহার।

শব্দরঙ্গ ■ ৪১৩৩

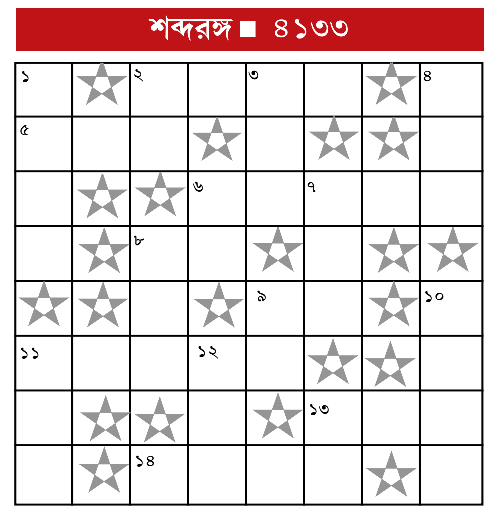

পাশাপাশি : ২। কোনও কাজে দক্ষ ৫। মাটির ছোট পাত্র ৬। ঝোপঝাড়, ৮। অন্ধমুনির পুত্র, নদবিশেষ, পাকিস্তানের একটি প্রদেশ ৯। গর্ব, মত্ততা সৃষ্টি করে এমন, সুরা ১১। পায়ে চুমু খেয়ে বাঁ হাত দিয়ে প্রণাম ১৩। রাগিণীবিশেষ ১৪। মনের মিল, সদ্ভাব।

উপর-নীচ : ১। ভক্তি সহ রামচন্দ্রের নামগান, ভয় থেকে রামের নাম উচ্চারণ ২। চতুর্থাংশ, বর্তমানে অপ্রচলিত চার আনা মূল্যের মুদ্রা ৩। হত্যা ৪। আদালতে নথিভুক্ত লিখিত প্রমাণপত্র, পুরোনো তথ্যের প্রামাণ্য নিদর্শন ৬। সখা, স্বজন ৭। মেঘ, দ্রুত ৮। পশ্চিমবঙ্গের প্রতিবেশী রাজ্য ৯। লেখার কালি ১০। যে কথা মুখেমুখে রটে যায়, গুজব ১১। পাতে দেওয়ার অযোগ্য ভাত, অখাদ্য ১২। বকবকানি, খণ্ড ১৩। নিক্ষেপ করা।

সমাধান ■ ৪১৩২

পাশাপাশি : ১। নামডাক ৩। কথক ৫। একেশ্বরবাদ ৬। রাধিকা ৭। ধার্মিক ৯। করতলগত ১২। কদাপি ১৩। সুরাসুর।

উপর-নীচ : ১। নামকরা ২। কলকে ৩। কদর ৪। কণাদ ৫। একা ৭। ধাত ৮। কদাচার ৯। কত্থক ১০। তলপি ১১। গতাসু।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com,
Website : http://www.uttarbangasambad.in

মোদি জানতেন, তোপ খাড়গের

নয়াদিল্লি, ৬ মে : পহলগাম কাণ্ডে কল্পনাতীত প্রত্যাঘাত করবে হবে তা নিয়ে জল্পনার অন্ত নেই। সময় যত গড়াচ্ছে, ততই কেন্দ্রের কঠোর অবস্থান নিয়ে সংশয় তৈরি হচ্ছে দেশজুড়ে। এই আবহে এবার কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে দাবি করেছেন, বৈসরণে পর্যটকদের ওপর যে হামলা হতে পারে, সেই সংক্রান্ত গোয়েন্দা সতর্কবার্তা ঘটনার তিনদিন আগেই পেয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তাঁর হাতে গোয়েন্দা তথ্য থাকা সত্ত্বেও কেন তিনি ও তাঁর সরকার নিরাপত্তা বাহিনী এবং জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশকে আগাম সতর্ক করেননি, সেই প্রশ্ন তুলেছেন খাড়গে। মঙ্গলবার রাঁচিতে সংবিধান বাঁচাও সম্মেলনে যোগ দিয়ে রাজ্যসভার বিরোধী দলনেতা বলেন, 'আমি একটি সংবাদপত্রে পড়েছি, জম্মু ও কাশ্মীরে যে সন্ত্রাসবাদী হামলা হতে পারে, এমন গোয়েন্দা সতর্কবার্তা পহলগাম হামলার তিনদিন আগেই পেয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ওই সতর্কবার্তা পেয়ে তাই জম্মু ও কাশ্মীর সফর বাতিল করে দিয়েছিলেন তিনি। ওঁরা যদি এটা আগেই জেনে গিয়েছিলেন তাহলে কিছু করেননি কেন।'

কেন্দ্রকে কাঠগড়ায় তুলে খাড়গে বলেন, গোয়েন্দা ব্যর্থতার বিষয়টি সরকার মেনেও নিয়েছে। কেন্দ্র বলেছে, তারা নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও জোরদার করবে। তাহলে আগে কেন এমনটা করা হয়নি। যদি সরকার নিজেদের ব্যর্থতা মেনে নিয়ে থাকে, তাহলে তাদের উচিত প্রাণহানির দায় গ্রহণ করা।

নিন্দায় বিজেপি

“ আমি একটি সংবাদপত্রে পড়েছি, জম্মু ও কাশ্মীরে যে সন্ত্রাসবাদী হামলা হতে পারে, এমন গোয়েন্দা সতর্কবার্তা পহলগাম হামলার তিনদিন আগেই পেয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী। সতর্কবার্তা পেয়ে জম্মু ও কাশ্মীর সফর বাতিল করে দিয়েছিলেন তিনি। ওঁরা যদি এটা আগেই জেনে গিয়েছিলেন, তাহলে কিছু করেননি কেন।

মল্লিকার্জুন খাড়গে

“ পহলগাম কাণ্ডে প্রধানমন্ত্রীর সমালোচনা করা দুর্ভাগ্যজনক।

রবিশংকর প্রসাদ

খাড়গের এই আক্রমণের জবাবে বিজেপি মুখপাত্র তুহিন সিনহার পালটা অভিযোগ, কংগ্রেসের কাছে এই ব্যাপারে কোনও প্রমাণ নেই। সন্ত্রাসবাদী হামলার ক্ষেত্রে সবসময়ই নিরাপত্তার গাফিলতি থাকে। ৯/১১-র মতো ঘটনা কিংবা ইন্দিরা গান্ধি বা রাজীব গান্ধি হত্যার মতো ঘটনা সবেতেই নিরাপত্তার ফাঁক ছিল। কিন্তু আমরা যখন নজিরবিহীন পদক্ষেপের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছি, তখন খাড়গে সাহেবের এমন মন্তব্য করার অর্থ উনি সস্তার রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠতে রাজি নন। খাড়গে সাহেবের উচিত ছিল আরও পরিণতমনস্কতা দেখানো। সর্বদলে যে বিষয়ে আলোচনা হয়ে গিয়েছে তা নিয়ে কথা না বলা। একদিকে উনি দেশের সঙ্গে থাকার কথা বলছেন। অন্যদিকে দেশকে দুর্বল করার কাজ করছেন। দলের অপর নেতা তথা প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রবিশংকর প্রসাদের তোপ, 'পহলগাম কাণ্ডে প্রধানমন্ত্রীর সমালোচনা করা দুর্ভাগ্যজনক।' কংগ্রেস সভাপতিকে মিরজাফর বলেছেন বিজেপি নেতা সিআর কেশবন।

এর আগে সর্বদল বৈঠকে কেন্দ্রীয় সরকার নিরাপত্তার গাফিলতির বিষয়টি মেনে নিয়েছিল। হামলার পর থেকে বিজেপিও বারবার বিরোধীদের দিকে বিশেষ করে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সরব হয়েছে। কংগ্রেসকে পাকিস্তানের ভাষায় কথা বলছে বলে আক্রমণও শানিয়েছে গেরুয়া শিবির। যদিও রাহুল গান্ধি, প্রিয়াংকা গান্ধি ভদরা, খাড়গে সহ কংগ্রেস তথা ইন্ডিয়া জোট বারবার বলেছে, সরকারের যে কোনও পদক্ষেপকে সমর্থন করছে বিরোধী শিবির। রাহুল ও প্রিয়াংকারা বারবার বলেছেন, সরকারের উচিত অবিলম্বে দোষীদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করা। কিন্তু তারপরও শাসক-বিরোধী চাপানউতোরে রাশ টানা যাচ্ছে না।

পুঞ্চে ভারতে ঢুকতে গিয়ে ধরা পড়লেন পাক নাগরিক

শ্রীনগর, ৬ মে : ভারতে অনুপ্রবেশ করতে গিয়ে ফের গ্রেপ্তার হলেন এক পাকিস্তানি নাগরিক। এই নিয়ে এক পাকিস্তানি রেঞ্জার সহ মোট তিনজনকে গ্রেপ্তার করল ভারত। পহলগাম হামলার পর দুই প্রতিবেশী দেশের মধ্যে যেভাবে যুদ্ধ পরিস্থিতি বাড়ছে, তাতে এই গ্রেপ্তারির ঘটনায় শোরগোল পড়েছে। মঙ্গলবার জম্মু ও কাশ্মীরের পুঞ্চে নিয়ন্ত্রণরেখা পেরিয়ে ভারতে ঢোকার চেষ্টা করেন এক পাক নাগরিক। তখনই তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। কেন তিনি এপারে এসেছেন, তার তদন্ত শুরু হয়েছে। পাকিস্তানের হাতে বন্দি বিএসএফ জওয়ান পূর্ণমকুমার সাউকে অবশ্য ফিরে পাওয়ার আশা এখনও ছাড়েননি পরিবারের সদস্যরা। দফায় দফায় বিএসএফ ও পাকিস্তান রেঞ্জার্সদের মধ্যে ফ্ল্যাগ মিটিংয়ের পরও পূর্ণমকে ছাড়েনি পাকিস্তান। সোমবার গুরদাসপুর এলাকায় এক পাকিস্তানি নাগরিক ধরা পড়েন।

শবরীমালায় রাষ্ট্রপতি

নয়াদিল্লি, ৬ মে : প্রথম রাষ্ট্রপতি হিসেবে শবরীমালা মন্দিরে যাচ্ছেন দ্রৌপদী মুর্মু। ১৯ মে শবরীমালার শ্রী আয়াপ্পা মন্দিরে পুজো দেবেন তিনি। ট্রাভাঙ্কোর দেবস্বম বোর্ড তাঁর এই সফর নিশ্চিত করেছে। ১৮ মে দু-দিনের কেরল সফরে যাচ্ছেন রাষ্ট্রপতি। ওইদিন কোট্টায়ামে একটি অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার কথা আছে তাঁর। তার পরের দিন সকালে নীলাক্কল হেলিপ্যাড থেকে পম্পা বেসক্যাম্প পর্যন্ত হেঁটে বা গাড়িতে যাবেন তিনি। তবে সবটাই নির্ভর করছে এসপিজির নিরাপত্তা পরিস্থিতির ওপর।

চালু ক্যাশলেস চিকিৎসা

নয়াদিল্লি, ৬ মে : সড়ক দুর্ঘটনায় আহত ব্যক্তিদের সর্বাধিক দেড় লক্ষ টাকা পর্যন্ত চিকিৎসাবাবদ একটি পয়সাও খরচ না করার ব্যবস্থা সোমবার থেকে চালু হয়ে গিয়েছে। কেন্দ্র এই অর্থ দিচ্ছে। আহত কিংবা তাঁর পরিজনদের তা দিতে হচ্ছে না। দুর্ঘটনার তারিখ থেকে সর্বাধিক সাতদিন পর্যন্ত নির্ধারিত কোনও হাসপাতালে চিকিৎসার ব্যয় হিসেবে ওই অর্থ মিলবে। গোটা বিষয়টি দেখছে ন্যাশনাল হেলথ অথরিটি, পুলিশ, হাসপাতাল ও রাজ্য স্বাস্থ্যবিভাগ। বেশিরভাগ সময় দেখা যায়, আর্থিক বাধার কারণে চিকিৎসা বিলম্বিত হয়। ফলে অনেক সময় মূল্যবান জীবন চলে যায়। আর্থিক বাধা দূর করতে কেন্দ্রের এই উদ্যোগ। সুপ্রিম কোর্ট ক্যাশলেস চিকিৎসার সুযোগ দিতে কেন্দ্রকে সময়সীমা বেঁধে দিলেও কেন্দ্র উদ্যোগ না নেওয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করে। বিষয়টি গর্হিত অপরাধ বলে জানায়। তারপরেই সুযোগ চালু হল।

গুজরাটে দুর্যোগে মৃত ১৪

আহমেদাবাদ, ৬ মে : ঝড়বৃষ্টি এবং বজ্রপাতে এক দিনে গুজরাটে ১৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। ঝড় এবং বৃষ্টিতে প্রচুর সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতিও হয়েছে।

গান্ধিনগর, ভদোদরা, মেহসানা জেলায় ঘণ্টায় ৫০-৬০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া চলে। সঙ্গে ভারী বৃষ্টি এবং বজ্রপাত। এই চার জেলায় ৪০ মিলিমিটার পর্যন্ত বৃষ্টি হয়েছে। আহমেদাবাদ, আনন্দ, খেড়া, দাহোড়, আরাবল্লি এবং ভদোদরায় মোট ১৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। এর মধ্যে শুধু খেড়া জেলায় চারজনের মৃত্যু হয়েছে। ভদোদরায় তিনজনের মৃত্যু হয়েছে। আহমেদাবাদ, দাহোড় এবং আরাবল্লিতে দু'জন করে মারা গিয়েছেন। ১৪ জনের মধ্যে বজ্রপাতে মৃত্যু হয়েছে ৩ জনের। বাড়ি চাপা পড়ে ২ জনের মৃত্যু হয়েছে।

যুদ্ধ প্রস্তুতি....শ্রীনগরে ডাল লেকে মহড়া। (নীচে) মহড়া জম্মুর স্কুলেও। মঙ্গলবার।

ট্রেন থেকে উধাও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মুর্মু, উদ্ধার অন্য ট্রেনে

ভোপাল, ৬ মে : কেন্দ্রীয় আদিবাসী বিষয়কমন্ত্রী জুয়েল ওরাঁও দিল্লির হজরত নিজামুদ্দিন স্টেশন থেকে ট্রেনে চেপে মধ্যপ্রদেশের জবলপুরে যাচ্ছিলেন। শনিবার গণ্ডোয়ানা এক্সপ্রেসে চেপেছিলেন তিনি। রবিবার দামোহ স্টেশনে কেন্দ্রীয়মন্ত্রীর সংরক্ষিত আসন শূন্য দেখে পুলিশ প্রশাসনে হইচই পড়ে যায়। তটস্থ হয়ে পড়েন রেল কর্তৃপক্ষ। রেলের আধিকারিক ও নিরাপত্তারক্ষীরা তল্লাশি অভিযান শুরু করে দেন। রেলের একটি সূত্র জানিয়েছে, তিন ঘণ্টা খোঁজাখুঁজির পর মন্ত্রীকে পাওয়া গিয়েছে।

ওড়িশার সুন্দরগড়ের সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জুয়েল ওরাঁও ৩ মে ট্রেনে চেপেছিলেন ঠিকই। কিন্তু শরীরে শর্করার মাত্রা কমে যাওয়ায় কিছু খাওয়ার জন্য রবিবার ভোরে ট্রেন থেকে নেমেছিলেন। ট্রেন তখন দামোহ স্টেশনে থেমেছিল। মন্ত্রী ভাবতে পারেননি ট্রেন ছেড়ে দেবে। ট্রেন চলতে দেখে তিনি পড়িমরি করে উঠতে গিয়ে পড়ে যান প্ল্যাটফর্মে। তাতে চোট পান। ওই সময় পাশের প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়েছিল সম্পর্কক্রান্তি এক্সপ্রেস। মন্ত্রী ওই অবস্থাতেই তাতে উঠে পড়েন।

এদিকে গন্ডোয়ানা এক্সপ্রেসের রেলকর্মীরা নির্ধারিত আসনে মন্ত্রীকে না পেয়ে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানালে বিভিন্ন ট্রেনের পাশাপাশি লাইনজুড়ে শুরু হয় ব্যাপক তল্লাশি। তিন ঘণ্টা পরে মন্ত্রীকে উদ্ধার করা হয় সম্পর্কক্রান্তি এক্সপ্রেস থেকে। জবলপুর সার্কিট হাউসে তাঁর চিকিৎসা হয়েছে।

সম্পত্তির হিসাব দিলেন বিচারপতিরা

নয়াদিল্লি, ৬ মে : বিচারব্যবস্থায় স্বচ্ছতা বাড়ানোর কথা মাথায় রেখে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্না সহ মোট ২১ জন বিচারপতি তাঁদের এবং তাঁদের স্ত্রীদের সম্পত্তির বিবরণ জনসমক্ষে প্রকাশ করেছেন। সোমবার রাতে সুপ্রিম কোর্টের ওয়েবসাইটে এই তথ্য প্রকাশিত হয়।

শীর্ষ আদালতে বর্তমানে দু'জন বাঙালি বিচারপতি রয়েছেন। তাঁদের সম্পত্তির হিসাব প্রতিবেদন প্রকাশের সময় পর্যন্ত প্রকাশ্যে আসেনি।

সুপ্রিম কোর্টে অনুমোদিত বিচারপতির সংখ্যা ৩৪ হলেও বর্তমানে একজনের পদ শূন্য রয়েছে। এপর্যন্ত ১২ জন বিচারপতি তাঁদের সম্পত্তির বিবরণ দেননি। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন বিচারপতি বিভি নাগরত্ন, জেকে মাহেশ্বরী, দীপঙ্কর দত্ত, মনোজ মিশ্র, আহসানউদ্দিন আমানুল্লাহ, অরবিন্দ কুমার, প্রশান্ত কুমার মিশ্র, সতীশচন্দ্র শর্মা, প্রসন্ন বি ভারালে, এন কোটিশ্বর সিং, আর মহাদেবন এবং জয়মাল্য বাগচী।

প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্না জানিয়েছেন, তাঁর নামে দক্ষিণ দিল্লিতে তিন বেডরুমের একটি ফ্ল্যাট, কমনওয়েলথ গেমস ভিলেজে চার বেডরুমের একটি ফ্ল্যাট এবং গুরগাঁওয়ের সিসপাল বিহারে একটি চার বেডরুমের ফ্ল্যাটে ৫৬ শতাংশ মালিকানা রয়েছে। এছাড়া হিমাচলপ্রদেশের ডালহৌসিতে একটি পারিবারিক সম্পত্তিতে অংশীদারিও রয়েছে তাঁর। প্রধান বিচারপতির ব্যাঙ্ক ও স্থায়ী আমানতে রয়েছে ৫৫.৭৫ লক্ষ টাকা, পাবলিক প্রভিডেন্ট ফান্ডে ১.০৬ কোটি টাকা এবং জেনারেল প্রভিডেন্ট ফান্ডে ১.৭৮ কোটি টাকা। তাঁর কোনও ঋণ বা দেনা নেই।

পরবর্তী প্রধান বিচারপতি হিসাবে নিযুক্ত বিচারপতি ভূষণ রামকৃষ্ণ গাভাইয়ের কাছে ব্যাংকে ১৯.৬৩ লক্ষ টাকা ও পিপিএফে ৬.৫৯ লক্ষ টাকা রয়েছে। তাঁর নামে মুম্বইয়ের বান্দ্রা, দিল্লির ডিফেন্স কলোনি ও মহারাষ্ট্রের অমরাবতীতে কয়েকটি ফ্ল্যাট এবং কৃষিজমি রয়েছে, যার কিছু অংশ পৈতৃক সূত্রে প্রাপ্ত।

চণ্ডীগড়, দিল্লি ও হরিয়ানার বিভিন্ন স্থানে একাধিক বাসা ও কৃষিজমি রয়েছে বিচারপতি সূর্য কান্তের। বিচারপতি এএস ওকা (যিনি ২৪ মে অবসর নেবেন) জানিয়েছেন, তাঁর পিপিএফে রয়েছে ৯২.৩৫ লক্ষ টাকা, এফডিতে ২১.৭৬ লক্ষ টাকা এবং তাঁর নামে একটি মারুতি বালেনো গাড়ি ও ৫.১ লক্ষ টাকার গাড়ি বাবদ ঋণ রয়েছে।

বিচারপতি বিক্রম নাথ নয়ডায় একটি ফ্ল্যাট, এলাহাবাদে একটি বাংলো ও উত্তরপ্রদেশে পৈতৃক কৃষিজমির মালিক। তাঁর বিনিয়োগের পরিমাণ ১.৫ কোটি টাকা।

সবচেয়ে আলোচিত তথ্য হল বিচারপতি কেভি বিশ্বনাথনের সম্পত্তি। তাঁর বিনিয়োগের পরিমাণ ১২০ কোটি টাকা এবং গত ১০ বছরে তিনি ৯১ কোটি টাকা কর দিয়েছেন। দিল্লির সফদরজং ও গুলমোহর পার্ক এলাকায় একাধিক বিল্ডার ফ্ল্যাটে তাঁর ও তাঁর স্ত্রীর যৌথ মালিকানা রয়েছে।

অবৈধ বাসিন্দাদের টাকার টোপ ট্রাম্পের

ওয়াশিংটন, ৬ মে : এই নিন হাজার ডলার আর প্লেনের টিকিট। প্লিজ দেশে ফিরে যান!

অনেকটা এভাবেই আমেরিকায় অবৈধ বসবাসকারীদের টাকার টোপ দিয়ে দেশ ছাড়তে বললেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। সোমবার হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগ (ডিএইচএস) জানিয়েছে, যুক্তরাষ্ট্র থেকে স্বেচ্ছায় নিজের দেশে ফিরতে ইচ্ছুক অভিবাসীদের এক হাজার ডলারের ভাতা ও ভ্রমণ খরচে সহায়তা দেওয়া হবে।

ডিএইচএস জানিয়েছে, স্বেচ্ছায় যুক্তরাষ্ট্র ত্যাগ করা অভিবাসীদের এই ভাতা ও সম্ভাব্য বিমানভাড়ার খরচ জোরজার করে দেশে ফেরত পাঠানোর তুলনায় অনেক কম। বর্তমানে কোনও বেআইনিভাবে বাসিন্দাকে গ্রেপ্তার, আটক ও দেশে ফেরত পাঠাতে গড়ে প্রায় ১৭ হাজার ডলার খরচ হয়।

ট্রাম্প প্রশাসন বসবাসকারী বিদেশিদের স্বেচ্ছায় দেশত্যাগে উৎসাহ দিতে কয়েকটি কৌশল নিয়েছে। তারা ইঙ্গিত দিয়েছে, স্বেচ্ছায় দেশ না ছাড়লে মোটা জরিমানা, বৈধ অভিবাসন মর্যাদা কেড়ে নেওয়া এমনকি তাদের গুয়ান্তানামো বে ও এল সালভাদরের মতো কুখ্যাত কারাগারে পাঠানো হতে পারে।

ডিএইচএসের সচিব ক্রিস্টি নোয়েম বলেছেন, 'যদি আপনি অবৈধভাবে যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থান করে থাকেন, তাহলে গ্রেপ্তার এড়াতে সবচেয়ে নিরাপদ, সহজ ও সাশ্রয়ী উপায় হল নিজে যুক্তরাষ্ট্র ত্যাগ করা।'

চলতি বছরের মার্চে ট্রাম্প প্রশাসন 'সিবিপি হোম' নামে একটি নতুন অ্যাপ চালু করেছে, যা অভিবাসীদের স্বেচ্ছায় যুক্তরাষ্ট্র ছেড়ে যেতে সহায়তা করবে। এই অ্যাপটি আগে 'সিবিপি ওয়ান' নামে পরিচিত ছিল এবং বাইডেন প্রশাসনের অধীনে তা অভিবাসীদের যুক্তরাষ্ট্রে বৈধভাবে প্রবেশে সহায়তা করত। ট্রাম্প প্রশাসন এখন এটি নিজ থেকে দেশত্যাগের প্রক্রিয়া সহজ করার কাজে ব্যবহার করছে।

আত্মহত্যা সুপ্রিম প্রশ্ন

নয়াদিল্লি, ৬ মে : অতি সম্প্রতি খড়্গপুর আইআইটিতে ২২ বছরের এক শিক্ষার্থী আত্মহত্যা করেছেন। রাজস্থানের কোটায় এক নিট পরীক্ষার্থীর মৃত্যুর ঘটনা প্রকাশ্যে এসেছে। এই জোড়া মৃত্যুতে কি এফআইআর দায়ের করা হয়েছে? মঙ্গলবার তা জানতে চাইল সুপ্রিম কোর্ট। বিচারপতি জে পারদিওয়ালা ও বিচারপতি আর মহাদেবনের বেঞ্চ দুটি ঘটনার রিপোর্ট চেয়ে পাঠিয়েছে। খড়্গপুরের ঘটনাটি ঘটেছে ৪ মে। সর্বোচ্চ আদালত জানিয়েছে, সংবাদমাধ্যম থেকে জানা গিয়েছে, মৃত্যুর কিছুক্ষণ আগে ছেলেটি ভিডিওকলে দিল্লির এক বন্ধুর সঙ্গে কথা বলেছিল। এটা দুর্ভাগ্যজনক। সে আত্মঘাতী

হয় ছাত্রাবাসে। শীর্ষ আদালত জানিয়েছে, তারা নিশ্চিত হতে চায় যে, খড়্গপুর কর্তৃপক্ষ স্থানীয় থানায় এফআইআর দায়ের করেছেন কি না। কোটার অষ্টাদশী পরীক্ষার্থীর মৃত্যু নিয়ে চলতি বছরে সেখানে আত্মঘাতীর সংখ্যা ১৪।

ইডির হানা

আহমেদাবাদ, ৬ মে : ওয়াকফ সম্পত্তির অপব্যবহারের অভিযোগে গুজরাটের ন'টি জায়গায় মঙ্গলবার অভিযান চালাল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। সম্প্রতি গুজরাট থেকে পাঁচজন গ্রেপ্তার হয়েছে। আর্থিক তছরুপ প্রতিরোধ আইনে এবার তাদের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করল ইডি। অভিযোগ, তারা গুজরাট ওয়াকফ বোর্ডের অধীনে নিবন্ধিকৃত আহমেদাবাদের দুটি ট্রাস্টের সদস্য বলে নিজেদের পরিচয় দিয়ে মানুষকে ভুল বুঝিয়ে ওয়াকফের জমিতে নির্মিত বাড়ি, দোকানের ভাড়া নিয়েছেন। সেই অর্থ কিন্তু ট্রাস্টকে দেননি। আহমেদাবাদের ডেপুটি পুলিশ কমিশনার ভরত রাঠোর জানিয়েছেন, দু'টি ট্রাস্টের পাঁচ হাজারেরও বেশি বর্গফুট জমিতে বেআইনি নির্মাণের অভিযোগ রয়েছে পাঁচজনের বিরুদ্ধে।

বন্ধ কোরো না পাখা...নয়াদিল্লির বাগানে গ্রীষ্মের অপরাহ্ণে। মঙ্গলবার।

দেশে খালেদা

ঢাকা, ৬ মে : লন্ডনে চিকিৎসা করিয়ে ৪ মাস পর বাংলাদেশে ফিরলেন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী তথা বিএনপির চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়া। তবে তিনি এলেও তারেক রহমান এবারও দেশে ফেরেননি। যদিও মনে করা হয়েছিল, তারেক এবার মায়ের সঙ্গেই বাংলাদেশে ফিরবেন। তারেক না এলেও তাঁর স্ত্রী জোবাইদা রহমান বাংলাদেশে ফিরেছেন। ঢাকায় ফিরে দেশবাসীকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন খালেদা। মঙ্গলবার সকাল ১০টা ৪০ মিনিটে খালেদা জিয়াকে বহনকারী কাতারের আমিরের পাঠানো রয়্যাল এয়ার অ্যাম্বুল্যান্সটি ঢাকার হজরত শাহজালাল

আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করে। তাঁকে দেশে স্বাগত জানান বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সহ দলের অন্যান্য শীর্ষ নেতা।

বিমানবন্দর থেকে বেলা ১১টা ২৫ মিনিটে ফিরোজার উদ্দেশে রওনা দেন খালেদা। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীকে শুভেচ্ছা জানাতে রাস্তার দুই পাশে নেতাকর্মীদের ঢল নামে। বিমানবন্দর থেকে দুপুর ১টা ২৫ মিনিটে গুলশানের বাসভবনে পৌঁছোন খালেদা। সোমবার খালেদা-পুত্র তারেক রহমান নিজেই গাড়ি চালিয়ে মাকে নিয়ে আসেন হিথরো আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে। ১৭ বছর ধরে প্রবাসে অবস্থান করা বড় ছেলে তারেক রহমান মা এবং স্ত্রী জোবাইদা রহমানকে বিদায় দেন। খালেদা জিয়ার ব্যক্তিগত চিকিৎসক ডা. জাহিদ সাংবাদিকদের জানান, শারীরিক এবং মানসিকভাবে অনেকটা সুস্থ হয়ে ফিরেছেন বিএনপি সুপ্রিমো।

ফাঁসে চিন্ময়

নিজস্ব সংবাদদাতা, ঢাকা, ৬ মে : পুলিশের কাজে বাধা দেওয়া সহ চারটি মামলায় সনাতনী জাগরণ জোটের মুখপাত্র চিন্ময়কৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারীকে গ্রেপ্তার দেখানোর নির্দেশ দিয়েছে চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটান ম্যাজিস্ট্রেট আদালত। মঙ্গলবার শুনানি শেষে আদালত থেকে বেরিয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়েছিলেন সহকারী পাবলিক প্রসিকিউটর মহম্মদ রায়হানুল ওয়াজেদ চৌধুরী। তিনি জানিয়েছেন, কোতোয়ালি থানার পুলিশের কাজে বাধা দেওয়া, আইনজীবী ও বিচারপ্রার্থীদের ওপর হামলা সহ মোট চার মামলায়

চিন্ময়কৃষ্ণ দাসকে গ্রেপ্তার দেখানোর আবেদন করেছিলেন মামলার তদন্তকারী আধিকারিকরা। চিন্ময়কৃষ্ণ দাস জেল থেকে ভার্চুয়াল মাধ্যমে শুনানিতে যুক্ত ছিলেন। শুনানি শেষে চার মামলায় গ্রেপ্তার দেখানোর নির্দেশ দিয়েছে আদালত।

হাইপ্রোফাইল মামলার কারণে এদিন সকাল থেকে চট্টগ্রাম আদালত চত্বর ও জেলে নিরাপত্তাব্যবস্থা জোরদার করা হয়। গত ২৬ নভেম্বর চট্টগ্রাম আদালত রাষ্ট্রদ্রোহ মামলায় গ্রেপ্তার হওয়া চিন্ময়কৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারীর জামিন খারিজ করে দেওয়ার পর জেলে পাঠানোর জন্য তাঁকে প্রিজন ভ্যানে তোলা হয়েছিল। সেইসময় পুলিশ-জনতা সংঘর্ষ হয়। পিটিয়ে ও কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছিল আইনজীবী সাইফুলকে। এই ঘটনায় নিহতের বাবা জামালউদ্দিন ৩১ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন।

সংরক্ষণ ট্রেনের কামরার মতো : সুপ্রিম কোর্ট

নয়াদিল্লি, ৬ মে : জনগণনার সঙ্গেই দেশজুড়ে জাতিগণনা করা হবে বলে জানিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। মোদি সরকারের ওই পদক্ষেপকে কংগ্রেস সহ ইন্ডিয়া জোট স্বাগত জানালেও কবে ও কীভাবে তা করা হবে সেই প্রশ্ন তুলেছে তারা। পাশাপাশি জাতিগণনার দশা মহিলা সংরক্ষণ বিলের মতো হবে কি না, সেই সংশয়ও প্রকাশ করেছে বিরোধী দলগুলি। এই নিয়ে দেশজুড়ে চর্চার মধ্যেই মঙ্গলবার একটি মামলায় সুপ্রিম কোর্ট বলেছে, এই দেশে জাতভিত্তিক সংরক্ষণ হল ট্রেনের একটি কামরার মতো। যাঁরা একবার কামরায় উঠে যান তাঁরা অন্যদের আর সেখানে উঠতে দেন না।

চলতি বছরের শেষে দেশের প্রধান বিচারপতি হওয়ার কথা বিচারপতি সূর্য কান্তের। মহারাষ্ট্রের স্থানীয় নির্বাচনে (পুর ও পঞ্চায়েত নির্বাচন) ওবিসিদের জন্য সংরক্ষণ সংক্রান্ত একটি মামলার শুনানিতে এদিন তিনি ওই পর্যবেক্ষণ করেন। ২০১৬-১৭ সালে মহারাষ্ট্রে শেষবার স্থানীয় নির্বাচন হয়েছিল। মহারাষ্ট্র সরকার ওবিসিদের জন্য ২৭ শতাংশ সংরক্ষণের যে অর্ডিন্যান্স জারি করেছিল, ২০২১ সালে সেটি খারিজ করে দিয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট। এদিন বিচারপতি সূর্য কান্ত ও বিচারপতি এনকে সিংয়ের বেঞ্চে মামলাটির শুনানি হয়। মামলাকারীদের আইনজীবী গোপাল শংকরনারায়ণ বলেন, রাজনৈতিকভাবে ওবিসিদের সামাজিক বা শিক্ষাগত ক্ষেত্রে অনগ্রসরদের সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া যায় না। ওবিসি মানেই তিনি

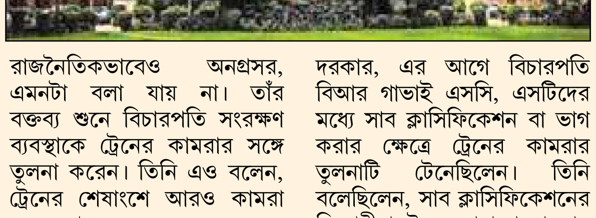

রাজনৈতিকভাবেও অনগ্রসর, এমনটা বলা যায় না। তাঁর বক্তব্য শুনে বিচারপতি সংরক্ষণ ব্যবস্থাকে ট্রেনের কামরার সঙ্গে তুলনা করেন। তিনি এও বলেন, ট্রেনের শেষাংশে আরও কামরা যুক্ত করা হচ্ছে।

এই ব্যাপারে মনে রাখা দরকার, এর আগে বিচারপতি বিআর গাভাই এসসি, এসটিদের মধ্যে সাব ক্লাসিফিকেশন বা ভাগ করার ক্ষেত্রে ট্রেনের কামরার তুলনাটি টেনেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, সাব ক্লাসিফিকেশনের বিরোধীরা ট্রেনের সাধারণ কামরার একজন যাত্রীর মতো আচরণ করছেন। যাঁরা কামরার বাইরে ছিলেন তাঁরা সাধারণ কামরায় ওঠার জন্য লড়াই করছিলেন। একবার ভিতরে ঢুকতে পেরেই তাঁরা অন্যদের ওই কামরায় ওঠা বন্ধ করতে সবরকমের চেষ্টা করছেন। এদিন শীর্ষ আদালত বলেছে, ২০২২ সালে বান্তিয়া কমিশনের রিপোর্ট জমা পড়ার আগে মহারাষ্ট্রে সংরক্ষণ সংক্রান্ত যে আইন ছিল, সেই অনুযায়ী নির্বাচন করাতে হবে।

আগামী চার মাসের মধ্যে রাজ্যের নির্বাচন কমিশনকে স্থানীয় নির্বাচনের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের নির্দেশও দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। তবে অতিরিক্ত সময় লাগলে কমিশন আদালতের কাছে আবেদন করতে পারবে বলে জানিয়ে দিয়েছেন বিচারপতিরা।

তামিল নামের আর্জি স্ট্যালিনের

চেন্নাই, ৬ মে : হিন্দি আগ্রাসনের প্রবল বিরোধী তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এমকে স্ট্যালিন এবার মাতৃভাষাকে নিজের জীবনযাত্রার মধ্যে মিশিয়ে ফেলার বার্তা দিলেন। তামিল অস্মিতা উসকে দিতে তিনি রাজ্যবাসীকে শিশুর নামকরণ, ব্যবসায় আরও সচেতনভাবে তামিল ভাষা ব্যবহারের আবেদন জানিয়েছেন।

সোমবার এক অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, 'যখনই আমি কোনও বিয়ের অনুষ্ঠানে যাই, দম্পতিদের অনুরোধ করি তাঁদের আগামী সন্তানের একটি সুন্দর তামিল নাম রাখুন।'

মুখ্যমন্ত্রী স্ট্যালিন বলেছেন, 'আমরা তামিলনাড়ুতে বসবাস করলেও প্রায়ই নামকরণের সময়, উত্তর ভারতীয় বা ইংরেজি নাম বেছে নিই। তামিলনাড়ুর মানুষের কাছে আমার অনুরোধ, ওই সমস্ত নাম না রেখে সন্তানদের তামিল নাম রাখুন।' দোকানদারদের কাছে তাঁর আবেদন, 'দোকান আপনাদের সন্তানের মতো। দোকানের নাম ইংরেজিতে থাকলে তামিলে বদলান। কিছু অনন্য তামিল শব্দ দোকানের পরিচিত বাড়ায়।'

তামিলনাড়ুতে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি এডিএমকে-র সঙ্গে জোট গড়ে লড়বে। এই জোটের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে তামিল অস্মিতাকে হাতিয়ার করতে চাইছেন ডিএমকে নেতা।

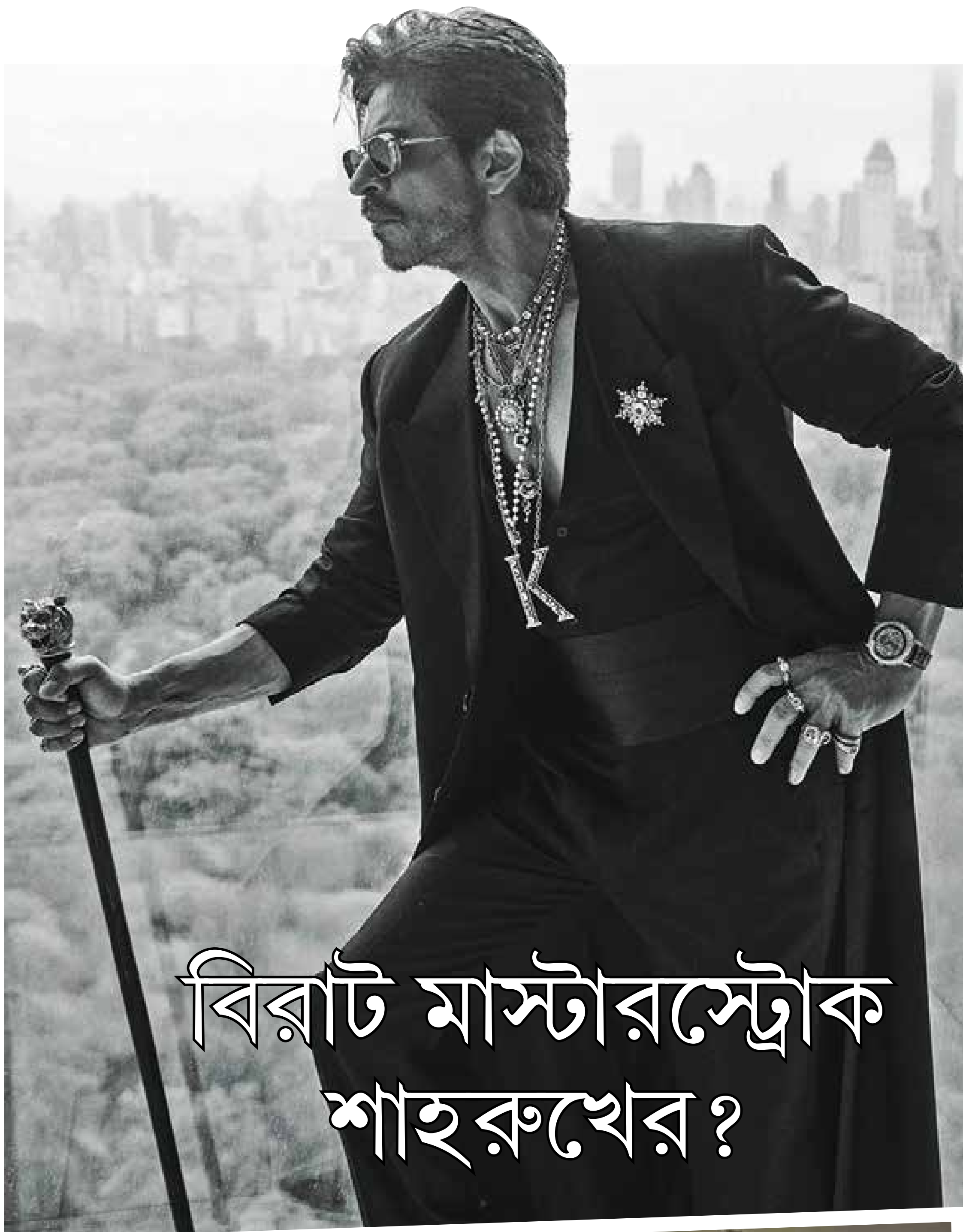

বিরাট মাস্টারস্ট্রোক শাহরুখের?

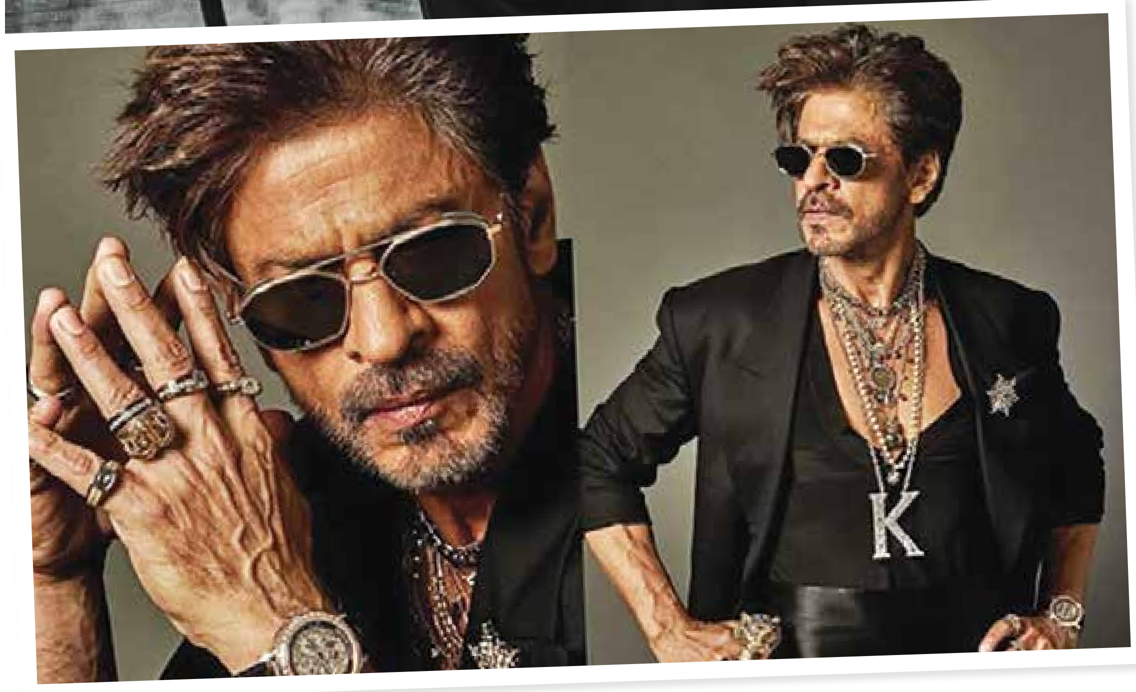

শাহরুখ খান এই প্রথম মেট গালাতে গিয়ে দাঁড়ালেন। এ খবর নতুন নয়। বহু-বহু বছর বাদে প্রিয়াংকা চোপড়ার সঙ্গে একই মঞ্চ শেয়ার করলেন তিনি। এই খবরও নতুন নয়। প্রিয়াংকা চোপড়া তাঁর স্টাইল এবং ফ্যাশন দিয়ে মেট গালা মাতিয়ে এসেছেন বরাবরের মতো, এ খবরও সকলেই জানে। নিজের হবু সন্তানের গর্ভ নিয়ে গর্ব ভরে মেট গালা জিতে নিলেন কিয়ারা আদবানি, তাও আর নতুন করে বলার কী আছে?

তাহলে? হ্যাঁ, এখানেই আসবে প্রশ্ন–তাহলে নতুন খবরটা কী? নতুন কথা হল যে, শাহরুখ খান আসলে তাঁর নামে এক সুপার ডুপার নিউ জুয়েলারি ব্র্যান্ড আনতে চলেছেন। মেট গালাতে তাঁর যে লুকটা সামনে এসেছে, দেখেছেন নিশ্চয়ই। এতদিন বলিউডের জুয়েলারি ম্যান বলতে একজনই ছিলেন–বাপ্পি লাহিড়ি। কিন্তু এখন শাহরুখ খান। গলায় যতগুলো হার পরে মেট গালায় গিয়েছেন বাদশা, সেই হারগুলো এমনি এমনি পরেননি।

এমন একটা অদ্ভুত লুকে এর আগে কখনো দেখা যায়নি তাঁকে। জুয়েলারি ম্যান-এর সঙ্গে শাহরুখের কোনও সম্পর্ক নেই। তাঁর কোনও ছবিতেই এমন কোনও চরিত্রে অভিনয় করেননি তিনি। তাহলে? যে লুকে লোকজন তাঁকে চেনে, সেই লুকটা সরালেন কেন? এর পিছনে একটা বেশ জোরদার বিশ্লেষণ উঠে আসছে। শাহরুখ খান কোনও কাজই এমনি এমনি করেন না। তাঁর প্রত্যেক কাজের পিছনে কোনও না কোনও উদ্দেশ্য থাকে। তাহলে এখানে উদ্দেশ্যটা কী? বলিউডের বিশ্লেষকরা বলছেন, শাহরুখ খান হয়তো নিজের নামে নতুন একটা ব্র্যান্ড আনতে চলেছেন। জুয়েলারি ব্র্যান্ড। তার আগে চুপচাপ নিজের সেই স্টাইল স্টেটমেন্টটা লোকজনকে দেখিয়ে গেলেন। তাঁর সঙ্গে নাকি ইতিমধ্যে কোনও বড় এক জুয়েলারি কোম্পানির কথাবার্তা শুরু হয়েছে। যদিও শাহরুখ খান নিজে এই ব্যাপারে একেবারে নীরব। বরাবরের মতো হাসছেন। কিন্তু সব্যসাচী মুখার্জির ডিজাইন তাঁকে যে অবতারে সাজিয়েছে, সেই অবতারের জল বহুদূর গড়াবে বলে শাহরুখের অনুরাগীরা বিশ্বাস করেন।

ইতিহাস গড়লেন অন্তঃসত্ত্বা কিয়ারা

নিজে রেড কার্পেটে হাঁটেননি, কিন্তু অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী কিয়ারা আডবানিকে একেবারে আগলে রেখে দিলেন সিদ্ধার্থ মালহোত্রা। কিয়ারার এটাই প্রথম মেট গালা পদার্পণ। বেবি বাম্প প্রকাশ করেই ছবি তুলেছেন। নিজে ফ্যানদের সঙ্গে ছবি দিয়েছেন হাসিমুখে, তারপর মেট-এর মঞ্চে নিয়ে গিয়েছেন স্ত্রীকে। দুজনে একসঙ্গে ছবি তুলেছেন। কিয়ারার পুরো লুক-এর ছবি দিয়েছেন, ক্যাপশন করেছেন মেট-এর আগের মুহূর্ত। কিয়ারা পরেছিলেন গৌরব গুপ্তার ডিজাইন করা পোশাক। প্রয়াত ফ্যাশন ডিজাইনার অন্দ্রে লিয়ন ট্যালের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করেই তাঁর পোশাক ডিজাইন করা হয়েছে। কালো গাউন আর গোল্ডপ্লেটেড ব্রেস্টপ্লেট-এ তিনি সেজেছিলেন। তাঁর নখসজ্জা এবং আঙুলে পরা সোনার গয়নাও নজর কাড়া ছিল। চুলের সাজও ছিল অসাধারণ। তাঁর পোশাকের সঙ্গে কান-এ ঐশ্বর্য রাইয়ের পোশাকের তুলনা শুরু হয়েছে। অনুগামীরা বলছেন, সব ঠিক আছে, পার্থক্য শুধু উনিশ-বিশের। মেট গালায় প্রথম পা রাখা নিয়ে কিয়ারা বলেছেন, 'এই অবস্থায়, মেট গালাতে আমার আসা শিল্পী হিসেবে এবং ভাবি মা হিসেবে ভীষণ স্পেশাল।' কিয়ারা এর কৃতিত্ব দিয়েছেন তাঁর ডিজাইনার গৌরবকেও।

মেট গালায় ওঁরা দুজন

প্রেম হয়েছিল। বিয়েও হয়েছিল—শাহরুখ খান ও প্রিয়াংকা চোপড়া সম্পর্কে এসব কথা আজ অতীত। তবু দুজনকে একসঙ্গে দেখলে বেশ রোমাঞ্চ হয় দু-তরফের অনুগামীদের। যদিও রোমাঞ্চিত করার জন্য নয়। তবুও শাহরুখ খান ও প্রিয়াংকা চোপড়া এক মঞ্চে এলেন—তবে একসঙ্গে নয়, আলাদা আলাদাই। ঘটনাটি ঘটল মেট গালায়। চলতি বছরের এই মেগা ফ্যাশন ইভেন্টে ভারতের প্রথম পুরুষ তারকা হিসেবে শাহরুখ নেট গালায় পা রাখলেন । ডিজাইনার সব্যসাচী মুখোপাধ্যায়ের ডিজাইনের পোশাক পরে তিনি মঞ্চ মাতালেন। অন্যদিকে প্রিয়াংকা আগেও এসেছেন এবং এই মঞ্চে তিনি পরিচিত ও প্রত্যাশিত মুখ। অদ্ভুতভাবে দুই প্রাক্তনের পোশাকের বেশ মিল দেখেছে অনুরাগীরা। মনে করা হচ্ছে, ঘটনা কী কাকতালীয় না কি ইচ্ছাকৃত! দুই তারকার রেড কার্পেটের ছবি নেটে আসতেই নজরে আসে দুজনের পোশাকের মিল। ২০০৭-এ ডন ছবিটি প্রোমোট করতে গিয়ে দুজন এভাবেই আসেন। সেটা পোলো ম্যাচ ছিল। পরে ২০১১-তে ডন ২-তেও দুজনে একসঙ্গে ছিলেন, পরে অবশ্য আর একসঙ্গে কাজ করননি। ২০২৫-এর মেট গালায় পিগি পরেছিলেন সাদা-কালো পলকা ডট সম্বলিত হল্টারনেক পোশাক, শাহরুখ ছিলেন কালো সুটে। এসব দেখেই কমেন্ট বক্সে মন্তব্যের ঝড় উঠেছে। অধিকাংশের বক্তব্য, এটা অ্যাক্সিডেন্ট নয়। ডন ও রোমা-র রিইউনিয়ন। এই সাক্ষাৎকে তাঁরা নাম দিয়েছেন যব দে মেট। তবে দুই তারকা নিজেদের মধ্যে কথোপকথন সারেননি।

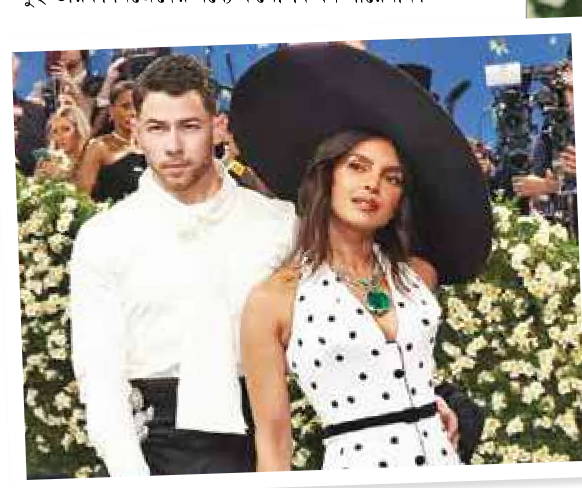

শাহরুখ পরেছিলেন কালো ব্লেজার, মানানসই ট্রাউজারস, সঙ্গে ছিল ক অক্ষর খোদিত নেকলেস এবং আরও নেকপিস। এবারের থিম সুপারফাইন: টেলারিং ব্ল্যাক এবং এর সঙ্গে তাঁর সাজ বেশ মানিয়েছিল। পিগি পরেছিলেন বালমেইন সাদা-কালো পলকা ডট ব্লেজার ও মেঝে ছুঁয়ে থাকা স্কার্ট, সঙ্গে পান্নার নেকলেস, মাথায় কালো টুপি, । তাঁর থিম ছিল টেলারড ফর য়্যু এবং তিনিও তাতে দারুণ মানিয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন নিক জোনাস।

পাকিস্তানি অভিনেত্রীর ধমক জাভেদ আখতারকে

পহলগামে পর্যটক হত্যার পর জাভেদ আখতার কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আবেদন জানান, এর বিরুদ্ধে যেন একটি শক্তিশালী পদক্ষেপ নেওয়া হয়। তার প্রত্যুত্তরে পাকিস্তানের অভিনেত্রী বুসরা আনসারি বলেছেন, 'আমাদের তথাকথিত গীতিকার, যে কোনও অজুহাতে যা খুশি বলেন। এক সময় মুম্বাইয়ে থাকার জায়গা পেতেন না, নিজের অস্তিত্বের জন্য উনি কথা বলতেই পারেন। আপনার তো মরবার সময় হয়ে এল, এবার চুপ করুন। নাসিরুদ্দিন শাহও তো আছেন, কিছু বলছেন?' পহলগামের আক্রমণের পর এক সংবাদ সংস্থাকে সাক্ষাৎকার দিতে গিয়ে জাভেদ বলেছেন, 'এই আক্রমণের ঘটনা বারবার ঘটছে। আমি কেন্দ্রীয় সরকারের কছে অনুরোধ করছি এর একটা শক্তিশালী পদক্ষেপ করার জন্য। দু-দেশের মধ্যে কোনও উষ্ণতা বা বন্ধুত্ব বেঁচে আছে বলে মনে হয় না। এই বিষয়ে নতুন করে ভাবার এটাই উপযুক্ত সময়।

মহারাজের সাজে দিলজিৎ

নিউ ইয়র্কের মেট গালার রেড কার্পেটে হাঁটলেন গায়ক-অভিনেতা দিলজিৎ দোসাঞ্জ। প্রবাল গুরুংয়ের ডিজাইন করা পাগড়ি, কুর্তা পরে 'পাঞ্জাবি' হয়েই তিনি হাজির হলেন আমেরিকায়, নিজের ভারতীয়ত্ব পূর্ণ মাত্রায় বজায় রেখে। তাঁর গলার হারে হিরে বসানো, পাগড়ি ও কৃপাণ রত্নখচিত। দিলজিৎ জানান, তিনি মহারাজ ভূপিন্দর সিংয়ের পাতিয়ালা নেকলেসের দ্বারাই অনুপ্রাণিত। শো শেষে তিনি ইন্সটায় ছবি পোস্ট করেন। সঙ্গে লেখেন, আমি পাঞ্জাবি, আমি আমার পাগড়ি, আমার সংস্কৃতি আমার ভাষা নিয়ে এলাম এখানে। ধন্যবাদ সবাইকে।

সেরা পঞ্চাশে শুভায়ন

'ওয়েভস'। সম্প্রতি আরবসাগরের তীরে আছড়ে পড়ল। তার জল এসে মিশেছে 'সুবর্ণরেখায়'। ভারত সরকারের তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রক দ্বারা আয়োজিত ও এনএফডিসির এর তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত ওয়েভস ফিল্ম পোস্টার কম্পিটিশন। ঋত্বিক ঘটকের কালজয়ী সিনেমা সুবর্ণরেখার ডিজিটাল প্রচ্ছদ বানিয়ে সেরা ৫০ প্রচ্ছদশিল্পীর তালিকায় নাম লেখালেন আকাশবাণী কলকাতার অনুষ্ঠান আধিকারিক শুভায়ন বালা। মুম্বাইতে আয়োজিত ওয়েভস্ ফেস্টিভ্যালে সেরা প্রচ্ছদগুলি দর্শকদের জন্য তুলে ধরা হয়। শুভায়ন জানান, 'নানা পেশাগত কাজের ফাঁকে প্রচ্ছদের জন্য সময় বের করা আমার অন্যতম পছন্দের কাজ। ভালো লাগছে যে এবার চেনা ছকের বাইরে কোনও কাজ করে সেখানে সাফল্য পেলাম। স্বভাবতই, আমার সঙ্গে সঙ্গে আমার প্রতিষ্ঠানের প্রত্যেকেই এই সাফল্যে আনন্দিত।'

হলিউডকে হারিয়ে দিলেন মোহনলাল

মালয়লম মোহনলাল একাই হলিউডকে হারিয়ে দিলেন। তাও আবার দেশের মাটি নয়। পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চলে এই অঘটন ঘটেছে। অবশ্য এই প্রথম নয়, সংযুক্ত আরব আমিরশাহিতে এর আগেও বক্স অফিসের চেহারা বদলে দিয়েছিলেন মোহনলাল। তাঁর থুডারুম ছবিটি এখন সেখানে মার্ভেলকে হারিয়ে দিয়েছে। মোহনলাল বলেন যে, এই আরব আমিরশাহি আসলে তাঁর দ্বিতীয় ঘর। এখানে তাঁর নামে লাখ লাখ টাকার টিকিট বিক্রি হয়। বক্স অফিসকে একাই নিয়ন্ত্রণ করেন মোহনলাল। তাঁর সঙ্গে এখানে কারও টক্কর চলে না। কিন্তু মার্ভেল স্টুডিও বিশ্বজুড়ে তাদের নতুন ছবির কথা যখন ঘোষণা করল, তখন তো তারা থুডারুম-এর কথা জানত না। ফলে মুক্তির সময়ও কোনও সমস্যা হয়নি। কিন্তু সমস্যাটা হল, এই ছবিটি মুক্তির পরে। মোহনলাল আবার তাঁর স্বমহিমায়। প্রথম সপ্তাহের শেষে আশি হাজার ডলারের ওপর বিক্রি। এই ফলাফলের কাছে মার্ভেল অনেকটাই ব্যাকফুটে।

একনজরে সেরা ৫

কার্তিকের বদলে

করণ জোহারের ছবি দোস্তানা ২ নিয়ে নতুন খবর। কার্তিক আরিয়ানের জায়গায় বিক্রান্ত মাসে আসতে পারেন। প্রাথমিক কথাবার্তা হয়েছে দুজনের। প্রথম দোস্তানার এই সিক্যুয়েলে কার্তিকের থাকার কথা ছিল, কিন্তু করণ-কার্তিকের ঠান্ডা লড়াইয়ে সে সম্ভাবনা নষ্ট হয়। ছবির অন্য নায়ক প্রথম থেকেই ছিলেন লক্ষ্য লালওয়ানি। কার্তিক-করণ একসঙ্গে নাগাজিলা করছেন।

১০০ কোটির পথে

অজয় দেবগণ, রীতেশ দেশমুখ অভিনীত রেইড ২, ১০০ কোটির ওপর ব্যবসা করেছে বিশ্বজুড়ে। প্রথম সপ্তাহান্তে ওভারসিজে সাড়ে ১৩ কোটি, ভারতে ৮৪. ৭৫ কোটি অর্থাৎ সব মিলিয়ে ৯৮.২৫ কোটির ব্যবসা করেছে। পঞ্চম দিনের রোজগার ৫ কোটির ওপর, তাই রেইড ২-এর ব্যবসা ১০৬ কোটির ওপর হয়েছে।

যিশু বললেন

ইন্ডাস্ট্রিতে প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের জন্য তাঁর কেরিয়ার শেষ হয়েছে—এই অভিযোগের উত্তরে যিশু সেনগুপ্ত বলেছেন, আমি বুম্বাদাকে ভালোবাসি। ও আমাকে ওর ভাই হতে বাধ্য করেনি, আমি তেমন রোল বেছে নিয়েছি। আর যদি ধরে নিই, ও আমার রোল বাদ দিয়েছে, তাহলে সেই জায়গায় ও পৌঁছোতে পেরেছে বলে করেছে। আমি যেতে পারেনি।

সেরা রুক্মিণী

বিনোদিনী এক নটীর উপাখ্যান-এ বিনোদিনী হয়ে ১৫তম দাদাসাহেব ফালকে ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে সেরা অভিনেত্রী হলেন রুক্মিণী মৈত্র। এ খবর দিয়েছেন ছবির প্রযোজক দেব। ২০১৯-এ এই ছবির প্রস্তাব পাবার পর থকেই এই চরিত্রের জন্য বিশেষ নাচ শিখেছেন, সুদীপ্তা চক্রবর্তীর কাছে অভিনয়ের তালিম নিয়েছেন। ছবির পরিচালক রামকমল মুখোপাধ্যায়।

আবার দুজন

১৭ বছর পর অক্ষয়কুমার ও সইফ আলি খানকে একসঙ্গে দেখা যাবে একটি ছবিতে। 'ওপ্পম' শীর্ষক মালায়ালি ছবির রিমেক হবে এটি। সইফ নায়ক এবং সম্ভবত অক্ষয় খলনায়ক হবেন। আগামী অগাস্ট মাস থেকে হয়তো শুটিং শুরু হবে। মুক্তি পেতে পারে আগামী বছর।

MAYA DIAGNOSTIC
ISO 9001 : 2015 CERTIFIED DIAGNOSTIC CENTER
LOWEST PRICE
SAME DAY REPORT DELIVERY
OUR SERVICES
FIBRO SCAN ● MRI ● CT SCAN
NABL Accredited Lab
ASRAMPARA, SILIGURI
CALL - 84369-71546 / 0353-3569195

আজ শহরে

■ সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টায় দীনবন্ধু মঞ্চে শিলিগুড়ি বাজার ওপেন সিক্রেটের উদ্যোগে চতুর্থ তরাই নাট্য উৎসব ২০২৫-এ তৃতীয় দিনের নাটক অমিতাভ দত্তের নির্দেশনায় কলকাতা গণকৃষ্টির প্রযোজনায় দেবশংকর হালদার অভিনীত 'তোমার আমি'।

বাড়ি ক্রোক ব্যাংকের

শিলিগুড়ি, ৬ মে : বাড়ি মর্টগেজ রেখে ব্যবসার জন্য রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক থেকে ৭৫ লক্ষ টাকা ঋণ নিয়ে ঘটল বিপত্তি। কিস্তির টাকা দিতে না পারায় আদালতের নির্দেশে ওই বাড়ি ক্রোক করল ব্যাংকটি। ঘটনায় শোরগোল পড়ে যায় গুরুংবস্তি এলাকায়। ব্যাংকের আইনজীবী রোশন ঝা বলেন, '২০২০ সালে পান্নালাল খাটিট ওই বাড়িটিকে মর্টগেজে দিয়ে ব্যবসার জন্য ঋণ নিয়েছিলেন। কিন্তু রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকটিকে কিস্তির টাকা দিচ্ছিলেন না। একের পর এক কিস্তির টাকা শোধ করতে না পারায় ২০২৪ সালে ব্যাংকের তরফে ওই ব্যক্তির অ্যাকাউন্ট নন-প্রোফাইলিং অ্যাসেট (এনপিএ) করা হয়। পাশাপাশি, ওই বছরই শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতের দ্বারস্থ হয় ব্যাংক কর্তৃপক্ষ।

গাছ ভেঙে বিপত্তি

ইসলামপুর, ৬ মে : অল্পের জন্য রক্ষা পেলেন ইসলামপুর শহরে জমি রেজিস্ট্রি করতে আসা বাসিন্দারা। মঙ্গলবার দুপুরে ইসলামপুরের রেজিস্ট্রি অফিসের কাছে একটি পুরোনো কৃষ্ণচূড়া গাছের বড় ডাল আচমকা ভেঙে পড়ে। তবে এই ঘটনায় কেউ জখম হননি। গাছের নীচে থাকা একাধিক বাইক দুমড়ে যায়। সেই সঙ্গে অফিসের বারান্দার টিনের চালও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ঘটনার জেরে অফিস ক্যাম্পাসে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।

মহাবীরস্থান, হকার্স কর্নারে যানজট

দোকানের সামগ্রী রাস্তায়

পারমিতা রায়

শিলিগুড়ি, ৬ মে : রাস্তার ওপরে সাজানো রয়েছে বড়সড়ো কয়েকটি বাক্স। তার ওপর রাখা হয়েছে দোকানের নানান সামগ্রী। দোকানের একদিকে বাইক, স্কুটার দাঁড় করানো রয়েছে। ঠিক এই অবস্থায় যানজটের মধ্যে এই দোকান পেরিয়ে কীভাবে এগিয়ে যাবেন, তা বুঝতে পারছিলেন না সুকুমার দাস। তারপর মিনিট দুয়েক ঠায় দাঁড়িয়ে থাকার পর একটু জায়গা পেয়ে হেঁটে বের হতে পারলেন তিনি।

এই অভিজ্ঞতা শুধু সুকুমারের নয়, আরও অনেকের। নিবেদিতা মার্কেটে ঢুকলে প্রতিদিন এই ছবি ধরা পড়বে। একদিকে যেমন বহু দোকান রাস্তার ওপর চলে এসেছে, সেখানে দিব্যি বেচাকেনা চলছে। অন্যদিকে, যত্রতত্র বাইক, স্কুটার, টোটো দাঁড় করানোর ফলে যাতায়াত করতে গিয়ে ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে। প্রায় প্রতিদিন যানজটে স্তব্ধ হয়ে যাচ্ছে শহরের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ এই মার্কেট। নিবেদিতা মার্কেট থেকে একটু এগোলেই মহাবীরস্থান, হকার্স কর্নার। সেখানেও ধরা পড়বে একই ছবি।

এই ছবির কোনও পরিবর্তন হবে না? সমস্যার কথা স্বীকার করে পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার বলেছেন, 'বাজারগুলোতে এই সমস্যা সত্যিই রয়েছে। ওখানে মাঝে একটা রেললাইন আর রেলগেট থাকায় পার্কিংয়ের জায়গা পাওয়া যাচ্ছে না। আমরা এব্যাপারে ট্রাফিক পুলিশের সঙ্গে কথা বলেছি। দ্রুত কিছু একটা ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

মহাবীরস্থানে রাস্তায় সামগ্রী সাজিয়ে রাখা হয়েছে। ছবি : সূত্রধর

যষ্টিমধু কিনতে মাঝেমধ্যেই মহাবীরস্থানে যেতে হয় শীলা দত্তকে। তিনি বলছিলেন, 'কতিলা, যষ্টিমধু, পনির ফুল এখনও এই বাজারে পাওয়া যায়। তবে স্কুটার নিয়ে এলে প্রায় আধঘণ্টা তো যানজটেই কেটে যায়। তাই আসতে আর ইচ্ছে করে না।' কিন্তু তাঁর মতো অনেকেই অনিচ্ছা সত্ত্বেও আসতে বাধ্য হন এবং এসে যানজটে ফেঁসে যান।

মহাবীরস্থানে ঢোকার মুখেই এক ব্যবসায়ী দোকানের সামগ্রী রাস্তায় সাজিয়ে রেখেছিলেন। এব্যাপারে প্রশ্ন করতেই প্রথমে তিনি এড়িয়ে যান। পরে কিছুটা সুর নরম করে বলেন, 'কী করব! দোকানে তেমন জায়গা নেই। আর আমি এখানে একা এমনটা করছি না।'

তিনি একা এমনটা করছেন না, এ কথা ঠিক। অন্য ব্যবসায়ীদের এব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে তাঁদের উত্তরও আলাদা কিছু নয়। এক ব্যবসায়ী সঞ্জীব সাহা আবার বলেই দিলেন. 'কারও সমস্যা হলে সরিয়ে দেব।' হকার্স কর্নার ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক প্রদীপ রায় অবশ্য অদ্ভুত যুক্তি দিয়েছেন। তাঁর কথা, 'দোকানে কী আছে, তা দেখানোর জন্য অনেক সময় কেউ কেউ বাইরে কিছু জিনিস সাজিয়ে রাখেন।' তবে এতে সাধারণ মানুষের যাতে সমস্যা না হয়, সেটা তাঁরা নজরে রাখেন বলে দাবি করেছেন প্রদীপ।

এদিকে রাস্তা থেকে দোকান সরাতে প্রশাসন যদি কড়া পদক্ষেপ করে, সেক্ষেত্রে পূর্ণ সমর্থন জানানো হবে বলে মন্তব্য করেছেন বৃহত্তর খুচরো ব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদক বিপ্লব রায় মুহুরি। এখন প্রশাসন কী ব্যবস্থা নেয়, সেটাই দেখার।

টিয়া টিয়া টিয়া, টাউন স্টেশনে থাকে...

টিয়া পাখি নেবে গো...।। শিলিগুড়ি টাউন স্টেশনে সূত্রধরের তোলা ছবি। মঙ্গলবার।

ফের সার্ভিস রোড দখল করে ব্যবসা

শিলিগুড়ি, ৬ মে : বর্ধমান রোডের দু'পাশের সার্ভিস রোড যেন কোনওভাবেই চলাচলের উপযুক্ত করা যাচ্ছে না। এর নেপথ্যে রাস্তাজুড়ে গাড়ি পার্কিং, দোকান-গ্যারাজের সমাহার। বেশ কিছুদিন আগে ট্রাফিক পুলিশ অভিযান করে রাস্তাটি চলাচলের উপযুক্ত করেছিল। কিন্তু ফের পরিস্থিতি যে কে সেই। এ বিষয়ে শিলিগুড়ি কমিশনারেটের ডিসিপি (ট্রাফিক) বিশ্বচাঁদ ঠাকুর বলেন, 'রাস্তা কোথাও আটকে রাখা যাবে না। বর্ধমান রোডে লাগাতার অভিযান হবে।'

প্রায় ১০ কোটি টাকা খরচ করে পূর্ত দপ্তর বর্ধমান রোডের দু'পাশে সার্ভিস রোডটি তৈরি করে। মঙ্গলবার দেখা গেল, জলপাই মোড়ের কাছে পেভার্স ব্লক বসানো অ্যাপ্রোচ রোডের দু'পাশে অলিখিত টোটোস্ট্যান্ড গড়ে উঠেছে। পরিস্থিতি এমনই যে যাতায়াতের সামান্য ফাঁকফোকরও নেই। কিছুদূর এগিয়ে শিল্পাঞ্চল ভবনের ঠিক উলটোদিকে দেখা গেল সার্ভিস রোড দখল করে গাড়ি ঝালাই চলছে। ঝংকার মোড়ের দিকে এগিয়ে যেতেই দেখা গেল উড়ালপুল শুরু হওয়ার আগে বাঁ পাশে সার্ভিস রোডে মাটির উনুন, ঘুঁটে ডাঁই করে বিক্রি করা হচ্ছে। তার পাশে একের পর এক চারচাকার গাড়ি রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে। নাগরিকদের অনেকেরই বক্তব্য, প্রশাসন নজরদারিতে ঢিলে দেওয়াতেই এসব কার্যকলাপ বেড়েছে।

বর্ধমান রোডের পার্শ্ববর্তী এলাকার বাসিন্দা শম্ভু আগরওয়াল বলেন, 'গোয়ালাপট্টি মোড়ের কাছে সবসময় ট্রাফিক পুলিশ বাইক নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। যেখানে আইন ভাঙলেই বিভিন্ন যানবাহনকে চালান কাটা হয়। কিন্তু দখলদারির জেরে রাস্তা বন্ধ হয়ে থাকলেও পুলিশ সেদিকে তাকিয়ে দেখে না।' বিদ্যাসাগরপল্লির বাসিন্দা সন্তোষ সরকারের কথায়, 'যে উদ্দেশ্য নিয়ে সরকার কোটি কোটি টাকা খরচ করে সার্ভিস রোড তৈরি করল, অভিযান না চালালে সেই উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবে।'

ট্যুরিজম নিয়ে পড়াশোনার সুযোগ

শিলিগুড়ি, ৬ মে : কারও বেতন বছরে ৩৬ লক্ষ টাকা। কেউ আবার পাচ্ছেন ২৪ লক্ষ। দেশ-বিদেশে সাফল্যের সঙ্গে কাজ করছেন অ্যাভলন শিক্ষা নিকেতনের পড়ুয়ারা। বিবিএ এবং বিবিএমে ট্যুরিজম, অ্যাভিয়েশন, হসপিটালিটির মতো বিষয়গুলিতে নিয়ে পড়াশোনা করে চাকরির সুযোগ দিন-দিন বাড়ছে। আর এই বিষয়গুলি পড়ার সুযোগ করে দিচ্ছে অ্যাভলন। মঙ্গলবার হাকিমপাড়ায় সাংবাদিক বৈঠক করে এই ইনস্টিটিউটের সাফল্যের দিকগুলো তুলে ধরে অ্যাভলন কর্তৃপক্ষ।

কোন কোন কলেজে এই বিষয়গুলি পড়ার সুযোগ রয়েছে, তাও জানানো হয়েছে ইনস্টিটিউটের তরফে। অ্যাভলনের অ্যাকাডেমিক হেড জুঁই ভট্টাচার্য ঠাকুর জানান, শিলিগুড়ি কলেজের পাশাপাশি সূর্য সেন মহাবিদ্যালয়, পিডি উইমেন্স কলেজ, কোচবিহার কলেজ, আলিপুরদুয়ার মহিলা মহাবিদ্যালয়, ময়নাগুড়ি কলেজে এই বিষয়গুলি পড়ার সুযোগ রয়েছে।

পাড়ায় পাড়ায়

ইসলামপুর

বেহাল রাস্তা, চাপা ক্ষোভ

ইসলামপুর, ৬ মে : পুরসভার ১৫ নম্বর ওয়ার্ডে কিষানমাণ্ডির ভিতরে পাকা রাস্তার অবস্থা বেহাল। এ নিয়ে স্থানীয় বাসিন্দা, নিত্যযাত্রীদের মধ্যে চাপা ক্ষোভ রয়েছে। এই রাস্তা দিয়ে শিবডাঙ্গীপাড়া, দেশবন্ধুপাড়া, নেতাজিপল্লি সহ বহু এলাকার মানুষ যাতায়াত করেন। ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা অমিত দাস বলছিলেন, 'একবছর ধরে রাস্তাটা বেহাল অবস্থায় রয়েছে। বাইক নিয়ে চলাচল করাও বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে।'

রাস্তাটি মেরামত করা হচ্ছে না কেন? ওয়ার্ডের কাউন্সিলার অর্পিতা দত্ত বলেছেন, 'প্রথমে রাস্তাটি নিয়ন্ত্রিত বাজার সমিতির অধীনে ছিল। বর্তমানে পুরসভার অধীনে রয়েছে।' তাঁর সংযোজন, 'রাস্তা সংস্কারের জন্য টেন্ডার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। আশা করি দ্রুত কাজ শুরু করা যাবে।' কাউন্সিলার আশ্বাস দিলেও পেশায় টোটোচালক শ্যামল মণ্ডল প্রশ্ন তুলেছেন, 'কবে থেকেই তো শুনে আসছি রাস্তার কাজ শুরু হবে। কিন্তু হচ্ছে কই?' এর কোনও উত্তর কাউন্সিলার দেননি। এই রাস্তা দিয়েই কিষানমাণ্ডি চত্বরে থাকা মহকুমা কৃষি দপ্তরের অফিসে যেতে হয়। এত গুরুত্বপূর্ণ একটি রাস্তা দ্রুত সংস্কার হোক, চাইছেন সকলে।

সরব বিজ্ঞানমঞ্চ

ইসলামপুর, ৬ মে : ইসলামপুর শহরে অবৈধভাবে জলাভূমি ভরাট করার অভিযোগ উঠেছে আগেই। এবার তার প্রতিবাদে এবং দ্রুত পদক্ষেপ করার দাবিতে মঙ্গলবার মহকুমা শাসককে স্মারকলিপি দিল বিজ্ঞানমঞ্চের ইসলামপুর শাখা। ক্ষুদিরামপল্লির ঝলঝলি পুকুর, নেতাজিপল্লির ভেড়ানি পুকুর ও মেলামাঠ সংলগ্ন অপ্সরা মোড়ের পুকুর ভরাট করার বিরুদ্ধে সরব মঞ্চের সদস্যরা। সংগঠনের শাখা সম্পাদক শ্রাবন্তী কর্মকার বলেন, 'যেভাবে পুকুরগুলো ভরাট করা হচ্ছে, তা উদ্বেগের। মহকুমা শাসক পদক্ষেপ করার আশ্বাস দিয়েছেন।'

ST. MICHAEL'S SCHOOL
SILI GURI
LOVE TRUTH KNOWLEDGE

ST. MICHAEL'S SCHOOL FOR BOYS
SILIGURI
Affiliated to ICSE, New Delhi | School Code: WB259
A Residential & Day-Boarding School
RESULT - ICSE EXAMINATION 2025

CISCE NEW DELHI
COUNCIL FOR THE INDIAN SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATIONS
Empowering Minds & Transforming Lives since 1958

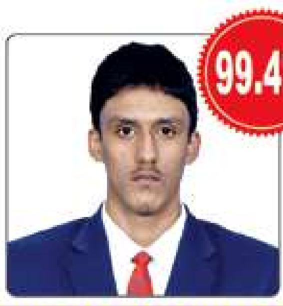
99.4%
MASTER SIDDHANT KARTIK
● Jalpaiguri District - 1st
● West Bengal - 4th

99.4%
MASTER SIDDHARTH KARTIK
● Jalpaiguri District - 1st
● West Bengal - 4th

99.2%
MASTER HARSH SINGHANIA
● West Bengal - 5th

99.2%
MASTER SWAPNIL SEN
● West Bengal - 5th

99%
MASTER KRISHNA MAHARANA
● West Bengal - 6th

99%
MASTER SHASHANK RANJAN
● West Bengal - 6th

TOTAL NUMBER OF BOYS WHO APPEARED : 85
TOTAL NUMBER OF BOYS WHO PASSED : 85
95% AND ABOVE : 39 | 90% AND ABOVE : 22
85% AND ABOVE 16 | 80% AND ABOVE : 7 | 75% AND ABOVE : 01
ICSE BATCH AVERAGE : 92.79%
#Percentage has been calculated taking best five subjects including English
Jyoti Nagar, 2nd Mile, Sevoke Road, Siliguri- 734001, West Bengal
PHONE: 03561 350018 / 19
E-mail: official.michaels1999@gmail.com
Website: www.smsslg.com
ICSE BOYS AVERAGE 2022 : 93.60% | ICSE BOYS AVERAGE 2023 : 94.30% | BATCH AVERAGE 2024 : 93.17%
Congratulations to all our Teachers, Students & Parents

পাহাড়পুরে হাইকোর্টের জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চের স্থায়ী ভবনের সামনে সার্ভিস রোড তৈরির কাজ চলছে জোরকদমে।

জলপাইগুড়িতে আসছেন প্রধান বিচারপতি

সার্কিট বেঞ্চের স্থায়ী পরিকাঠামো হস্তান্তর আজ

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ৬ মে : জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চের স্থায়ী পরিকাঠামোর হস্তান্তর হচ্ছে বৃহস্পতিবার। ওই অনুষ্ঠানে যোগ দিতে বুধবার জলপাইগুড়িতে আসছেন কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম। প্রশাসনিক সূত্রে খবর, প্রধান বিচারপতির উপস্থিতিতে বৃহস্পতিবার পাহাড়পুরে নবনির্মিত সার্কিট বেঞ্চের হস্তান্তর প্রক্রিয়া শেষ করা হবে জেলা প্রশাসনের তরফে। তার আগে ভবনটি পরিদর্শন করবেন শিবজ্ঞানম। তারই জোর প্রস্তুতি চলছে প্রশাসনিক স্তরে। সামান্য যে কাজ বাকি রয়েছে, তা দ্রুত শেষ করার চেষ্টা চলছে।

বর্তমানে জলপাইগুড়ি স্টেশন রোডে জেলা পরিষদের ডাকবাংলোতেই অস্থায়ীভাবে চলছে সার্কিট বেঞ্চ। পাহাড়পুরে স্থায়ী পরিকাঠামো তৈরির মূল বিল্ডিংয়ের কাজ প্রায় শেষ। স্থায়ী পরিকাঠামোয় এখন প্রধান প্রবেশপথের গেট, সামনের দিকে সীমানা প্রাচীর ও জাতীয় সড়ককে ছেড়ে সার্কিট বেঞ্চে যাতায়াতের জন্য সার্ভিস রোডের কাজ চলছে জোরকদমে। প্রধান বিচারপতির জলপাইগুড়ি পৌঁছানোর ২৪ ঘণ্টা আগে মঙ্গলবার দেখা গিয়েছে, সার্ভিস রোড তৈরিতে ব্যস্ততা তুঙ্গে। তবে আরও কিছুদিন যে সময় লাগবে রাস্তাটি তৈরিতে, তা অস্বীকার করছেন না প্রশাসনিক কর্তারা। একইসঙ্গে কিছুদিন সময় লাগবে সামনের দিকের সীমানা প্রাচীর তৈরিতে। সমস্ত কাজের তদারকিতে ব্যস্ত সরকারি অফিসার ও ইঞ্জিনিয়াররা।

জেলা পুলিশ সুপার খান্ডবাহালে উমেশ গণপতের বক্তব্য, 'সার্কিট বেঞ্চের নতুন ভবনে পৌঁছানোর ক্ষেত্রে একমাত্র ভরসা ২৭ নম্বর জাতীয় সড়ক। জাতীয় সড়ক দিয়ে সবসময় যান চলাচল করায়, যাঁরা সার্কিট বেঞ্চে আসবেন, তাঁদের সমস্যায় পড়তে হতে পারে। তাই জেলা পুলিশের তরফেই সার্ভিস রোড তৈরির প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল।' প্রধান বিচারপতি বৃহস্পতিবার সকালে সার্কিট বেঞ্চের স্থায়ী পরিকাঠামো পরিদর্শন করবেন বলে জানান জেলা শাসক শামা পারভিন।

‘হিংসা ছড়াতে এলে মা-বোনেরা রুখবেন’

সামশেরগঞ্জে ক্ষতিগ্রস্তদের সঙ্গে দেখা করে বার্তা মুখ্যমন্ত্রীর

পরাগ মজুমদার ও অর্ণব চক্রবর্তী

সামশেরগঞ্জ, ৬ মে : মঙ্গলবার সকাল থেকেই আকাশের মুখ ছিল ভার। মেঘলা দিনের বৃষ্টির মধ্যে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর মুর্শিদাবাদ সফরের দ্বিতীয় দিনে ওয়াকফ আইন প্রত্যাহারে আন্দোলনের জেরে আক্রান্ত পরিবারগুলির সদস্যদের সঙ্গে দেখা করতে বহরমপুর থেকে আকাশপথে পৌঁছান সামশেরগঞ্জে। সেখানে বিডিও অফিসে আশ্রয় নেওয়া পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলেন তিনি।

এদিনের সফরে বার বার তিনি সামশেরগঞ্জের অশান্ত পরিস্থিতির জন্য বিজেপিকে কটাক্ষ করেন। এই নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্য, 'বিজেপি কিংবা কোনও মৌলবাদী সংগঠনের কথা শুনে প্ররোচিত হবেন না। হিংসা ছড়াতে এলে মা-বোনেরা তা রুখবেন। আপনারা নিজেরা ভাগ হওয়ার থেকে আমার গলাটা দেহ থেকে ভাগ করে দিন। তাতে আমি খুশি হব।' ওয়াকফ প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্য, 'ওয়াকফ নিয়ে আমাদের এখানে কোনও প্রশ্ন নেই। এই নিয়ে আমি কিছু বলব না। ওয়াকফ নিয়ে বলার থাকলে দিল্লিতে যান। বাংলায় আমি আছি মাথায় রাখবেন।' তিনি জানান, তাঁর সরকার কোনও ধর্মেরই সম্পত্তি অধিগ্রহণের পক্ষে নয়।

মঙ্গলবার বহরমপুর থেকে সকাল সাড়ে ১১টা নাগাদ সামশেরগঞ্জের উদ্দেশ্যে রওনা দেন। ১২ নাগাদ সামশেরগঞ্জ আসেন মুখ্যমন্ত্রী। সেখানে ব্লক প্রশাসনিক দপ্তরে এসে ক্ষতিগ্রস্তদের হাতে চেক তুলে দেন এবং কথাবার্তা বলেন। সেখান থেকে আবার চপারে ১ টা ১৫ নাগাদ তিনি ছাবঘাটি সভামঞ্চ সংলগ্ন ময়দানে নামেন। সভা শেষ করে ২টা ১০ নাগাদ তিনি চপারে করে কলকাতার উদ্দেশ্যে রওনা দেন।

সুতির ছাবঘাটি সভামঞ্চ থেকে মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্য, 'এলাকার লোকজন দাঙ্গা চায় না। বাইরে থেকে লোক নিয়ে এসে প্ররোচনা দেওয়া হচ্ছে। কারও প্ররোচনায় পা দেবেন না। আমি ধুলিয়ান, সামশেরগঞ্জ গিয়েছিলাম। সবকিছু দেখলাম। ইতিমধ্যেই ৪০০টি পরিবারের সঙ্গে দেখা করে সরকারিভাবে সাহায্য তুলে দেওয়া হয়েছে। আজ আমার উপস্থিতিতে ২৮০টি পরিবারকে ২ লক্ষ কুড়ি হাজার টাকা করে চেক দিয়ে এলাম।'

হিংসায় ক্ষতিগ্রস্তদের সঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সামশেরগঞ্জে। -পিটিআই

এদিন মুখ্যমন্ত্রীর নিশানায় ছিল মূলত গেরুয়া শিবির। তিনি হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, 'আমি আপনাদের বলব, প্লিজ দয়া করে বিজেপির কথা শুনে বা আর কোনও ধর্মীয় সংগঠনের মৌলবাদীদের কথা শুনে কোনওভাবে প্ররোচিত হবেন না। কোনও ভাগাভাগি করবেন না। মানুষে মানুষে ভাগ করবেন না। আমি আমার চোখের সামনে কোনও দাঙ্গা দেখতে চাই না। আমি দাঙ্গার বিরুদ্ধে।'

সভা থেকে মুখ্যমন্ত্রীর আরও মন্তব্য, 'ওরা বলে আমি নাকি ধর্ম মানি না। ওদের কাছ থেকে আমাকে ধর্ম শিখতে হবে? আমি মানবিক ধর্ম পালন করি। মা-মাটি-মানুষ আমার গোত্র। জগন্নাথ মন্দিরে পুজো দেওয়ার সময়ও এই গোত্রেই পুজো দিয়েছি।'

সভামঞ্চ থেকেই এদিন কাশ্মীরে জঙ্গিদের সঙ্গে গুলির লড়াইয়ে শহিদ বাংলার জওয়ান তথা নদিয়ার বাসিন্দা ঝন্টু আলি শেখের স্ত্রীকে সরকারি চাকরির ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী।

> বিজেপি কিংবা কোনও মৌলবাদী সংগঠনের কথা শুনে প্ররোচিত হবেন না। হিংসা ছড়াতে এলে মা-বোনেরা তা রুখবেন। আপনারা নিজেরা ভাগ হওয়ার থেকে আমার গলাটা দেহ থেকে ভাগ করে দিন। তাতে আমি খুশি হব।
>
> **মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়**
> মুখ্যমন্ত্রী

প্রথমেই মঞ্চে ডেকে নেন তেহট্টের শহিদ জওয়ান ঝন্টু আলি শেখের পরিবারকে। ঝন্টুর স্ত্রী শাহানাজের হাতে ১০ লক্ষ টাকার চেক ও হোমগার্ডের চাকরির অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার তুলে দেন তিনি।

সভামঞ্চ থেকে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'ফরাক্কা-ধুলিয়ান এগুলো মালদা লোকসভার মধ্যে পড়ে। আবার ফরাক্কা, সামশেরগঞ্জ, সুতি আলাদা করে মুর্শিদাবাদ বিধানসভা নির্বাচনের মধ্যে পড়ে। তাই প্রশাসনকে আরও বলিষ্ঠ ও মজবুত করার জন্য আগামী দু-এক মাসের মধ্যে ফরাক্ক, ধুলিয়ান ও সুতির মধ্যবর্তী একটি জায়গাকে নির্বাচন করে সাব ডিভিশন অফিস তৈরি করা হবে। এতে স্থানীয় মানুষ উপকৃত হবেন।'

এদিন মুর্শিদাবাদ জেলায় ৭১৮ কোটি ১১ লক্ষ টাকা ব্যয়ে মোট ১৬৭টি প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করেন মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেন, 'কান্দি মহকুমা হাসপাতালে ১০০ শয্যার ইন্ডোর এবং ইমার্জেন্সি ইউনিট এবং ৬টি শয্যার ডায়ালিসিস সেন্টার চালু করা হল। মুর্শিদাবাদ হাসপাতালে ২০ শয্যার ডায়ালিসিস সেন্টার এবং লেবেল-২ ট্রমা কেয়ার ইউনিট এবং ১২ শয্যার বার্ন ইউনিট ৫ কোটি ৯৮ লক্ষ টাকা খরচ করে করা হয়েছে। একইভাবে বিড়ি শ্রমিকদের জন্য ১০০ শয্যার হাসপাতাল করা হয়েছে সামশেরগঞ্জে। ফরাক্কা, বল্লালপুরে ৩০ শয্যার ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছে।'

'সব শেষে মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্য, 'বাংলায় কথা বললে ভিনরাজ্যে বাংলার পরিযায়ী শ্রমিকদের উপর অত্যাচার করা হচ্ছে।' এমনই অভিযোগ করে মখ্যমন্ত্রী বিভিন্ন রাজ্যে কর্মরত বাংলার শ্রমিকদের রাজ্যে ফিরে আসার আহ্বান জানান।

গোরু উদ্ধার, ধৃত ২

কিশনগঞ্জ, ৬ মে : পুলিশ মঙ্গলবার কিশনগঞ্জ জেলার পোঠিয়ার নৌকাট্টা গ্রামের কাছে একটি পিকআপ ভ্যান থেকে পাঁচটি গোরু উদ্ধার করে। পাচারকারীরা পোঠিয়ার রাস্তা দিয়ে উত্তরবঙ্গের রামগঞ্জে গোরুগুলি পাচারের চেষ্টা করছিল। গোপন খবরের ভিত্তিতে পুলিশ ওই পিকআপ ভ্যানটি আটক করে। ওই ভ্যানের চালক চোপড়ার টেপিপাড়া গ্রামের বাসিন্দা মহম্মদ রফিকুল ইসলামকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। আদালতের নির্দেশে ধৃতদের ১৪ দিনের বিচার বিভাগীয় হেপাজতে কিশনগঞ্জ জেলে পাঠানো হয়েছে বলে পোঠিয়া থানার আইসি অজয় অমন জানান। উদ্ধার করা গোরুগুলিকে আপাতত থানা চত্বরে রাখা হয়েছে। গাড়ির মালিকের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

প্রশিক্ষণ শিবির

নাগরাকাটা, ৬ মে : ডুয়ার্স-তরাইয়ের চা বাগানগুলিকে নিয়ে আবহাওয়াভিত্তিক পরিচর্যার প্রশিক্ষণ শুরু করেছে চা গবেষণা সংস্থা (টিআরএ)। সম্প্রতি ডুয়ার্সে 'আর্লি ওয়েদার প্র্যাকটিস ইন টি' প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করে সংস্থাটি। সোমবার ব্যাংডুবিতে এমন প্রশিক্ষণ শিবির হয় তরাইয়ের চা বাগানগুলিকে নিয়ে। সম্প্রতি টিআরএ-র নয়া নির্দেশক হিসেবে যোগ দিয়েছেন ডঃ ভেঙ্কাটেসান সেলভারাজা। উত্তরবঙ্গের চা শিল্পের সমস্যাগুলিকে চিহ্নিত করে বিজ্ঞানসম্মত সমাধানের পথ খুঁজতে তাঁর নেতৃত্বে শুরু হয়েছে নতুন উদ্যোগ।

প্রশিক্ষণ শিবিরে উপস্থিত বাগান পরিচালকদের কাছ থেকে টিআরএ-র বিজ্ঞানীরা নানা ধরনের রোগপোকার হামলা, জলবায়ুর পরিবর্তনের কারণে উৎপাদনশীলতার ওপর নেতিবাচক প্রভাবের মতো নানা বিষয়ের খুঁটিনাটি জেনে নিচ্ছেন। টিআরএ-র চেয়ারপার্সন ও বিশিষ্ট চা শিল্পপতি নয়নতারা পালচৌধুরী বলেন, 'মাটির স্বাস্থ্য বা সয়েল হেলথ-এর ওপর আমরা বেশি করে কাজ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। পাশাপাশি, গুণগতমানের চা উৎপাদনে অত্যাধুনিক প্রযুক্তিকে কীভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে, তার ওপরও আমাদের বিজ্ঞানীদের গবেষণা অব্যাহত আছে।'

অশ্লীল ভিডিও, সাজা বাংলাদেশিকে

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ৬ মে : প্রথমে অবৈধভাবে বাংলাদেশ থেকে ভারতে এসে স্কুল ছাত্রীকে ফাঁসানো, এরপর তার অশ্লীল ভিডিও তৈরি করে সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল করার অভিযোগ উঠেছে এক বাংলাদেশি তরুণের বিরুদ্ধে। এই ঘটনায় সাজা ঘোষণা করেছে কোচবিহার আদালত। মঙ্গলবার কোচবিহারের অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা বিচারক ওই অভিযুক্তের পাঁচ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড ও ১০ হাজার টাকা জরিমানার নির্দেশ দিয়েছেন। অনাদায়ে আরও ছয় মাসের জেল হেপাজত খাটবে দোষী সাব্যস্ত আবদুল হান্নান (২২)। মামলার সরকারি তরফের আইনজীবী শিবেন রায় বলেন, 'প্রথমে মিসড কল এবং সেই সূত্রে ফোনের মাধ্যমে স্কুল ছাত্রীর সঙ্গে ওই তরুণের পরিচয় হয়েছিল। এরপরই তরুণ অপকর্মটি করে। মামলায় পরিবার ও পুলিশ মিলিয়ে মোট আটজন সাক্ষী হয়েছেন।'

ঘটনার সূত্রপাত ২০২৩ সালে। ওই বছরের ২০ জানুয়ারি হলদিবাড়ির এক কিশোরী কোচবিহারের সাইবার ক্রাইম থানায় একটি লিখিত অভিযোগ করে। অভিযোগে বলা হয়, ফোনে নিজেকে মধ্য হলদিবাড়ির বাসিন্দা বলে পরিচয় দিয়েছিল ওই তরুণ। এরপর ভিডিওকলের মাধ্যমে ওই ছাত্রীর ভিডিও সংগ্রহ করে সে। পরবর্তীতে সেই ভিডিও বিকৃত করে ভাইরাল করা হয়। ছাত্রীর কয়েকজন বান্ধবীর কাছেও ভিডিওটি পাঠানো হয়েছিল বলে অভিযোগ। এমনকি সেই ভিডিওতে ছাত্রীর বাবার ফোন নম্বর লিখে দেওয়া হয়েছিল। অভিযোগ পেয়ে তদন্তে নামেন কোচবিহারের সাইবার ক্রাইম বিভাগের পুলিশ আধিকারিকরা। ওই বছরেরই ১৬ জুন হলদিবাড়ি থেকেই আবদুলকে গ্রেপ্তার করা হয়।

অভিযুক্ত নিজেকে মধ্য হলদিবাড়ির বাসিন্দা বলে পরিচয় দিলেও আসলে সে বাংলাদেশি। ২০২১ সালে অবৈধভাবে সে ভারতে প্রবেশ করে। এরপর বিভিন্ন ধারায় তার বিরুদ্ধে মামলা শুরু হয়। মঙ্গলবার কোচবিহারের অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা বিচারক রুদ্রপ্রসাদ রায়। সাজা ঘোষণা করেন।

গরমের ছুটিতে ... সারাদিন খেলা ছোটদের। ছবি : মানসী দেব সরকার

অ্যাসিড খাইয়ে ‘খুন’

মালদা, ৬ মে : পণের দাবিতে গৃহবধূকে অ্যাসিড খাইয়ে খুনের অভিযোগ স্বামী সহ পরিবারের লোকেদের বিরুদ্ধে। এই ঘটনায় পরিবারের সদস্যরা থানায় খুনের অভিযোগ দায়ের করার প্রস্তুতি শুরু করেছেন। আপাতত মৃতদেহটিকে ময়নাতদন্তের জন্য মালদা মেডিকেলে পাঠিয়ে একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। মৃত গৃহবধূর নাম গৌরী পাল (২২)। বাড়ি দক্ষিণ দিনাজপুরের বংশীহারী এলাকায়। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রায় তিন বছর আগে পুরাতন মালদার বাচামারি পালপাড়া এলাকার বাসিন্দা প্রশান্ত পালের সঙ্গে বিয়ে হয় গৌরীর।

বর্তমানে তাঁদের দেড় বছরের কন্যাসন্তান রয়েছে। পরিবারের অভিযোগ, বিয়ের পর থেকে পণের দাবিতে গৌরীর ওপর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন চালাত স্বামী সহ পরিবারের লোকজন। গত সোমবার রাতে পরিবারের লোকজন ফোন মারফত জানতে পারেন, অ্যাসিড পান করা অবস্থায় গৌরীকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

মৃত গৃহবধূর মামা পরিতোষ পাল বলেন, 'নগদ ২ লক্ষ টাকা ও ৫ ভরি সোনা দিয়ে ভাগ্নির বিয়ে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তারপরেও ওদের চাহিদা মেটেনি। গতকাল রাতে ফোন মারফত খবর আসে, ভাগ্নিকে অ্যাসিড পান করা অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।' তাঁর দাবি, 'ভাগ্নির তখনও জ্ঞান ছিল। ভাগ্নি আমাদের জানায়, ওকে অ্যাসিড ও মেডিসিন খাওয়ানো হয়েছিল। আমাদের অনুমান, পণের জন্য ভাগ্নিকে অ্যাসিড খাইয়ে খুন করা হয়েছে।'

মাদক সহ ধৃত ২

শিলিগুড়ি, ৬ মে : সোমবার রাতে শিলিগুড়ি পুরনিগমের ১ নম্বর ওয়ার্ডের কুলিপাড়া থেকে সরোজ সাহানি নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করল সোনাদা ফাঁড়ির পুলিশ। সরোজের বিরুদ্ধে মাদক পাচারের অভিযোগ রয়েছে। গত ২৬ এপ্রিল সোনাদায় নাকা চেকিংয়ের সময় মাদক সহ দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে মাদক পাচারচক্রে সরোজের নাম জানতে পারে পুলিশ। তারপরেই অভিযান চালিয়ে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়।

মহড়ার প্রস্তুতি

কিশনগঞ্জ, ৬ মে : ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে সম্ভাব্য যুদ্ধের পরিবেশে বুধবার দেশের বহু জায়গায় সিভিল ডিফেন্সের উদ্যোগে মহড়া হবে। কিশনগঞ্জেও এই মহড়া হবে। মঙ্গলবার কিশনগঞ্জের জেলা শাসক অমিত রাজ ও পুলিশ সুপার সাগর কুমার যৌথভাবে সাংবাদিক সম্মেলনে জানান, ৭ মে সন্ধ্যা ৭টা থেকে ৭টা ১০ মিনিট পর্যন্ত শহরে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ থাকবে। ভারত-নেপাল ও ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে পুলিশকে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

দেহ উদ্ধার

ফাঁসিদেওয়া, ৬ মে : ফাঁসিদেওয়া ব্লকের ঘোষপুকুর ফাড়াবাড়িতে মঙ্গলবার এক কিশোরীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। মৃতার নাম আমিকা কেরকাট্টা (১৫)। এদিন রাতে পরিবারের সদস্যরা বাড়ি ফিরে কিশোরীর ঝুলন্ত দেহ দেখতে পান। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। কিশোরীকে উদ্ধার করে ফাঁসিদেওয়া গ্রামীণ হাসপাতালে পাঠানো হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। মৃতদেহটি বুধবার ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজে পাঠানো হবে। ওই কিশোরী নবম শ্রেণিতে পড়ত। তার মৃত্যুর কারণ জানতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

ধৃত দুষ্কৃতী

কিশনগঞ্জ, ৬ মে : কুখ্যাত দুষ্কৃতী মহম্মদ এনামুল শেখকে মঙ্গলবার ক্যালটেক্স চক থেকে গ্রেপ্তার করে কিশনগঞ্জ সদর থানার পুলিশ। ১০ বছর ধরে সে ফেরার ছিল। ধৃত উত্তর দিনাজপুর জেলার গোয়ালপোখর থানার সিলিয়া গ্রামের বাসিন্দা। তার বিরুদ্ধে ২০১৫ সালের ১৩ জুলাই সদর থানায় নথিবদ্ধ ২৬৫/১৫ নম্বর ফৌজদারি মামলার পাশাপাশি গোয়ালপোখর থানায় বেশ কয়েকটি মামলা রয়েছে।

প্রতিবাদ সভা

ফালাকাটা, ৬ মে : কাশ্মীরে জঙ্গি হামলার ঘটনার বিরুদ্ধে হিন্দু জাগরণ মঞ্চের প্রতিবাদ সভা চলছেই। মঙ্গলবার রাতে সংগঠনের তরফে পলাশবাড়ির মরিচঝাঁপিতে প্রতিবাদ সভা হয়। সেখানে সংগঠনের উত্তরবঙ্গ প্রান্তের সহ প্রমুখ ডঃ সুজয় বালা, স্থানীয় প্রতিনিধি মাধব বর্মন, পরিমল কার্জি, দীপক তরফদার এবং অন্যরা উপস্থিত ছিলেন। কাশ্মীরের ঘটনার পাশাপাশি মুর্শিদাবাদে হিন্দুদের ওপর অত্যাচারের ঘটনারও প্রতিবাদ জানানো হয়।

মধ্যরাতে ধ্বংস

প্রথম পাতার পর

যে কারণে সম্ভবত ওই বৈঠকে রাজ্যের তরফে ভার্চুয়ালি উপস্থিত ছিলেন মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ, স্বরাষ্ট্রসচিব নন্দিনী চক্রবর্তী, অসামরিক প্রতিরক্ষা এবং বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তরের সচিব রাজেশ সিনহা ও অসামরিক প্রতিরক্ষা দপ্তরের ডিজি জগমোহন।

পশ্চিমবঙ্গের ১৭টি জেলাকে গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। নিরাপত্তার জন্য স্পর্শকাতর এলাকার তালিকায় রয়েছে উত্তরবঙ্গের কোচবিহার, দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি, হাসিমারা, ফরাক্কা, বালুরঘাট, আলিপুরদুয়ার, দিনহাটা, মেখলিগঞ্জ, কালিম্পং ইত্যাদি জায়গা। কলকাতা, দুর্গাপুর, রানিগঞ্জ ও খড়্গপুর আছে ওই তালিকায়। বিমান হামলার সাইরেন শুনলে করণীয় কী, জানানো হবে বুধবারের মহড়ায়। বাড়িতে ফার্স্ট এইড বক্স, টর্চ, মোমবাতি ও পর্যাপ্ত খাবার মজুত রাখতে বলা হয়েছে। ডিজিটাল পেমেন্ট ব্যবস্থা কাজ করবে না ধরে সঙ্গে নগদ রাখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। মহড়ায় প্রশাসন, সিভিল ডিফেন্স ওয়ার্ডেন, স্বেচ্ছাসেবক, হোমগার্ড, এনসিসি, এনএসএস, এনওয়াইকেএসের সঙ্গে কলেজ ও বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা অংশগ্রহণ করবেন।

মহড়াকে ঘিরে নয়াদিল্লির নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে। পুলিশ থেকে আধাসামরিক বাহিনী-সবক'টি নিরাপত্তা সংস্থাকে মোতায়েন করা হয়েছে রাজধানীর সুরক্ষায়। পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের নিরাপত্তা খতিয়ে দেখেছেন এনএসজি কমান্ডোরা। অন্যদিকে, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পাকিস্তানই ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জিগির তোলার অভিযোগে মঙ্গলবার সোচ্চার হয়েছে রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে।

তবে পহলগামে জঙ্গি হামলা পরবর্তী ভারতের পদক্ষেপ নিয়ে প্রশ্ন তোলা দূরস্থান, নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠকে আত্মপক্ষ সমর্থনে বেশি ব্যস্ত থাকতে হয়েছে পাক প্রতিনিধিদের। জঙ্গিগোষ্ঠী লস্কর-ই-তৈবার সঙ্গে পাক সেনা ও সরকারের যোগাযোগের প্রসঙ্গ বরং উঠে এসেছে বৈঠকে। একইসময়ে আমেরিকার হাউস অফ রিপ্রেজেন্টেটিভসের স্পিকার মাইক জনসন বার্তা দিয়েছেন, 'সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ভারতের পাশে রয়েছে আমেরিকা। ভারতকে সবরকম সহযোগিতায় প্রস্তুত ট্রাম্প সরকার।'

নিউ ইয়র্কে নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠকে সদস্য দেশগুলির প্রতিনিধিরা পাকিস্তানের উদ্দেশে একের পর এক প্রশ্ন ছুড়ে দিয়েছেন মঙ্গলবার। দেড় ঘণ্টার রুদ্ধদ্বার বৈঠকের সিংহভাগ সময় চলে যায় পাক প্রতিনিধিদের জবাবদিহি করতে। একাধিক দেশ লস্করের সঙ্গে যোগাযোগ আছে কি না- প্রশ্নে বিদ্ধ করে পাকিস্তানকে। ধর্মীয় পরিচয় ডেনে পর্যটকদের খুনে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে অধিকাংশ সদস্য দেশ। তবে বৈঠকটি নিয়ে কোনও বিবৃতি দেয়নি নিরাপত্তা পরিষদ। নীরব ভারতও।

সাইরেন-স্মৃতি

প্রথম পাতার পর

বর্তমানে শিলিগুড়ির বর্ধমান রোডের বাসিন্দা জয়ন্ত বসু আগে কোচবিহারের নীলকুঠিতে কোয়ার্টারে থাকতেন। ১৯৭১ সালে চোখের সামনে যুদ্ধ পরিস্থিতি দেখেছেন। সেসময়ে ওই এলাকায় দুটি কোয়ার্টারের মাঝখানে একটা করে বাংকার তৈরি করা হয়েছিল। তাঁর কথায়, 'সেনা থেকে আমাদের বলা হয়েছিল, বিপদের সাইরেন বাজলেই বাংকারে ঢুকে যেতে হবে। বাংকারে ঢুকে লম্বা করে হাঁটু গেড়ে শুয়ে পড়তে বলা হত।' তাঁর সংযোজন, 'যুদ্ধের দিনগুলোতে প্রতিদিন সকালে হাসিমারা থেকে চারটে ভারতীয় যুদ্ধবিমান কোচবিহার বিমানবন্দর হয়ে ফের হাসিমারার দিকে যেত। একদিন বিমানবন্দরে প্রচণ্ড জোরে আওয়াজ শুনতে পেলাম। ছুটে গিয়ে দেখলাম, বিমানের চালক একপাশে পড়ে রয়েছেন। কিছুটা দূরে ভগ্নদশায় যুদ্ধবিমানটি পড়ে। পরে শুনলাম, বিমানটি শত্রুপক্ষের আক্রমণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ওই যুদ্ধবিমানের চালক অবশ্য বেঁচে গিয়েছিলেন।'

ঘোষপাড়ার বাসিন্দা নারায়ণ ঘোষও '৭১-এর যুদ্ধের সাক্ষী। তাঁর কথায়, 'এখন এলাকার কেদার মাঠের চারদিকটায় বাড়ি-ঘরে ভরে গিয়েছে। তবে আগে মাঠের চারপাশটা খালি ছিল। মাঠজুড়ে সেনার তরফে 'ভি', 'ডব্লিউ' আকারে বেশ কয়েকটা বাংকার তৈরি করা হয়েছিল। সেনার নির্দেশ ছিল, বম্বিং হলেই আমরা যেন সেই বাংকারে ঢুকে যাই। রাতের দিকে এই বর্ধমান রোড ধরেই বড় বড় ট্যাংক যেত। সাঁজোয়া গাড়িতে সেনাবাহিনীর অস্ত্রও নিয়ে যাওয়া হত। ট্যাংক যাওয়ার সেই গুরুগম্ভীর আওয়াজ মনে ভয় ধরিয়ে দিত। রাতে আলো জ্বালানোটাও আমরা বন্ধ করে দিয়েছিলাম।' কেন্দ্রের এই মক ড্রিলের নির্দেশিকা আসতেই বাজারেও দোলাচল শুরু হয়ে গিয়েছে। অনেকেই আতঙ্কে বাড়িতে চাল, তেল মজুত করতে শুরু করেছেন। কেউ দাম বেড়ে যাওয়ার আতঙ্কে, তো কেউ সামগ্রী না মেলার আতঙ্কে শুকনো খাবার মজুত করছেন। তবে শিলিগুড়ি মার্চেন্টস অ্যাসোসিয়েশনের সেক্রেটারি সুভাষ আগরওয়াল বলেন, 'মক ড্রিল হবে শুনেছি। কিন্তু এনিয়ে আতঙ্কের কোনও কারণ নেই।'

দিন-দিন কমছে বাস

প্রথম পাতার পর

অতিরিক্ত চালক কাজে না এলে কোনও রুটের চলতি বাসের সংখ্যাও কমে যাচ্ছে। কর্মী ও বাসের সংখ্যা কমে যাওয়ার জোড়া ফলায় বিদ্ধ নিগম এই পরিস্থিতিতে নতুন কোনও পরিকল্পনাও আর হাতে নিতে চাইছে না। তবে বাসের সংখ্যা কমে গেলেও রুটগুলোয় বিশেষ প্রভাব না বলে দাবি করেন নিগমের ম্যানেজিং ডিরেক্টর দীপঙ্কর।

যদিও তিনি যে দাবিই করুন না কেন, শুধু ডুয়ার্সের রুটগুলোর ব্যাপারে খোঁজখবর নিলেই অন্য তথ্য মিলছে। নিগম সূত্রে জানা গিয়েছে, আলিপুরদুয়ারে এখন আর এসি বাস আর চলছে না। আলিপুরদুয়ারে আগে ২টি বাস চললেও এখন মাত্র ১টি বাস চলে। শিলিগুড়ি-সংকোশের রুট বন্ধ। লাটাগুড়ির রুটও বন্ধ। এসব রুটে মানুষ এখন গুটিকয়েক বেসরকারি বাসের ওপর ভরসা করছেন। বাস কমে যাওয়ায় রুট বন্ধের তালিকায় রয়েছে শিলিগুড়ি-ঝালং, শিলিগুড়ি-তুফানগঞ্জ, শিলিগুড়ি-বক্সিরহাটের মতো গুরুত্বপূর্ণ রুটগুলো।

সেনা তৎপরতা

প্রথম পাতার পর

কাঁটাতারহীন সীমান্তে অতিরিক্ত বাহিনী মোতায়েনও করা হয়েছে।

উত্তরবঙ্গের সমস্ত শহরে বাড়তি নজরদারি শুরু করেছে সেনাবাহিনী। সূত্রের খবর, প্রাথমিকভাবে উত্তরবঙ্গের 'স্পর্শকাতর' চল্লিশটিরও বেশ জায়গায় সেনার বিশেষ অস্থায়ী ক্যাম্প তৈরির পরিকল্পনা করা হয়েছে। সেইসব ক্যাম্পে যুদ্ধাস্ত্র মজুত থাকবে। হঠাৎ হামলা হলে পরিস্থিতি মোকাবিলায় কাজ করবেন ক্যাম্পের জওয়ানরা।

যেসব এলাকায় বা শহরের পাশে সেনার নিজস্ব জমি আছে সেখানেই ক্যাম্প করা হবে। যেখানে সেনার জমি নেই সেখানে কেন্দ্রীয় সরকারের জমিতে ক্যাম্প করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। উত্তরবঙ্গ ও সিকিমের এনসিসি ইউনিটগুলিকে সতর্ক থাকতে নির্দেশ পাঠানো হয়েছে। এনসিসি প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের একটি তালিকা ও ফোন নম্বর প্রস্তুত করতেও বলা হয়েছে। জরুরি প্রয়োজনে প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের কাজে লাগানো হতে পারে বলে জানিয়েছেন এক সেনাকর্তা।

চিকেন নেকের নিরাপত্তায় বাড়তি শক্তি হিসাবে সক্রিয় করা হয়েছে ইস্টার্ন কমান্ডের ব্রহ্মাস্ত্র কর্পসকে। সোমবার থেকে রাঁচিতে শুরু হয়েছে এয়ার ল্যান্ডেড অপারেশনস। সি-১৭ গ্লোবমাস্টার বিমান অপারেশনে অংশ নিয়েছে। যুদ্ধ লাগলে বা হঠাৎ আক্রমণ হলে চিকেন নেক এলাকায় দ্রুত সেনা, রসদ, অস্ত্র, ওষুধ পৌঁছানো অথবা আক্রান্তদের নিরাপদ এলাকায় নিয়ে যাওয়ার কাজ কীভাবে হবে তার মহড়া হচ্ছে রাঁচিতে।

আসাম রাইফেলসের পক্ষে জানানো হয়েছে জঙ্গিদমনের বিশেষ অভিযানে ইতিমধ্যেই মায়ানমার সীমান্তের পার্বত্য এলাকায় পনেরোটিরও বেশি জঙ্গিঘাঁটি গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে এবং ১৭ জন জঙ্গিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ওই ঘাঁটিগুলিতে চিন থেকে আনা প্রচুর যুদ্ধাস্ত্র মজুত করা হয়েছিল। ঘাঁটিগুলি থেকে এখন পর্যন্ত ১৪টি ইম্প্রোভাইজ এক্সপ্লোসিভ ডিভাইস (আইইডি), পঞ্চাশটিরও বেশি একে সিরিজের রাইফেল, প্রচুর চিনা হ্যান্ড গ্রেনেড, রকেট লঞ্চার, মর্টার শেল, ওয়্যারলেস সেট ও গোলাবারুদ উদ্ধার হয়েছে।

নিরাপত্তার কারণে চিন থেকে মায়ানমার হয়ে উত্তর-পূর্ব ভারতে ঢোকা অস্ত্র সরাসরি চিকেন নেক এলাকায় আনতে পারছে না জঙ্গিরা। সেক্ষেত্রে উত্তর-পূর্ব ভারত হয়ে বাংলাদেশে পাঠানো হতে পারে অস্ত্র। তারপর সীমান্তের নিরাপদ পাচার করিডর দিয়ে সেই অস্ত্র চিকেন নেক এলাকায় আনা হতে পারে। এমন পরিকল্পনা করছে দেশবিরোধী শক্তিগুলো। কেন্দ্রের গোয়েন্দা রিপোর্টে সেই আশঙ্কার কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। তাই উত্তরবঙ্গ ও অসমের বাংলাদেশ সীমান্তে ২৪ ঘণ্টা ড্রোনে নজরদারি শুরু করেছে বিএসএফ।

খুঁড়ছে রাস্তা

প্রথম পাতার পর

টোটোর চাকা ঢুকে গিয়ে দুর্ঘটনাও ঘটছে। ডাবগ্রামে মাতৃসদনের সামনে, শিলিগুড়ি পার্ক রোডের মোড়, সূর্যনগর ময়দান এলাকায় রাস্তাগুলি বিপজ্জনকভাবে খুঁড়ে রাখা হয়েছে। সূর্যনগর মাঠের পাশের রাস্তায় আবার কেবলের রিম রেখে দেওয়া হয়েছে। স্থানীয় মানুষের বক্তব্য, কিছু এলাকায় একবার খুঁড়ে কেবল পেতে মাটি চাপা দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সেই জায়গায় আবার খুঁড়ে এক সপ্তাহ বা ১৫ দিন আগে পাতা কেবল তুলে ফেলে নতুন কেবল বসানো হচ্ছে। একটু বৃষ্টি হলেই জলকাদায় সমস্যা আরও বাড়ছে।

১৮ নম্বর ওয়ার্ডের বাগরাকোট, লিচুবাগান এলাকাতেও একইভাবে রাস্তাগুলি খুঁড়ে দীর্ঘদিন রেখে দেওয়ায় সাধারণ মানুষের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ রয়েছে। পরিস্থিতি বুঝে স্থানীয় কাউন্সিলার সঞ্জয় শর্মা পুরনিগমের আর্থমুভার দিয়ে কিছুটা জায়গা মাটি ভরাট করে দিয়েছেন। তবে, এখনও গোটা এলাকায় কেবল ছড়িয়ে রয়েছে। কোথাও আবার ভূগর্ভস্থ কেবল মাটির তলায় না নিয়ে রাস্তার ওপরেই বিছিয়ে রাখা হয়েছে। একই পরিস্থিতি ইসকন মন্দির রোডে। সেখানেও যত্রতত্র মাটি খুঁড়ে, কোথাও ভূগর্ভস্থ কেবল মাটির ওপরেই ফেলে রাখা হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দা, অরবিন্দ নাথ বলেন, 'মাটি খুঁড়ে তার নীচে বসানোর পরেই মাটি ভরাট করে দেওয়া হবে বলে জানানো হয়েছিল। কিন্তু এখানে তো মাটি খুঁড়ে রেখে চলে যাচ্ছে। দেখার কেউ নেই।'

‘নো ভোট টু বুলু’ প্রচারে জল্পনা

অভিষেক ঘোষ

মালবাজার, ৬ মে : দলে কার্যত কোণঠাসা হয়ে পড়েছেন মন্ত্রী। 'নো ভোট টু বুলু', এমনই আর্জি নিয়ে এবার বাড়ি বাড়ি যাওয়ার পরিকল্পনা নিয়েছেন তৃণমূলের সংখ্যালঘু নেতাদের একাংশ। বাম আমলের শেষ দিকে তৃণমূলের হয়ে যাঁরা কাজ করেছেন, তাঁদের সিংহভাগ এখন নিজের দলেই কোণঠাসা। এমনই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে মাল বিধানসভা এলাকায়। মাল ও ক্রান্তি ব্লকের দুই সংখ্যালঘু নেতা মেহবুব আলম ও বাদশা আহমেদের এমনই বক্তব্য। যে কারণে দলের বেশ কিছু সিদ্ধান্তের প্রতি তাদের সমর্থকরা অসন্তুষ্ট। তাঁদের অভিযোগের তির মালের বিধায়ক তথা মন্ত্রী বুলু চিকবড়াইকের দিকে। মন্ত্রী হওয়ার পরেই নিজের ঘনিষ্ঠদের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে বসিয়ে অন্যান্য নেতাদের কোণঠাসা করার অভিযোগ উঠেছে বুলুর বিরুদ্ধে। দলীয় সূত্রে খবর, কাল, বৃহস্পতিবার ক্রান্তিতে বৈঠক করবে বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠী। সেখানে সিদ্ধান্ত নেওয়া হতে পারে, মন্ত্রীকে আর সমর্থন করবে না বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠী। মন্ত্রীর বিরুদ্ধেই বাড়ি বাড়ি প্রচার করবেন সংখ্যালঘু নেতাদের একাংশ।

মন্ত্রীর বিরোধী গোষ্ঠী বলে পরিচিত তথা ক্রান্তি পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি মেহবুব আলম বলেন, 'দলের একটি বড় অংশ যে মন্ত্রীর পাশে নেই সেটা তিনি নিজেও টের পেয়েছেন। কিছুদিন আগেই মন্ত্রীর বিরুদ্ধে কর্মীসভা হয়েছে ওদলাবাড়িতে। আগামী বৃহস্পতিবার ক্রান্তিতে রণকৌশল ঠিক করতে বৈঠকে বসব আমরা। সেখানে মন্ত্রীকে আর সমর্থন করা হবে না এমন সিদ্ধান্তও নেওয়া হতে পারে।' দলের এক নেতা বলেন, 'নো ভোট টু বুলু' এমন আর্জি নিয়ে আমরা প্রচারে যাব।'

২০২২-এর বিধানসভা নির্বাচনে জলপাইগুড়ি জেলায় জলপাইগুড়ি সদর ও মাল বিধানসভা ছাড়া বাকি সবগুলো বিজেপির দখলে যায়। এমনকি ডুয়ার্স চত্বরেও বুলু চিকবড়াইক ছাড়া তৃণমূলের জয়ী মুখ কেউ ছিল না। যে কারণে দল এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আগ্রহে বুলু চিকবড়াইককে গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরের মন্ত্রী করা হয়। অভিযোগ ওঠে, মন্ত্রী হয়েই সংখ্যালঘু নেতাদের কোণঠাসা করতে চেষ্টা চালিয়েছেন তিনি।

তৃণমূল নেতা বাদশা আহমেদের দাবি, বিগত পঞ্চায়েত নির্বাচনের সময় কুমলাই গ্রাম পঞ্চায়েতে দল আমাকে টিকিট দেয়, যদিও পরে চক্রান্ত করে দলের নির্বাচনি প্রতীক আমায় দেওয়া হয়নি। নির্দল প্রার্থী হয়েই জয়ী হয়েও আমি তৃণমূলের হয়ে কাজ করে গিয়েছি।

দলীয় সূত্রে খবর, মাল ব্লকের সমস্ত দলীয় রাশ নিজের হাতেই রাখেন মন্ত্রী, যে কারণে অধিকাংশ সময় মাল ব্লকের দলীয় অনুষ্ঠানে দেখা যায় না জেলা সভানেত্রী মহুয়া গোপকে। যা নিয়ে প্রথম থেকেই মহুয়ার ঘনিষ্ঠরা মন্ত্রীর কাজকর্ম নিয়ে ক্ষিপ্ত। এছাড়াও মন্ত্রী-পুত্র তথা রাঙ্গামাটি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান অশোক চিকবড়াইকের বিরুদ্ধে উঠেছে একাধিক অভিযোগ।

যদিও এসমস্ত বিষয়ে কোনও গুরুত্ব দিতে চাইছেন না মন্ত্রী-ঘনিষ্ঠ মাল ব্লক সভাপতি সুশীলকুমার প্রসাদ। তিনি বলেন, 'দলের উচ্চ নেতৃত্বের নির্দেশেই ওঁদের দল থেকে বের করা হয়েছিল।' এই ব্যাপারে মন্ত্রী বুলু চিকবড়াইকের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তিনি ফোন ধরেননি। এসএমএস করা হলেও কোনও উত্তর দেননি। জেলা তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক তমাল ঘোষের কথায়, 'একচ্ছত্র আধিপত্যের অধিপতি মন্ত্রী। ওঁর বিরুদ্ধে যে কথা বলবে তার ওপর বিভিন্নভাবে দমনপীড়ন চালানো হয়, যা জনগণ ভালো নজরে নেয়নি।'

মাহি-আবেগে ভাসার অপেক্ষা

সঞ্জীবকুমার দত্ত

কলকাতা, ৬ মে : সোমবার প্র্যাকটিসে আসেননি।

আশা ছিল আজ আসবেন। বুধবার ম্যাচের আগে ইডেন গার্ডেন্সে ঢুঁ মারবেন, গা ঘামাবেন। নন্দনকানন চত্বর প্রস্তুত ছিল প্রিয় মানুষটিকে স্বাগত জানাতে। অপেক্ষাই সার। চেন্নাই সুপার কিংস টিমবাস থেকে একে একে রবিচন্দ্রন অশ্বীন, রবীন্দ্র জাদেজারা নেমে এলেন। যদিও যাঁর জন্য অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা, সেই মহেন্দ্র সিং ধোনির দেখা নেই!

বুধবার একেবারে নামবেন টস করতে। চোট নেই। বিশ্রাম নিতেই নাকি এদিন ইডেনমুখো হননি। সাংবাদিক সম্মেলনে দলের বোলিং কোচ এরিক সিমন্স আশ্বস্ত করলেন, মাহির খেলা নিয়ে কোনও অনিশ্চয়তা নেই। সঙ্গে ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য, মাহি মর্জির মালিক। কী করবেন, কী করবেন না, ধোনিই জানে।

আনপ্রেডিক্টেবল। ধোনি রয়েছেন ধোনিতেই। এতটুকু বদলাননি। বদলায়নি তাঁর ফ্যানরাও। রান পাচ্ছেন না তো কী! হোক ব্যর্থ চেন্নাই! মাহি-আবেগ চিরন্তন। ভাঁটা নেই। এদিন যার ট্রেলার বিকেলের ইডেনে। মাহিকে এক ঝলক দেখার জন্য ভক্তদের আকুতি, 'মাহি মাহি' শব্দব্রহ্মে।

হতাশ হয়ে ফিরলেন মাহি-ভক্তরা। আগামীকাল ফের ৭ নম্বর হলুদ জার্সি পরে মাঠ ভরাবেন। চলতি সিজনে গ্রুপ পর্বে কলকাতা নাইট রাইডার্সের শেষ হোম ম্যাচ। যদিও আদৌ বুধবারের ইডেন নাইটদের 'হোম' থাকবে কিনা বলা কঠিন! সৌজন্যে ক্যাপ্টেন কুল। নাইটদের হেডকোচ চন্দ্রকান্ত পণ্ডিত অবশ্য এসব ফ্যাক্টরে ঢুকতে নারাজ। দাবি, ফোকাস নিজেদের ক্রিকেটেই। গ্যালারিতে কী হবে, তা নিয়ে ভাবতে নারাজ।

চেন্নাইয়ের কাছে নিয়মরক্ষার ম্যাচ। কেকেআরের সামনে তখন প্লে-অফের দরজা খোলা। হিসেব পরিষ্কার, নিজেদের বাকি তিনটি ম্যাচ জিততে হবে। বুধবার চেন্নাইয়ের পর সানরাইজার্স হায়দরাবাদ, রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর বিরুদ্ধে অ্যাওয়ে দ্বৈরথ। 'ডু অর ডাই' পরিস্থিতিতে গত দুই ম্যাচে পাওয়া জয় অক্সিজেন জোগাচ্ছে। বাড়িয়েছে তলানিতে ঠেকা আত্মবিশ্বাস।

আগামীকাল আরও এক পা এগিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর আজিঙ্কা রাহানের দল। চোটআঘাতের কোনও সমস্যা নেই। নাইটদের বড় প্রাপ্তি আন্দ্রে রাসেলের রানে ফেরা। রাজস্থান ম্যাচে চাপে থাকা দলকে ভরসা জোগান দুরন্ত ফিনিশে। আরেক ফিনিশার রিঙ্কু সিংয়ের ছন্দে ফেরার ইঙ্গিত। প্রশংসা কুড়িয়েছেন দুরন্ত ফিল্ডিংয়ে। দেরিতে হলেও কি পিকে উঠছে শাহরুখ ব্রিগেড? পণ্ডিত সেকথাই শুনিয়ে যান।

কয়েকদিন আগে ইডেনে বসেই রোভমান পাওয়েল বলেছিলেন, মুম্বই ইন্ডিয়ান্স পারলে কেকেআর কেন পারবে না? আগামীকাল ফের করে দেখানোর ম্যাচ। ১১ ম্যাচে ১১ পয়েন্টে দাঁড়িয়ে নাইট রাইডার্স। বাকি তিন জিতলে ১৭, প্লে-অফের টিকিট প্রায় নিশ্চিত। চেন্নাইয়ের জন্য আগামীর অঙ্ক। থাকছে বরুণ চক্রবর্তী, সুনীল নারায়ণদের স্পিনের পালটা দেওয়ার হিসেবও। স্ট্র্যাটেজি ঠিক করতে চোখ সেই বাইশ গজে। ইডেনে ঢুকেই এদিন জাদেজা সোজা মাঠের মাঝে। খুটিয়ে খুটিয়ে পিচ দেখলেন।

উলটোদিকে নড়বড়ে প্রতিপক্ষ। অ্যাডভান্টেজ কেকেআর। তবে টি২০ ক্রিকেটে অবশ্য অতীত নয়, বর্তমানই আসল। ম্যাচের দিন কোন দল কীরকম খেলবে, তার ওপর নির্ভর করবে ভাগ্য। সাবধানী নাইট কোচের গলাতেও ঠিক সেই সুর। রাসেল-রিঙ্কুকে নিয়ে স্বস্তির মাঝে ভেঙ্কটেশ আইয়ারকে নিয়ে অস্বস্তি কিছুতেই কাটছে না। দলের সহ অধিনায়ক কি পারবেন ছবিটা আগামীকাল উলটে দিতে?

ডোয়েন ব্রাভোর কাছে আবেগের ম্যাচ। হলুদ জার্সিতে দুই হাত ভরা সাফল্য পেয়েছেন। চেন্নাই-বধে আগামীকাল নাইট থিংকট্যাংকের অন্যতম ভরসা। 'যুদ্ধের' আগে অবশ্য পুরোনো সম্পর্ক ঝালিয়ে নিতে ব্রাভো পৌঁছে যান পাশের চেন্নাইয়ের নেটে। স্টিফেন ফ্লেমিং, জাদেজাদের সঙ্গে জমিয়ে আড্ডা। নাইটদের বোলিং কোচ ভরত অরুণের সঙ্গে একফ্রেমে সেখানে রবিচন্দ্রন অশ্বীন। আইপিএলের চেনা ছবি।

গত দুই ম্যাচে চেন্নাই মূলত জোর দিয়েছে ইয়ং ব্রিগেডে। রাচিন রবীন্দ্র, ডেভন কনওয়েদের ফ্লপ শোয়ের পর ওপেনিংয়ে নতুন মুখ টিনএজার আয়ুষ মাত্রে। আগের ম্যাচে ৯৪ করেছেন। ফিল্ডিং এবং ব্যাটিংয়ে 'বেবি এবি' ডিওয়াল্ড ব্রেভিসও ছাপ রাখছেন। শিবম দুবের বিগহিটের ক্ষমতার দেখা মিলছে। পালাবদলের পর্বে যা হতাশার মধ্যে কিছুটা আশার আলো।

প্র্যাকটিসের মাঝে আবার 'সাহসী রানি'-র মহৎ উদ্যোগ নাইটদের। সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রের ৪০ জন মহিলাকে বিশেষভাবে সম্মানিত করলেন ফ্র্যাঞ্চাইজির অন্যতম কর্ণধার জুহি চাওলা। মাঠের ধারে বসে প্রিয় তারকাদের প্র্যাকটিস দেখলেন সবাই। জুহির কথায়, নিজেদের ক্ষেত্রে বাকিদের কাছে 'সাহসী রানিরা' উদাহরণস্বরূপ।

বাইশ গজের ইডেন-যুদ্ধে আগামীকাল ব্যাটন অবশ্য আন্দ্রে রাসেলদের হাতে। মাহি-আবেগের ম্যাচে রাসেল ঝড়-প্রার্থনা নাইট শিবিরের। প্রার্থনা পূরণ হলে পায়ের নীচের জমিটা আরও শক্ত হবে বলাই বাহুল্য।

আইপিএলে আজ

কলকাতা নাইট রাইডার্স
বনাম
চেন্নাই সুপার কিংস

সময় : সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
স্থান : কলকাতা

সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক, জিওহটস্টার

টানা দুইদিন অনুশীলনে না এলেও বুধবার ম্যাচের সেরা আকর্ষণ ধোনি।

শেষ অনুশীলনেও নেই মহেন্দ্রবাবু

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ৬ মে : গোষ্ঠ পাল সরণি। ক্রিকেটের নন্দনকাননের সামনের রাস্তা।

একটু ভালো করে পর্যবেক্ষণ করলে ইডেন গার্ডেন্সের সামনের এই রাস্তার ধারে টবে পাতাবাহারি গাছের সমাহার আপনার নজরে পড়বেই।

টবে থাকা সেই গাছের সৌন্দর্য আজ সন্ধ্যার মুখে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হল। রাতের ইডেনে আচমকা সেই জায়গায় হাজির হলে মনে হবে, সামান্য আগেই যেন ভারত-পাক যুদ্ধ হয়ে গিয়েছে। চারিদিকে ছড়িয়ে রয়েছে টবের ভাঙা অংশ। গাছ মাটিতে গড়াগড়ি খাচ্ছে। এমন দৃশ্যের মাঝে দাঁড়িয়ে কর্তব্যরত এক পুলিশকর্মী আচমকা বলে উঠলেন, 'মহেন্দ্র সিং ধোনি না আসতেই এই। উনি আজ সন্ধ্যার ইডেনে অনুশীলন করতে এলে কী হত কে জানে।'

মহেন্দ্র সিং ধোনি। ভারতীয় ক্রিকেটের মহেন্দ্রবাবু। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ছেড়েছেন আগেই। কিন্তু আইপিএলের দুনিয়ায় তিনি এখনও বর্তমান। এহেন ধোনির ক্যারিশমা কোন পর্যায়ে, আজ সন্ধ্যার ইডেনে ফের প্রত্যক্ষ করল ক্রিকেট সমাজ। গতকাল চেন্নাই সুপার কিংসের অনুশীলনে ছিলেন না মাহি। আজও তিনি ইডেনে এলেন না। কিন্তু তাতে কী? মাহি দর্শনের জন্য আট থেকে আশির যা উচ্ছ্বাস, উন্মাদনা, তা পিলে চমকে দেওয়ার মতোই। আইপিএলের মূল মাধ্যাকর্ষণ তিনিই। আগেও ছিলেন। এখনও রয়েছেন। আগামীদিনেও থাকবেন। তাঁর ভূমিকা যাই হোক না কেন। প্লে-অফ থেকে আগেই ছিটকে গিয়েছে চেন্নাই। আগামীকাল সন্ধ্যায় কলকাতা নাইট রাইডার্সকে উড়িয়ে দিলেও সিএসকে-র কোনও সম্ভাবনাই নেই। সাধারণ ক্রিকেটপ্রেমীরা অবশ্য চেন্নাইয়ের ভবিতব্য নিয়ে নয়, মাহিকে নিয়ে আগ্রহী।

> আমরা আশা করছি ধোনি খেলবেন কাল। আসলে ওর সিদ্ধান্ত ওই নেয়। তাই এর বেশি কিছু বলা সম্ভব নয়।
>
> **এরিক সিমন্স,** চেন্নাই সুপার কিংসের বোলিং কোচ

আর কতদিন খেলবেন ধোনি? পরের আইপিএলেও কি ক্রিকেটার ধোনিকে দেখা যাবে? অবসরের পর চেন্নাইয়ে ধোনির ভূমিকা কী হবে? সাধারণ ক্রিকেটপ্রেমীদের মধ্যে প্রশ্ন ও জল্পনার শেষ নেই। সন্ধ্যা প্রায় সাতটা নাগাদ ইডেনের মূল প্রবেশদ্বারের সামনে আচমকা দেখা হল মালদা থেকে অফিসের কাজে কলকাতায় হাজির হওয়া দুই বন্ধুর সঙ্গে। পাগলের মতো আগামীকাল রাতের কেকেআর বনাম সিএসকে ম্যাচের টিকিট খুঁজছিলেন। কলকাতা ময়দানের বিখ্যাত বটতলায় ব্ল্যাকারদের সঙ্গে দর কষাকষি করেও টিকিট জোগাড়ে ব্যর্থ হয়েছিলেন। কিন্তু রাত পর্যন্ত হাল ছাড়েননি। আসলে ধোনি দর্শনের সুযোগ কেউই ছাড়তে চান না। কে জানে কালই শেষবার ইডেনে ক্রিকেটার হিসেবে মাহি নামতে চলেছেন কিনা।

টানা দুইদিন তিনি অনুশীলনে অনুপস্থিত। রবিচন্দ্রন অশ্বীন, রাচিন রবীন্দ্র, রবীন্দ্র জাদেজারা নিয়ম মেনে অনুশীলন করলেও মাহি ইডেনের অনুশীলনে 'নিখোঁজ'। আগামীকাল কেকেআরের বিরুদ্ধে ম্যাচে ধোনি কি খেলবেন? সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টা নাগাদ সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হওয়া চেন্নাইয়ের বোলিং কোচ এরিক সিমন্স প্রশ্ন শুনে হেসে ফেললেন। বলে দিলেন, 'আমরা আশা করছি ধোনি খেলবেন আগামীকাল। আসলে ওর সিদ্ধান্ত ওই নেয়। তাই এর বেশি কিছু বলা সম্ভব নয়।' মরশুমের শুরুতে মাহি চেন্নাইয়ের অধিনায়ক ছিলেন না। রুতুরাজ গায়কোয়াড় চোট পেয়ে ছিটকে যাওয়ার পর দলের দায়িত্ব নিয়েছিলেন। কিন্তু মাহিস্পর্শেও সিএসকে-র ভাগ্য বদল হয়নি।

কেন চেন্নাইয়ের ১১ ম্যাচে জয়ের সংখ্যা মাত্র দুই, তা নিয়ে কারোর কোনও হেলদোল নেই। কলকাতা শুধু চাইছে মাহিদর্শন। তিনি যে ক্রিকেটের অলিখিত ঈশ্বর। আর ঈশ্বর দর্শনের জন্য মানুষ কখনও চেষ্টায় ত্রুটি রাখে না। কলকাতার ধোনি জ্বর আগামীকাল নাইটদের ধাক্কা দেয়, নাকি প্লে-অফের অক্সিজেন, অপেক্ষা এখন সেই মাহেন্দ্রক্ষণেরই।

ব্যাটিং অনুশীলনে রবীন্দ্র জাদেজা। ছবি : ডি মণ্ডল

গুজরাট টাইটান্সের বিরুদ্ধে বড় রান এল না রোহিত শর্মার ব্যাটে।

প্লে-অফের স্বপ্নে বুঁদ নাইট কোচ চন্দ্রকান্ত

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ৬ মে : বদলে গিয়েছে কলকাতা নাইট রাইডার্স! টানা দুই ম্যাচ জয়। আর সেই জোড়া জয়ে মিলেছে প্লে-অফ অক্সিজেন। সঙ্গে এসেছে শর্তও, বাকি থাকা সব ম্যাচে জয়ের ছন্দ ধরে রাখতেই হবে। সেই জয়ের ছন্দ ধরে রাখার লক্ষ্য নিয়েই চেন্নাই সুপার কিংসের বিরুদ্ধে ইডেন গার্ডেন্সে শেষ ম্যাচ খেলতে নামছে কেকেআর। আজিঙ্কা রাহানেরা চলতি আইপিএলে ফের কলকাতায় খেলার জন্য হাজির হবে কিনা, সময় তার জবাব দেবে। কিন্তু তার আগে চেন্নাইয়ের বিরুদ্ধে খেলতে নামার আগে নাইটরা বেশ ফুরফুরে মেজাজে। আর সেই মেজাজ আরও ভালো হওয়ার কারণ হল, সাহসী রানি।

সম্প্রতি নাইটদের তরফে সমাজের পিছিয়ে পড়া মহিলাদের সাহায্যের জন্য বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। 'সাহসী রানি' নামের সেই উদ্যোগ বাংলার পিছিয়ে পড়া মহিলাদের কতটা অক্সিজেন দেবে, সময় বলবে। কিন্তু তার আগে আজ সন্ধ্যার ইডেনে অনুশীলনের সময় 'সাহসী রানি' লেখা জার্সি পরে প্রস্তুতিতে ডুব দিয়ে সেই মহিলাদের সম্মান জানালেন রাহানেরা। সঙ্গে হয়তো সাহসী রানিদের থেকে আগামীর সাহস সঞ্চয়ও করলেন নাইট ক্রিকেটাররা।

টানা দুই ম্যাচ জয়ের পর নাইটদের

দলে বদলের সম্ভাবনা

মেজাজ এখন রীতিমতো ফুরফুরে। এতটাই যে, অনুশীলনের মাঝে কোচ চন্দ্রকান্ত পণ্ডিত, মেন্টর ডোয়েন ব্রাভোদের এতটা চনমনে শেষ কবে দেখা গিয়েছে, তা নিয়ে আলোচনা চলছিল রাতের ইডেনে। নাইটদের অনুশীলন দেখতে হাজির হওয়া বাংলা ও জাতীয় দলের প্রাক্তন ক্রিকেটার অশোক দিন্দা মজা করে বলেই ফেললেন, মনে হচ্ছে এবারও প্লে-অফে যাবে কেকেআর। রাহানেরা সত্যিই প্লে-অফে যাবেন কিনা, পরের কথা। তার আগে নাইট শিবিরে দুশ্চিন্তার মেঘ হিসেবে উদয় হয়েছেন ভেঙ্কটেশ আইয়ার। ২৩.৭৫ কোটি টাকা দিয়ে ভেঙ্কিকে নিলাম থেকে নিয়েছিল কেকেআর। এখনও পর্যন্ত দলকে ভরসা দিতে তিনি ব্যর্থ। উপরি হিসেবে রাজস্থান রয়্যালসের বিরুদ্ধে শেষ ম্যাচে বাঁহাতে চোট পেয়েছিলেন কেকেআরের সহ অধিনায়ক। সেই চোট এখনও পুরো সারেনি। নাইটদের অন্দরের খবর, আগামীকাল ধোনিদের বিরুদ্ধে ম্যাচে অনিশ্চিত ভেঙ্কটেশ।

কেকেআর সহ অধিনায়ক অনিশ্চিত হলেও আন্দ্রে রাসেলের ছন্দ নাইটদের জন্য এখন আশীর্বাদ। শেষ ম্যাচে একাই দলকে জিতিয়েছিলেন তিনি। হয়েছিলেন ম্যাচের সেরাও। এহেন রাসেলকে নিয়ে প্লে-অফের স্বপ্ন দেখছে কেকেআর। সন্ধ্যার দিকে সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়ে কেকেআর কোচ চান্দু স্যর বলে দিলেন, 'রাসেলের ফর্মে ফেরা আমাদের জন্য দারুণ ব্যাপার। ও এই ছন্দ ধরে রাখবে বলেই আমার বিশ্বাস।' শেষ ম্যাচে পাঁচ নম্বরে ব্যাট করে সফল হয়েছিলেন রাসেল। আগামীকালও কি তাঁকে পাঁচ নম্বরেই দেখা যাবে? জবাবে স্পষ্ট করে কিছু বলেননি নাইটদের কোচ। তার মধ্যেই অদ্ভুতভাবে রিঙ্কু সিংয়ের ফিটনেস নিয়ে প্রশ্ন করতেই ক্ষোভে ফেটে পড়লেন তিনি। বলে দিলেন, 'রিঙ্কুর ফিটনেস নিয়ে এত প্রশ্নের কী রয়েছে। ও ফিট।'

শুরুর দিকের ব্যর্থতার ধাক্কা সামলে শেষ দুই ম্যাচে ছন্দ পেয়েছে কেকেআর। সেই ছন্দ ধরে রাখার চ্যালেঞ্জ এখন নাইটদের সামনে। কোচ চান্দুর কথায়, 'আমরা প্লে-অফের হাল ছাড়িনি এখনও। ক্রিকেটে অসম্ভব বলে কিছু হয় না।'

প্রস্তুতিতে ফুরফুরে মেজাজে অঙ্গকৃশ রঘুবংশী ও আজিঙ্কা রাহানে। ছবি : ডি মণ্ডল

রোকো-কে যতদিন ইচ্ছা খেলার ছাড়পত্র গম্ভীরের

নয়াদিল্লি, ৬ মে : বিরাট কোহলিকে নিয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু আগামী মাসে টিম ইন্ডিয়ার ইংল্যান্ড সফরে কি রোহিত শর্মাকে দেখা যাবে? আইপিএলের মাঝে আপাতত এই প্রশ্নই ঘুরপাক খাচ্ছে ভারতীয় ক্রিকেট সমাজে। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় এক অনুষ্ঠানে রোহিত-বিরাটের টেস্ট ভবিষ্যৎ নিয়ে মুখ খুলেছেন টিম ইন্ডিয়ার হেডস্যর গৌতম গম্ভীর। বলেছেন, 'ওরা (রোহিত, বিরাট) যতক্ষণ পারফর্ম করছে, ততক্ষণ তো দলেরই অংশ। ওরা কখন অবসর নেবে, সেই সিদ্ধান্ত একান্তভাবেই ওদের। রোহিত-বিরাট যতদিন ইচ্ছা খেলতে পারে। কোনও কোচ, নির্বাচক, বিসিসিআই কর্তা ওদের বলতে পারে না, তোমরা এবার ছেড়ে দাও। তাই ৪০ কেন, পারফর্ম করতে পারলে ৪৫-এও ওদের আটকানোর কেউ নেই। বিরাট-রোহিতের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির পারফরমেন্স দেখুন। এর বেশি আমি কি বলব?'

ইংল্যান্ড সফরের স্কোয়াড প্রসঙ্গে গম্ভীরের মন্তব্য, 'দলগঠন করা আমার কাজ নয়। ওটা নির্বাচকদের কাজ। একজন কোচ শুধুমাত্র ম্যাচের জন্য প্রথম একাদশ বেছে নিতে পারে।'

ধারাভাষ্যকারদেরও একহাত নিয়েছেন গম্ভীর। বলেছেন, 'অনেক প্রাক্তন ক্রিকেটারই ঠান্ডা ঘরে বসে গত ২৫ বছর ধরে ধারাভাষ্য দিচ্ছে। তারা ভাবে ভারতীয় ক্রিকেট তাদের পারিবারিক সম্পত্তি। সেটা কিন্তু একেবারেই নয়। ভারতীয় দলের কোচ হওয়ার পর থেকেই জানি, উত্থান-পতন আসবে। আমার দেশকে গর্বিত করতে চাই। ঠান্ডা ঘরে বসা ধারাভাষ্যকারদের খুশি করা আমার দায়িত্ব নয়।'

আর্সেনালের দৌড় জারি রাখতে তৈরি হচ্ছেন ডেকলান রাইস।

আগামী সপ্তাহে নয়া কোচ ব্রাজিলের

ব্রাসিলিয়া, ৬ মে : ব্রাজিলের কোচ নিয়ে টালবাহানা অব্যাহত। সবচেয়ে বেশি আলোচিত নাম রিয়াল কোচ কার্লো আন্সেলোত্তি।

ব্রাজিল ফুটবল ফেডারেশন আগামী সপ্তাহে কোচ নিয়োগের বিষয়টি চূড়ান্ত করতে চায়। ব্রাজিল ফেডারেশনের স্পোর্টিং ডিরেক্টর রডরিগো ক্যাটেনাও বলেছেন, 'কোচ নিয়োগের বিষয়টি আমাদের জাতীয় ইস্যু হয়ে দাঁড়িয়েছে। আশা করছি, আগামী সপ্তাহের মধ্যে নয়া কোচ চূড়ান্ত হবে।' তিনি আরও বলেছেন, 'খুব অল্প সংখ্যক নাম নিয়ে আলোচনা চলছে। তবে এই মুহূর্তে কারোর নাম বলা সম্ভব নয়।' ব্রাজিল কোচ হিসেবে আন্সেলোত্তি ছাড়াও জর্জে জেসুস ও আবেল ফেরেইরার নামও রয়েছে।

এদিকে, স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যমে দাবি করা হয়েছে, আন্সেলোত্তির সঙ্গে ব্রাজিলের কথাবার্তা চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছে। লা লিগায় রিয়ালের শেষ ম্যাচটির পরেই আনুষ্ঠানিকভাবে তিনি ভিনিসিয়াস জুনিয়ারদের জাতীয় দলের দায়িত্ব নেবেন।

পরীক্ষা আর্তেতার, সমর্থকরাই শক্তি পিএসজি-র

প্যারিস, ৬ মে : সেমিফাইনালের লড়াই জিততে জীবন বাজি রাখতেও রাজি মিকেল আর্তেতার আর্সেনাল।

উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগের সেমিফাইনালের প্রথম লেগ ১-০ গোলে জিতে রয়েছে প্যারিস সাঁ জাঁ। কাজেই কাজটা একটু হলেও সহজ তাদের জন্য। প্রথমত, এগিয়ে থাকার সুবাদে অল্প হলেও বাড়তি আত্মবিশ্বাস নিয়ে মাঠে নামবে পিএসজি। আর দ্বিতীয়ত তাদের ঘরের মাঠে খেলা। ফিরতি লেগে আর্সেনালের মুখোমুখি হওয়ার আগে সেই আত্মবিশ্বাসই ঝড়ে পড়ল কোচ লুইস এনরিকে, আচরাফ হাকিমিদের গলায়। এই পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে মিশ্র অনুভূতি আর্তেতার। ইতিবাচক মানসিকতাই তাঁর দলের শক্তি।

'উত্তেজনা, শিহরণ, অপেক্ষা।' পিএসজি ম্যাচের আগে লড়াইটাকে এভাবেই বর্ণণা করলেন আর্সেনাল কোচ। ঘরের মাঠে হেরে থাকলেও তিনি ইতিবাচক মানসিকতা নিয়েই মাঠে নামতে চান। আসলে এক গোলের ব্যবধানটাকে তিনি বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছেন না। বোধহয় ফুটবলারদের মধ্যেও সেই মানসিকতাটাই ছড়িয়ে দিতে চাইছেন। বললেন, 'আমার দল লড়াই করতে জানে। তাই আমি মনে করি না কাজটা অসম্ভব। সেই কারণেই আমি ইতিবাচক।' লড়াইয়ের আগে ফুটবলারদের উদ্দেশে আর্তেতার বার্তা, 'আমরা এমন একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে যে, জিততে জীবনও বাজি রাখতে হবে।' আসলে তাঁর কাছেও এটা নিজেকে প্রমাণ করার আরও একটা সুযোগ।

আর্সেনাল কোচ আর্তেতা, পিএসজি কোচ এনরিকের অতিপরিচিত। একসঙ্গে খেলেছেন বার্সেলোনায়। সেই এনরিকে মেনে নিচ্ছেন, 'লড়াইটা নিঃসন্দেহে কঠিন।' তাঁর সংযোজন, 'প্রথম লেগ আমরা জিতে রয়েছি। সেই সুবিধা কাজে লাগানোর চেষ্টা করতে হবে আমাদের।' পিএসজি ফুটবলার হাকিমির কাছে ঘরের মাঠে সমর্থকরাই শক্তি যোগাবে। বলেছেন, 'গোটা প্যারিস আমাদের সঙ্গে থাকবে। ওরাই আমাদের শক্তি। ওদের জন্য ফাইনাল খেলতে হবে আমাদের।' এদিকে, সব সংশয় কাটিয়ে এই ম্যাচে খেলবেন ওসমানে ডেম্বেলে।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগে আজ

প্যারিস সাঁ জাঁ বনাম আর্সেনাল

সময় : রাত ১২.৩০ মিনিটে
স্থান : প্যারিস
সম্প্রচার : সোনি টেন নেটওয়ার্কে

আক্রমণে প্যারিস সাঁ জাঁ-র ভরসা ওসমানে ডেম্বেলে।

জাভেরিয়ান লিগে মেহতাব, নবিরা

কলকাতা, ৬ মে : সেন্ট জেভিয়ার্স প্রাক্তনীদের উদ্যোগে জাভেরিয়ান সকার লিগ দ্বিতীয় মরশুমের ঢাকে কাঠি। ১০ ও ১১ মে টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হবে। কলেজের বর্তমান ও প্রাক্তন ছাত্রদের পাশাপাশি খেলবেন কলকাতা ময়দানের প্রাক্তন তারকারাও। ৮ দলের মার্কি ফুটবলারদের মধ্যে রয়েছেন মেহতাব হোসেন, রহিম নবি, দীপক মণ্ডল, ডেনসন দেবদাস, অ্যালভিটো ডি কুনহারা। মঙ্গলবার টুর্নামেন্টের সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন দীপক, ডেনসনরা। ছিলেন বেঙ্গল অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি চন্দন রায়চৌধুরী। মেহতাব, নবিরা বলেছেন, কলেজের সীমা ছাড়িয়ে এই টুর্নামেন্ট কীভাবে বাংলার ফুটবলের উন্নতিতে কাজে লাগে, সেই দিকটাও দেখতে হবে।

হেরেও শেষ আটে মোহনবাগান

কলকাতা, ৬ মে : অনূর্ধ্ব-১৭ এআইএফএফ যুব লিগে হারল মোহনবাগান। মঙ্গলবার গুয়াহাটিতে সবুজ-মেরুনকে ২-০ গোলে হারাল বেঙ্গল ফুটবল অ্যাকাডেমি। জয়ী দলের হয়ে গোল করেন দেব ধারা ও তনবীর দে। এই জয়ের সুবাদে গ্রুপ শীর্ষে থেকে কোয়ার্টার ফাইনালে উঠল বেঙ্গল ফুটবল অ্যাকাডেমি। সেইসঙ্গে গ্রুপে দ্বিতীয় স্থানে থেকে পরের রাউন্ডে উঠেছে মোহনবাগান।

ভালো থাকতে নেতৃত্ব ছাড়ি : বিরাট

বেঙ্গালুরু, ৬ মে : দেশের জার্সিতে ক্রিকেটার হিসেবে প্রায় সব ট্রফি তাঁর ক্যাবিনেটে রয়েছে। কিন্তু অধিনায়ক বিরাট কোহলির ভাঁড়ার ফাঁকা। অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ ছাড়া কিছুই জিততে পারেননি তিনি। ২০২১ সালে টিম ইন্ডিয়ার সাদা বলের দায়িত্ব ও রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর অধিনায়কত্ব ছেড়েছিলেন কোহলি। তিন বছর পর যার নেপথ্য কারণ সামনে আনলেন তিনি।

আরসিবি-র পডকাস্টে সব বিষয় নিয়েই খোলামেলা আলোচনা করেছেন কোহলি। যেখানে অধিনায়কত্ব ছাড়ার প্রসঙ্গও উঠে এসেছে। কোহলি জানিয়েছেন, বছরের পর বছর ধরে অধিনায়কত্বের চাপ সামলাতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। বিরাটের কথায়, 'আমি সাত-আট বছর দেশের নেতৃত্বে ছিলাম। ৯ বছর বেঙ্গালুরুর। ২০১৬ থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত আইপিএলে দল পালটানোর একাধিক পরামর্শ পেয়েছি। আমি ব্যাট হাতে নামলেই সকলে ভাবত ম্যাচ জিতিয়ে ফিরব। ক্রমাগত এই চাপ সহ্য করতে পারছিলাম না। একটা সময় পরে বিষয়টা কঠিন হয়ে উঠেছিল। ভালো থাকতে দুইটি অধিনায়কত্বই ছেড়েছিলাম।'

১৭ বছরের দীর্ঘ কেরিয়ারে চোটের জন্য বিরাট মাত্র গোটা ছয়েক ম্যাচ মিস করেছেন। সেই কোহলিই ২০২২ সালে ক্রিকেট থেকে এক মাসের বিরতি নিয়েছিলেন। যার কারণ হিসেবে বিরাট বলেছেন, 'ভালোবাসা থেকেই আমার ক্রিকেট খেলার শুরু। আমি মাঠে নামতে ভালোবাসি। ব্যাট করতে ভালোবাসি। অধিনায়ক হওয়ার পর ২৪ ঘণ্টা ক্যামেরার নজর আমার দিকে থাকত। খেলার প্রতি ভালোবাসা কমছিল। মনে হচ্ছিল, একটা কাজ করছি। আমি ক্রিকেটের প্রতি ভালোবাসা ফিরিয়ে আনতে চেয়েছিলাম। যার জন্য অধিনায়কত্ব ছেড়েছিলাম। লম্বা বিরতির সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। এমন একটা জায়গায় থাকতে চেয়েছিলাম, যেখানে শুধু নিজের ক্রিকেট নিয়ে ভাবতে পারি।'

অধিনায়ক হিসেবে কোহলির প্রথম বিশ্বকাপ ছিল ২০১৯ সালের ওডিআই বিশ্বযুদ্ধের আসর। যেখানে সেমিফাইনালে নিউজিল্যান্ডের কাছে হেরে বিদায় নিয়েছিল টিম ইন্ডিয়া। যাকে কেরিয়ারের সবচেয়ে বড় স্বপ্নভঙ্গ আখ্যা দিয়েছেন কোহলি। বিরাট বলেছেন, '২০১৯ সালের বিশ্বকাপ হারের হ্যাংওভার কাটানো সহজ ছিল না। সেমিফাইনালের পরের দিন সকালে আমাদের ম্যাঞ্চেস্টার ছাড়ার কথা ছিল। কিন্তু বিশ্বাস করুন, ঘুম থেকে ওঠার পর মাথা কাজ করছিল না। মনে হচ্ছিল, কোনও রকমে দেশে ফিরে বাড়ির ভিতরে ঢুকে যাই। কী করব, কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। সবকিছু ঝাপসা লাগছিল। ভয়ংকর একটা হ্যাংওভারের মধ্যে ছিলাম। কী করতে চাই, কী করা উচিত, মাথায় আসছিল না। আমার মানসিক অবস্থা কীরকম ছিল সেটা শুধু আমিই জানি।'

আন্তর্জাতিক কেরিয়ার শুরু মিডল অর্ডারে। সেখান থেকে সাদা বলের ক্রিকেটে তিন নম্বর জায়গা নিজের করে নেন কোহলি। যার নেপথ্যে টিম ইন্ডিয়ার প্রাক্তন অধিনায়ক মহেন্দ্র সিং ধোনি ও কোচ গ্যারি কার্স্টেনের ভূমিকা রয়েছে বলে বিরাট জানিয়েছেন। কোহলি বলেছেন, 'জাতীয় দলে সুযোগ পাওয়ার পর এমএস ও কার্স্টেন পরিষ্কার বলেছিল, তোমার তিন নম্বরে খেলার পিছনে আমাদের সমর্থন রয়েছে। মাঠে তোমার এনার্জি, ইমপ্যাক্ট দলের জন্য মূল্যবান। তাই তুমি তোমার মতো খেলো।'

কিংবদন্তি শচীন তেন্ডুলকারের ব্যাটিং দেখে বড় হয়েছেন। ভেঙেছেন নিজের আইডলের ওডিআইয়ে ৫০টি শতরানের রেকর্ডও। ছোটবেলায় স্কুলে পড়ার সময়ই নাকি কোহলি তাঁর শিক্ষককে জানিয়েছিলেন, ভারতীয় ক্রিকেটের পরবর্তী শচীন তেন্ডুলকার হতে চান। যা সামনে এনে বিরাটের স্কুল শিক্ষক বিভা সচদেব বলেছেন, 'বিরাট স্কুলে সবরকম খেলায় অংশ নিত। খুব অ্যাক্টিভ থাকত। একদিন হঠাৎই ও বলে, ম্যাম আমি ভারতীয় দলের পরবর্তী শচীন হব। সত্যি বলতে, সেদিন ওর কথা শুনে হাসি পেয়েছিল। তবে ওর চোখে আত্মবিশ্বাস দেখেছিলাম।'

রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর পডকাস্টে বিরাট কোহলি।

শুভেচ্ছা

জন্মদিন

☺ Dear Mohi (Ujjabarna) : Happy birthday to our beautiful daughter, our princess. Happy birthday to a daughter who means the world to us. - Mom & Dad.

☺ স্নেহের **উজ্জ্বর্ণা (মোহি)** : আজ তোমার জন্মদিনে অনেক অনেক ভালোবাসা, আদর ও স্নেহাশীর্বাদ জানাই। তোমার সুস্থ সবল দীর্ঘায়ু কামনা করি। - **মা ও বাবা**, ৪ নং ওয়ার্ড, নেতাজি রোড, দিনহাটা।

মেয়র কাপে রানার্স বিকাশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৬ মে : পুরনিগমের মেয়র কাপ সাঁতারে রানার্স হয়েছে বিকাশ ঘোষ মেমোরিয়াল সুইমিং পুলের ছাত্রছাত্রীরা। প্রতিযোগিতাটিতে তারা ৮৭ পয়েন্ট পেয়ে শিলিগুড়ি ডিপিএসের পরে দুইয়ে শেষ করে।

ক্যাচ মিসে করেও জিতল গুজরাট

মুম্বই ইন্ডিয়ান্স-১৫৫/৮
গুজরাট টাইটান্স-১৪৭/৭
(১৯ ওভারে)

ডাকওয়ার্থ-লুইস নিয়মে গুজরাট ৩ উইকেটে জয়ী

মুম্বই, ৬ মে : পাওয়ার প্লে-র মধ্যেই তিন ক্যাচ মিস। যার শুরুটা হয়েছিল প্রথম ওভারের চার নম্বর বলে। তখনও খাতা না খোলা উইল জ্যাকসের ক্যাচ ২৯ রানেও হাতছাড়া করে গুজরাট টাইটান্স। বি সাই সুদর্শন, মহম্মদ সিরাজদের পর ক্যাচ মিসের তালিকায় নাম লেখান রবিশ্রীনিবাসন সাই কিশোর। ১০ রানে থাকা সূর্যকুমার যাদবকে তিনি জীবনদান করেন। যার সুযোগ নিয়ে সূর্য টি২০ ফরম্যাটে টানা এক ডজন ২৫ প্লাস স্কোর করলেও মুম্বই আটকে যায় ১৫৫/৮-এ।

১০.৩ ওভার শেষে ২ উইকেটে ৯৭ রানে থাকা মুম্বই ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামের কালো মাটির পিচে মাঝের ওভারে বিগ হিট নিতে সমস্যায় পড়ে যায়। একটু পুরোনো বলটাকে মাঝের ওভারে দারুণভাবে ব্যবহার করলেন গুজরাটের দুই স্পিনার রশিদ খান (২১/১) ও সাই কিশোর (৩৪/২)। শট খেলতে না পেরে প্রথমেই ফিরলেন সূর্যকুমার (২৪ বলে ৩৫)। এক ওভার পর ডাগআউটে জ্যাকসও (৩৫ বলে ৫৩)। জোড়া ধাক্কা সামাল দিতে পারেননি হার্দিক পান্ডিয়া (১), তিলক ভার্মা (৭) ও নমন ধীররা (৭)। দ্বিতীয় বলেই রায়ান রিকেলটনকে (২) ফিরিয়ে মুম্বইয়ের ওপেনিং জুটিতে ভাঙন ধরান সিরাজ (২৯/১)। রোহিত শর্মাকে (৭) তুলে নেন আশর্দি খান। টানা ৬ ম্যাচ জিতে আসা মুম্বই শিবিরে এরপর সাময়িক স্বস্তি

শুভমান গিলের ৪৩ রানের ইনিংস গুজরাটের জয়ের ভিত গড়ে দেয়।

এনেছিলেন সূর্য-জ্যাকস। কিন্তু তাঁদের ৭১ রানের জুটি ভাঙার পর একমাত্র প্রোটিয়া অলরাউন্ডার করবিন বশ (২৭) ছাড়া কেউ দুই অঙ্কের রানে পৌঁছাতে পারেননি।

গুজরাটের সেরা পেসার কাগিসো রাবাদা নির্বাসন মুক্ত হলেও এদিন তাঁকে খেলানো হয়নি। যা নিয়ে শুভমান গিলের যুক্তি ছিল, আরও কয়েকদিন অনুশীলনের সুযোগ প্রয়োজন রাবাদার। গুজরাট রানতাড়ায় নামার পর নিজের প্রথম ওভারেই ট্রেন্ট বোল্ট ফিরিয়ে দেন সুদর্শনকে (৫)। এরপরই শুভমান (৪৩), জস বাটলার (৩০) ও শেরফানে রাদারফোর্ড (২৮) দাপট দেখিয়ে গুজরাটকে ১১৩/২ স্কোরে পৌঁছে দেন। শেষবেলায় জসপ্রীত বুমরাহ (১৯/২), বোল্ট (২২/২) ও অশ্বনী কুমারদের (২৮/২) মরিয়া তাগিদ ম্যাচে নতুন টুইস্ট এনেছিল। বৃষ্টিবিঘ্নিত ম্যাচে শেষ ওভারে (১৯ নম্বর) জয়ের জন্য ১৫ রান আগলাতে নেমে দীপক চাহার নিয়ন্ত্রিত বোলিং করতে পারেননি। তারপরও শেষ বলে হার্দিক রানআউট করতে পারলে ম্যাচ সুপার ওভারে চলে যেত। তিনি সুযোগ নষ্ট করায় গুজরাট ডাকওয়ার্থ-লুইস নিয়মে দেওয়া টার্গেট ১৪৭ রানে পৌঁছে যায় ৭ উইকেট হারিয়ে। বৃষ্টিবিঘ্নিত ম্যাচে ৩ উইকেটে জিতে গুজরাট ১১ ম্যাচে ১৬ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে পৌঁছে গেল। সেইসঙ্গে প্লে-অফও প্রায় নিশ্চিত করে ফেলল।

ত্রিমুকুটের স্বপ্ন শেষ বার্সার

ইন্টার মিলান-৪ বার্সেলোনা-৩

দুই লেগ মিলিয়ে ইন্টার ৭-৬ গোলে জয়ী

মিলান, ৬ মে : সান সিরো স্টেডিয়াম হোক বা ইতালি, বার্সেলোনার জয়রথ বরাবর ধাক্কা খেয়েছে। মঙ্গলবারও ইন্টার মিলানের ডেরায় চ্যাম্পিয়ন্স লিগের সেমিফাইনালে ৩-৪ গোলে হেরে তাদের ত্রিমুকুট জয়ের আশা শেষ হয়ে গেল। অন্যদিকে ২০২৩ সালের পর আবারও ফাইনালে

ফাইনালে ইন্টার

জায়গা করে নিল ইন্টার।

প্রথম লেগের মতো এদিনও তারা ডিফেন্সের দোষে প্রথম দুটো গোল হজম করে। তাদের হাইলাইন ডিফেন্সের সুযোগ নিয়ে ডেনজিল ডামফ্রিস, লওটারো মার্টিনেজরা চাপে ফেলছিলেন বার্সা গোলরক্ষক ওজসিয়েচ সেজনিকে। ২১ মিনিটে বার্সার মাঝমাঠ থেকে বল কেড়ে নিয়ে ফেডেরিকো ডিমার্কো বল বাড়ান ডামফ্রিসকে। সেই থ্রু পাস ধরে

ইন্টার মিলানকে জয় এনে দেওয়া ডেভিডে ফ্রাত্তেসিকে নিয়ে উচ্ছ্বাস।

তিনি বল সাজিয়ে দেন লওটারো মার্টিনেজকে। সেখান থেকে একের বিরুদ্ধে এক পরিস্থিতিতে ফিনিশ করেন আর্জেন্টাইন স্ট্রাইকার। এদিন গোল করে লওটারো চলতি চ্যাম্পিয়ন্স লিগে নিজের গোলসংখ্যা পৌঁছে দিলেন নয়ে। এরপর বার্সা বেশ কিছু সুযোগ পেলেও ইন্টারের নিখুঁত সংগঠিত ডিফেন্সের বিরুদ্ধে তারা সমতার গোলটি পায়নি। বরং প্রথমার্ধের সংযোজিত সময়ে লওটারোকে ফাউল করেন পাউ কুবারসি। ভার পেনাল্টি দিলে হাকান কালহানোগ্লু ২-০ এগিয়ে দেন ইন্টারকে। কিন্তু সেই সুবিধা তাদের হাতছাড়া হয় দ্বিতীয়ার্ধে বার্সার মরিয়া তাগিদে। জেরার্ড মার্টিনের ক্রস থেকে ৫৪ মিনিটে এরিক গার্সিয়ার ভলি রুখতে পারেননি ইন্টারের গোলরক্ষক ইয়ান সোমার। ঠিক ৬ মিনিট পর বাঁ প্রান্ত থেকে বক্সে আরও একটি বিপজ্জনক ক্রস রাখেন মার্টিন। ইন্টার ডিফেন্ডারদের পেছন থেকে উঠে এসে হেডারে বল জালে জড়ান ড্যানি ওলমো। চোটের জন্য প্রথম লেগের মতো এদিনও প্রথম একাদশে ছিলেন না রবার্ট লেওয়ানডস্কি। পোলিশ গোলমেশিনের অভাব ফেরান টোরেস, রাফিনহা ও ওলমো সম্মিলিত চেষ্টায় ঢেকেছেন। যার পুরস্কার হিসেবে ৮৮ মিনিটে রাফিনহার ডান পায়ের গোলে ম্যাচে প্রথমবার লিড নেয় বার্সা। যদিও শেষবেলায় তাদের সেই সুখে জল ঢেলে ৩৭ বছরের সেন্ট্রাল ডিফেন্ডার ফ্রান্সেসকো আসেরবি চ্যাম্পিয়ন্স লিগে নিজের প্রথম গোল তুলে নেন। এরপর অতিরিক্ত সময়ের ৯ মিনিটে ডেভিডে ফ্রাত্তেসির গোল ইন্টারকে দুই লেগ মিলিয়ে ৭-৬ গোলে জয় এনে দেয়। ২০১০ সালে বার্সাকে হারিয়েই ইন্টার ফাইনালে উঠেছিল। সেবারই তারা শেষবার ট্রফি জেতে।

প্রিয়াংশকে চেনানো এসসিটি-র বাজি এবার তারে, ললিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৬ মে : পাঞ্জাব কিংসের জার্সিতে আইপিএলে ঝড় তুলেছেন প্রিয়াংশ আর্য। কিন্তু এক বছর আগেই তাঁকে ব্যাট হাতে দেখে ফেলেছিলেন শিলিগুড়ির ক্রিকেটপ্রেমীরা। কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে স্বস্তিকা যুবক সংঘের শিলিগুড়ি চ্যালেঞ্জার্স ট্রফির (এসসিটি) দ্বিতীয় সংস্করণে তাঁকে দুইটি ম্যাচে দেখা যায় জিটিএস ক্লাব দলে। যা নিয়ে আজও নস্টালজিক জিটিএস-এর ক্রিকেট সচিব দেবাঞ্জন দাস। বলেছেন, 'গত বছর সিকিমের টিমের বিরুদ্ধে ৩৭ ও এনএফ রেলওয়ের বিরুদ্ধে ৪২ রান করেছিল প্রিয়াংশ। তবে আমরা রানের থেকেও বেশি অবাক হই ওঁর যে কোনও বলে বাউন্ডারি মারার দক্ষতায়। সেমিফাইনালের দিন সকালে দিল্লি অ্যান্ড ডিস্ট্রিক্ট ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের জরুরি তলবে সিলেকশন ট্রায়ালে যোগ দিতে চলে যাওয়ায় প্রিয়াংশকে আর পাইনি।'

গতবারের চ্যাম্পিয়ন জিটিএস এবার না থাকলেও এসসিটি-তে আইপিএল কানেকশনের অভাব হবে না। ১১ মে থেকে শুরু তৃতীয় সংস্করণে আদিত্য তারে, ললিত যাদব, দীপক পুনিয়া, মায়াঙ্ক রাওয়াত, পবন নির্বাণীরা খেলতে আসছেন বলে টুর্নামেন্ট কমিটির সভাপতি জয়জিৎ চৌধুরী জানিয়েছেন। এদের মধ্যে উইকেটকিপার-ব্যাটার তারে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স, সানরাইজার্স হায়দরবাদ ও দিল্লি ডেয়ারডেভিলস (তৎকালীন) মিলিয়ে ১১ বছর আইপিএল পরিবারের সদস্য ছিলেন। স্পিন বোলিং অলরাউন্ডার ললিত ৪ বছর কাটিয়ে ফেলেছেন দিল্লি ক্যাপিটালসে।

শুরু হচ্ছে ১১ মে থেকে

বাইশ গজের লড়াইয়ের বাইরেও এসসিটি-তে চমকের অভাব হবে না। জয়জিৎ বলেছেন, 'দুটো করে রেফারেল, স্ট্র্যাটেজিক টাইম আউট ও ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার - আইপিএলের নিয়ম মেনেই হবে আমাদের এই টি২০ প্রতিযোগিতা। আটটি ক্যামেরা দিয়ে রেফারেল সিস্টেম তৈরি করা হচ্ছে। গতবার পর্যন্ত ওয়াইড, নো বল ও রানআউটের ক্ষেত্রে প্রযুক্তির সুবিধা নেওয়ার সুযোগ ছিল। এবার আমরা তা সম্প্রসারিত করে এলবিডব্লিউয়ের ক্ষেত্রেও সেই সুবিধা দিচ্ছি। দুইদিকে থাকছে এলইডি সাইটস্ক্রিন, বাউন্ডারি লাইনে হবে এলইডি অ্যাড ডিসপ্লে। ৪২ ফুটের জায়েন্ট স্ক্রিনে ম্যাচ সরাসরি দেখানো হবে। দর্শকদের মনোরঞ্জনে স্টেডিয়ামে ডিজে, কলকাতা থেকে আনা হচ্ছে পেশাদার চিয়ার লিডার। বড়দের সঙ্গে খেলা দেখতে আসা বাচ্চাদের কথা ভেবে গ্যালারিতে কার্টুন চরিত্রদের উপস্থিত করা হবে। সবমিলিয়ে আইপিএলে যা যা বিনোদন পাওয়া যায় তার কোনওটারই অভাব হবে না এসসিটি-তে।'

কিন্তু ১১ থেকে ১৮ মে - যে সময়টায় এসসিটি চলবে, সেই সময়টাতেই জমে উঠবে আইপিএলে প্লে-অফের দৌড়। যা ফেলে কতজন কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে আসবেন? আত্মবিশ্বাসী সুরে টুর্নামেন্ট কমিটির তরফে মনোজ ভার্মা বলেছেন, 'এক্ষেত্রে আমাদের বাজি স্থানীয় আবেগ। প্রতিটি দলে প্রথম একাদশে অন্তত দুইজন শিলিগুড়ির ক্রিকেটার খেলানো বাধ্যতামূলক। শিলিগুড়ির দল আইআইএলএস নাইট রাইডার্স তো ইতিমধ্যে নিয়ে ফেলেছে চারজন স্থানীয় ক্রিকেটারকে। প্রতিটি দলই নিজেদের চাহিদামতো শিলিগুড়ির ক্রিকেটারদের বেছে নিয়েছে।'

আকর্ষণ বাড়লেও এসসিটি-তে এবার দেখা যাবে না গতবারের চ্যাম্পিয়ন জিটিএস ও রানার্স অগ্রগামী সংঘকে। তাদের কিছু বাধ্যবাধকতার জন্য এই অনুপস্থিতি বলে টুর্নামেন্ট কমিটি জানিয়েছে। একইসঙ্গে চতুর্থ সংস্করণে জিটিএস ফিরতে চায় বলে দেবাঞ্জন জানিয়ে দিয়েছেন।

গত বছর এসসিটি-তে খেলতে আসা প্রিয়াংশ আর্য জিটিএস ক্লাবের ক্রিকেটারদের সঙ্গে।

জয়জিৎ জানিয়েছেন, ১১ তারিখ শুরু এসসিটি-তে দ্বিতীয়দিন বাদে প্রতিদিন সন্ধে ৬টা থেকে একটাই ম্যাচ থাকছে। ১২ মে প্রথম খেলাটি শুরু হবে দুপুর ১টা থেকে। প্রতিযোগিতায় আইআইএলএস ছাড়াও অংশ নিচ্ছে ডিএফইউসি ইন্ডিয়ান্স, কিংস ইলেভেন জলপাইগুড়ি, সিকিমের রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ইরাইজ, মালদার ওম সুপার জায়েন্টস, অসমের বিজনি সুপার কিংস, কোচবিহার এবিএস রয়্যালস, সিকিমের ব্লু শার্ক ক্যাপিটালস, মালদার বংশীবাড়ি সানরাইজার্স ও অসমের এনএফ রেলওয়ে টাইটান্স। ১০টি দলকে দুইটি গ্রুপে ভাগ করা হয়েছে।

সিনিয়ার দলে সৌরভ, আমন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৬ মে : সুপার কাপের সেমিফাইনালে থেমে গেলেও ভালো খেলার সুবাদে সিনিয়ার দলে যোগ দেওয়ার সুযোগ পাচ্ছেন সৌরভ ভানওয়ালা ও আমনদীপ সিং। দুইজনেরই খেলা পছন্দ হয়েছে হেড কোচ হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনার। কেরালা ব্লাস্টার্সের বিরুদ্ধে ভালো খেললেও এখনই প্রোমোশন পাচ্ছেন না সালাউদ্দিন আদনান। তবে এর সঙ্গে ডিফেন্সে আরও দুই-একজন ভারতীয় ফুটবলার নিতে চায় মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট। যার মধ্যে প্রথম নাম আসছে মেহতাব সিংয়ের। তবে মুম্বই সিটি এফসি থেকে নিজেদের এই প্রাক্তনীকে নিতে আগ্রহী ইস্টবেঙ্গলও। মেহতাব নিজে বাগানের দিকে ঝুঁকে। বিদেশিদের মধ্যে সম্ভবত গ্রেগ স্টুয়ার্ট ও নুনো রিজ ছাড়া কাউকেই ছাড়া হচ্ছে না। রবসন রবিনহোকে নেওয়ার ব্যাপারেও কথাবার্তা প্রায় পাকা। এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টুয়ের জন্য আরও দুইজন বিদেশি নেওয়ার ভাবনা থাকছে বলে খবর। বিপিন সিংয়ের সঙ্গে কথাবার্তা অনেকদূর এগিয়েছে ইস্টবেঙ্গলের।

খেলা হলে লড়াই হত, বিশ্বাস আশুতোষের

হায়দরাবাদ, ৬ মে : এবারের মতো সব আশা শেষ। সানরাইজার্স হায়দরাবাদের প্লে-অফ ভাগ্য এমনিতেই অনেক যদি-কিন্তুর জটিল অঙ্কে ঝুলে ছিল। সোমবার প্যাট কামিন্সদের সেই ক্ষীণতম আশাটুকুও শেষ করে দিয়েছে বৃষ্টি। সেটাই যেন শাপে বর হল দিল্লি ক্যাপিটালসের।

হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে শুরুতে ব্যাট করতে নেমে ১৩৩ রানেই থামে দিল্লির লড়াই। এরপরই অঝোরে বৃষ্টি। খানিক পর বৃষ্টি থামলেও খেলা শুরু করা সম্ভব হয়নি। ভাগাভাগি হয় পয়েন্ট। ফলে প্লে-অফ তো বটেই এখনও প্রথম দুইয়ে জায়গা করে নেওয়ার সুযোগও রয়েছে দিল্লির সামনে। দলের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য আশুতোষ শর্মা বলেন, 'গ্রুপ পর্বে আর তিনটি ম্যাচ বাকি আমাদের। এই তিনটিতেই জয় চাই। সেই মানসিকতা নিয়েই খেলব আমরা।'

ব্যাটিং বিপর্যয়ের মাঝেও ৪১ রানের ইনিংসে দিল্লি ক্যাপিটালসকে লড়াইয়ের জায়গায় পৌঁছে দিয়েছিলেন আশুতোষ শর্মা।

সানরাইজার্সের বিরুদ্ধে শুরুতে একের পর এক উইকেট হারাতে থাকে দিল্লি। পরিস্থিতি এমনই হয়েছিল যে, তারা একশো রান পার করতে পারবে কি না তা নিয়েও আশঙ্কা দেখা দেয়। শেষপর্যন্ত আশুতোষ শর্মা (৪১) এবং ট্রিস্টান স্টাবসের (৪১) ব্যাটে ভর করে সম্মানজনক জায়গায় পৌঁছায় দিল্লি। ম্যাচ বাতিল ঘোষণার পর আশুতোষ বলেন, 'শুরুতে দ্রুত উইকেট হারানোয় আমরা চাপে পড়ে যাই ঠিকই। তবে শেষপর্যন্ত যে রান উঠেছিল এই উইকেটে তাতেও ভালো লড়াই হত।' তাঁর সংযোজন, 'চাপের মুখে খেলতে আমি ভালোবাসি। এটা উপভোগ করি। নিজেকে সবসময় তৈরি রাখি এই পরিস্থিতির জন্য।'

এদিকে এবার আইপিএলের শুরু থেকেই ট্রফির দাবিদার ধরা হচ্ছিল হায়দরাবাদকে। তাই দলের বিদায়ে হতাশ কোচ ড্যানিয়েল ভেত্তোরি। ব্যর্থতার জন্য ঘুরিয়ে বাইশ গজকে দুষে তিনি বলেছেন, 'প্রতিটা ম্যাচেই আগ্রাসী ক্রিকেট খেলতে চেয়েছি আমরা। ছেলেদের মধ্যে সেই মানসিকতাও ছিল। তবে উইকেট থেকে ব্যাটাররা একেবারেই সুবিধা পায়নি। প্রতিটা পিচের চরিত্রও আলাদা রকমের।' সেইসঙ্গে ধারাবাহিকতার অভাব যে দলকে ডুবিয়েছে তা স্বীকার করে নেন ভেত্তোরি।

মানোলো, খালিদদের অনীহা জাতীয় দলে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৬ মে : জাতীয় দলের দায়িত্ব নিতে অনীহা কোচদের।

১০ জুন এশিয়ান কাপ যোগ্যতা অর্জন পর্বের পরবর্তী ম্যাচ ভারতের। ওই ম্যাচ খেলতে হংকং যাবে ভারতীয় দল। তার আগে মে মাসের ১৮ তারিখ থেকে শিবির শুরু করবেন মানোলো মার্কুয়েজ। ৪ জুন থাইল্যান্ডের বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচ খেলে হংকংয়ের বিপক্ষে খেলতে রওনা দেবেন সন্দেশ ঝিংগানরা। কিন্তু ওই ম্যাচের পরই জাতীয় দলের দায়িত্ব ছাড়তে চান মানোলো। আগেই কথা ছিল, এই মরশুমের শেষেই তিনি এফসি গোয়ার দায়িত্ব ছেড়ে পুরোপুরি জাতীয় দলে মনোনিবেশ করবেন। কিন্তু নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে খুব একটা আশাবাদী নন এই স্প্যানিশ কোচ। আবার এফসি গোয়া এখনও তাঁকে রেখে দেওয়ার বিষয়ে বিশেষ কোনও ইঙ্গিত দেয়নি। যদিও এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টুয়ের যোগ্যতা অর্জন পর্বের ম্যাচ খেলতে হলে তাঁদের দ্রুতই সিদ্ধান্ত নিতে হবে। একটি সূত্রের খবর, সুপার কাপ চ্যাম্পিয়ন করা কোচকে রাখতে অরাজি নয় গোয়া ম্যানেজমেন্ট। কিন্তু অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের চুক্তিজটেই মানোলো তাঁদের কথা দিতে পারেননি। বিশেষত বর্তমানে এমনই ডামাডোল পরিস্থিতি ফেডারেশনে যে, তাদের উপরেও ভরসা রাখতে পারছেন না মানোলো।

এদিকে, সদ্য শেষ হওয়া মরশুমের অন্যতম সফল ও একমাত্র ভারতীয় কোচ খালিদ জামিলকে অনূর্ধ্ব-২৩ দলের দায়িত্ব নেওয়ার জন্য প্রস্তাব দিয়েছে এআইএফএফ। কিন্তু এখনও খালিদ এই বিষয়ে নিরুত্তর। মূলত আগামী বছর এশিয়ান গেমস ও অনূর্ধ-২৩ এএফসি এশিয়ান কাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বের জন্য তাঁকে দল তৈরি করার দায়িত্বই দিতে চেয়েছে ফেডারেশন। যেভাবে এফসি গোয়ার কাছে মানোলোর জন্য প্রস্তাব পাঠানো হয় সেভাবেই জামশেদপুর এফসি-কেও প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে খালিদকে ছেড়ে দিতে। কিন্তু জামশেদপুর কর্তারা এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার বিষয়টি ছেড়ে দিয়েছেন তাঁদের কোচের উপরেই। জামশেদপুর ছেড়ে দায়িত্ব নেওয়ার ব্যাপারে এখনও মুখে কুলুপ খালিদের।

ফ্লপ একাদশের নেতৃত্বে ঋষভ

রেইকজাভিক, ৬ মে : আইপিএলের ব্যর্থ একাদশ। নেতৃত্বে ঋষভ পন্থ।

আইপিএলের মেগা নিলামে কোটি কোটি টাকা খরচ করে তারকা ক্রিকেটারদের দলে নিয়েছিল ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলি। কিন্তু প্রতিযোগিতার শেষলগ্নে এসে দেখা যাচ্ছে, তাঁদের অনেকেই চূড়ান্ত ব্যর্থ। এবার সেই দামি অথচ ব্যর্থ ক্রিকেটারদের মজা করে একটি আইপিএল একাদশ তৈরি করেছে আইসল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ড।

আইসল্যান্ড বোর্ডের তৈরি করা সেই একাদশে রয়েছেন রাহুল ত্রিপাঠী, রাচিন রবীন্দ্র, ঈশান কিষান, ঋষভ পন্থ, ভেঙ্কটেশ আইয়ার, গ্লেন ম্যাক্সওয়েল, লিয়াম লিভিংস্টোন, দীপক হুডা, রবিচন্দ্রন অশ্বীন, মাথিশা পথিরানা ও মহম্মদ সামি। ইমপ্যাক্ট খেলোয়াড় হিসেবে মুকেশ কুমারের নাম রয়েছে।

চলতি আইপিএলে ১১ ম্যাচে ১২৮ রান করা ঋষভ পন্থ ফর্মে নেই।

এই দলের অধিনায়ক বাছা হয়েছে ঋষভ পন্থকে। মেগা নিলামে তাঁকে ২৭ কোটি টাকা দিয়ে দলে নিয়েছিল লখনউ সুপার জায়েন্টস। কিন্তু চলতি আইপিএলে তিনি ১১ ম্যাচে করেছেন মাত্র ১২৮ রান। ঋষভের ব্যাটিং গড় ১২.৮। একটাও ম্যাচ জেতানো ইনিংস নেই। একই অবস্থা ভেঙ্কটেশ আইয়ারের। চলতি আইপিএলে ১১ ম্যাচে ১৪২ রান করেছেন তিনি। ২৩.৭৫ কোটি টাকা দিয়ে কলকাতা নাইট রাইডার্স তাঁকে দলে নিয়েছিল। কিন্তু তার প্রতিদান দিতে ব্যর্থ ভেঙ্কটেশ। তাই তাঁকেও 'ব্যর্থ একাদশ'-এ রাখা হয়েছে।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন জলপাইগুড়ি-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, জলপাইগুড়ি - এর একজন বাসিন্দা নিতাই চন্দ - কে 13.02.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 54C 09041 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারি অগণিত সাধারণ মানুষকে তাদের লক্ষ্যে পৌঁছতে এবং জীবনযাত্রার মান উন্নত করতে সাহায্য করছে। আমিও একজন ভাগ্যবান ব্যক্তি হয়েছি এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার জয়লাভ করে। ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

* বিজ্ঞাপ্তির তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

অনিন্দিতার ৬৩ রান, সমীরের ৩ শিকার

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৬ মে : উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর স্তরের আন্তঃ বিভাগীয় ক্রিকেটে মঙ্গলবার রাষ্ট্রবিজ্ঞান ৭ উইকেটে জয় পেয়েছে কম্পিউটার সায়েন্সের বিরুদ্ধে। বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে প্রথমে কম্পিউটার ১০ ওভারে ৪ উইকেটে ৬৯ রান করে। সৌগতর অবদান ৩২ রান। দীপেন ১৮ রানে ২ উইকেট নেন। জবাবে রাষ্ট্রবিজ্ঞান ৮.১ ওভারে ৩ উইকেটে লক্ষ্যে পৌঁছে যায়। প্রতীক ২৯ রান করেন। সমীরের শিকার ১১ রানে ৩ উইকেট।

পরে ইংরেজি ৪৬ রানে হারিয়েছে অ্যানথ্রোপলজি-জুলজিকে। ইংরেজি প্রথমে ১০ ওভারে ৩ উইকেটে ১০৫ রান তোলে। শাশ্বত রেখে এসেছেন ৬১ রান। পার্থিব ১৮ রানে ২ উইকেট পেয়েছেন। জবাবে অ্যানথ্রোপলি ১০ ওভারে ৮ উইকেটে ৫৯ রানে আটকে যায়। পার্থিব করেন ২২ রান। শুভরাজের শিকার ৯ রানে ২ উইকেট।

তৃতীয় ম্যাচে গণিত ৭ উইকেটে জয় পায় ইকোনমিক্স ও উইমেন স্টাডিজ দলের বিরুদ্ধে। প্রথমে ইকোনমিক্স ১০ ওভারে ৬ উইকেটে ৬০ রান করে। দীপঙ্কর করেন ২১ রান। অপূর্ব সিং ২২ রানে ৩ উইকেটে পেয়েছেন। জবাবে গণিত ৭.৩ ওভারে ৩ উইকেটে ৬৫ রান তুলে নেয়। সম্রাটের অবদান ৩০ রান। রাজর্ষী ২৫ রানে ফেলে দেন ২ উইকেট।

দিনের শেষ ম্যাচে বাংলা ৮ উইকেটে হারিয়েছে দর্শনকে। প্রথমে দর্শন ৬ ওভারে বিনা উইকেটে ৮৭ রান করে। অনিন্দিতার অবদান ৬৩ রান। জবাবে বাংলা ৫.৩ ওভারে ২ উইকেটে প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয়। কল্পনা ৩৯ রান করেন। জয়া ২৬ রানে নেন ১ উইকেট।

উত্তরের খেলা

চ্যাম্পিয়ন শ্রেয়া

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৬ মে : উত্তর দিনাজপুরে রাজ্য র‍্যাংকিং স্টেজ টু টেবিল টেনিসে মেয়েদের অনূর্ধ্ব-১৫ বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হল শিলিগুড়ির শ্রেয়া ধর। ফাইনালে শ্রেয়া ৩-০ গেমে সৃজনী চক্রবর্তীকে হারিয়েছে। মেয়েদের অনূর্ধ্ব-১৯ বিভাগে রানার্স হয়েছে শ্রেয়া। ফাইনালে তাকে ৩-৪ গেমে সঞ্চারী চক্রবর্তী হারিয়ে দেয়। শ্রেয়া বিবেকানন্দ ক্লাব তিস্তা-তোর্ষা অ্যাকাডেমিতে মৃণ্ময় চৌধুরীর অধীনে প্রশিক্ষণ নেয়।

জয়ী সুশান্ত-মিন্টু

বাগডোগরা, ৬ মে : জেমস স্পোর্টিং ইউনিয়নের তৃতীয় বর্ষ নৃপেন্দ্রনাথ দাস ও মলিনা চক্রবর্তী ট্রফি অকশন ব্রিজে মঙ্গলবার তৃতীয় রাউন্ডে জয় পেয়েছেন অভিজিৎ হালদার-রতন সাহা, বিপ্লব মজুমদার-বিশ্বজিৎ পোদ্দার, সুশান্ত ঘোষ-মিন্টু ভৌমিক, দেবাশিস কর-সুবোধ অধিকারী, তুহিন চক্রবর্তী-বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য ও পূর্ণেন্দু গঙ্গোপাধ্যায়-সৌমেন চক্রবর্তী।

সিএবি ক্যাম্পে নিরুপম, প্রবীণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৬ মে : সিএবি-র অনূর্ধ্ব-১৬ ভিশন ক্যাম্পে সুযোগ পেয়েছে সুকান্ত স্পোর্টিং ক্রিকেট অ্যাকাডেমির নিরুপম বর্মন ও জাগরণী সংঘ ক্রিকেট ক্যাম্পের প্রবীণ ছেত্রী। বুধবার থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে শিবির শুরু হবে। তার আগে নিরুপম-প্রবীণকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের সচিব কুন্তল গোস্বামী।

Where quality reigns supreme...
e.p.c.®
INDUSTRIAL FANS

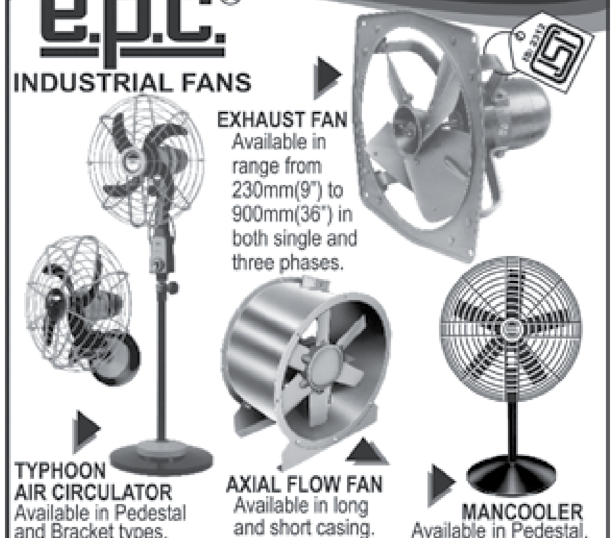

EXHAUST FAN
Available in range from 230mm(9") to 900mm(36") in both single and three phases.
TYPHOON AIR CIRCULATOR
Available in Pedestal and Bracket types.
AXIAL FLOW FAN
Available in long and short casing.
MANCOOLER
Available in Pedestal, Bracket and Tubular types.
EPC ELECTRICAL PVT. LTD.
71A, Tollygunge Road, Kolkata- 700033, Phone: 7890699103, 7890699104, 7890699105, E-mail: epc@epcfans.com, Website: www.epcfan.in
Dealer: THE SILIGURI ELECTRIC STORES, Hillcart Road, Siliguri-734001
Phone: 9734953234, 8509334119